কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব-পুরুষ ভিত্তিক উপন্যাস

জ্যোতি

ফকির জসীম উদ্দিন

Edited by Ripon Sarkar

রবি ঠাকুর খানিক সময় ভবতাড়িনীর দিকে তাকিয়ে থেকে বিহ্বল হয়ে মনে মনে ভাবছেন, এ যে আমার ফুলি। স্বপ্নের রাজকন্যা। যাকে রাতভর জীবন সঙ্গিনী হিসেবে চিন্তা করতাম। স্বপ্নের রাজকন্যাকে আমি বাস্তবেই পেয়ে গেছি। আমি বড়ই সৌভাগ্যবান। বিধাতা আমাকে খুবই সৌভাগ্যবান করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। বিধাতাকে অনেক ধন্যবাদ। আমার চোখে ও ফুলিও নয় ভবতারিণীও নয়। আজ থেকে ওর নাম হবে মৃণালিনী। মৃণালিনী আমার প্রাণ, স্বর্গীয় অপ্সরা, দেবী, স্বরসতী, প্রেয়সী ও সুধারাণী। মৃণালিনীর মুখমন্ডলের দিকে তাকিয়ে আমি তাই বুঝেছি অন্তরে অন্তরে।

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

বিধাতার হুকুমই আমাদের জীবনের আদর্শ। বিধাতা যেমন মানুষের রুহের অর্ধাংশ তেমনি নারীও পুরুষের রুহের অর্ধাংশ। নারী প্রেমে মুগ্ধ হয়েই পুরুষেরা বিধাতার সন্ধান লাভ করতে পারে। পৃথিবী একটা সুন্দরী নারীর অবয়ব।

Edited by Ripon Sarkar

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ ভিত্তিক উপন্যাস

জ্যোতি

ফকির জসীম উদ্দিন

ফকির পাবলিশার্স

Edited by Ripon Sarkar

স্বত্ব : লেখক
প্রকাশকাল :
মার্চ ২০১০ইং
প্রকাশক
ফকির জাহিদু-। ইসলাম (টিপু)
ফকির পাবলিশার্স
৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৮৬১৯৭৯৬, মোবাইল : ০১৭১২-১৫১৮৭৩
কম্পোজ
সততা কম্পিউটার
মুদ্রণ
মৌমিতা প্রিন্টিং প্রেস
প্রচ্ছদ : মোবাশ্বির মজুমদার
মূল্য : একশত সত্তর টাকা মাত্র
ISBN : 978-984-33-1463-5

Edited by Ripon Sarkar

উৎসর্গ

প্রিয় শিক্ষক, প্রিয় ব্যক্তিত্ব
যিনি জ্যোতির আলো কে
চিহ্নিত করতে সক্ষম, সেই
মহান মহানুভব স্যার
অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম কে

Edited by Ripon Sarkar

জমিদার বাড়ীর দেওয়ালের ছোট্ট দরজা ডিঙ্গিয়ে মেয়েটি হেঁটে হেঁটে যখন পুকুর ঘাটের দিকে যাচ্ছিলো তখন দিনের সময় মধ্যাহ্ন। বেলা বেশ হয়েছে। মেয়েটি মনে মনে ভাবছে, পুকুর ঘাটে বেশীক্ষণ দেরী করা যাবে না, স্নান সেরে শিগ্‌গির বাড়ী ফিরতে হবে। দুপুর বেলা অনেক কিছুর ভয় আছে ঘাটে। মেঠো পথের দুদিকে সারি সারি কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় হেঁটে হেঁটে যেতে যেতে তা ভাবতে ভাবতে ঘাটে পা ফেলে একবার চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে তাকালো মেয়েটি। পুকুরের চারদিকে সমভূমিতে সারি সারি নারকেল আর সুপারি গাছগুলো শাস্ত্রীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। পুকুর পাড়ে খানিকটা নামায় লতা-পাতার ঝোপঝাড়। ঝোপঝাড়ে ডাহুক পাখীগুলো সারাক্ষণই ডাকাডাকি করে। কখনো কখনো হুতুম পেঁচা ঝোপঝাড়ের ডালে বসে ঘাটপাড়ের লোকদের ভয় দেখায়। মেয়েটি ওদিকে তাকিয়ে ছিলো এতোক্ষণ।

ঘাটের উপরের অংশে চৌচালা টিনের চালা। চালার নীচে ইট সুড়কির তৈরী লোকদের বসার আসন। মেয়েটি বসার আসনে বসে খানিক চিন্তা করে বসা থেকে দাঁড়িয়ে শান বাঁধানো ঘাটের পানির সাথে লাগানো শেষ সিঁড়ির দিকে তাকালো। পুকুরের পানি তিল কালো। স্থির। কোথাও বাতাস নেই একফোটাও। পুকুর পাড়ের গাছের পাতাগুলো চুপ চাপ বসে আছে। চারদিকে জনশূন্য। মেয়েটি চারদিকে আবারও একবার চোখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে মাথার অর্ধ ঘোমটা সরিয়ে বুকের নীচের অংশ কোমড় পর্যন্ত কাপড়টি নামিয়ে নিশ্চিন্তে ধপ্ ধপ্ শব্দে পা ফেলে সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচের সিঁড়ির কাছে দাঁড়াল। পুকুরের স্থির পানির দিকে তাকাতেই মেয়েটি লক্ষ্য করল, পানির মধ্যে একটি পুরুষ মানুষের ছায়া দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। খানিক বাদে পুরুষ মানুষের ছায়াটি পুকুরের পানি থেকে বিলীন হয়ে গেল। ও মনে মনে ভাবল, দেবতারাও পানিতে বাস করে। হতে পারে এমন তেমন কিছু। তা যদি হয় তো আমার জন্য মঙ্গল। দেবতার সান্নিধ্য পাওয়া সেতো সোজা কথা নয়! যে দেবতার ছোঁয়া পাবে সেতো ভাগ্যবতী, ভাগ্যবান। পুরুষ লোকটির অবয়ব এখন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। চাঁদের মতো সুন্দর মুখে কালো কালো দাড়ি। পরনে আলখেল্লা, মাথায় টুপি। কিন্তু লোকটি কে? কেন এমন লুকোচুরি। এমনটি ভাবতেই পানিতে পুরুষ লোকটির অবয়বটি সরে গেলো। ও পানিতে নেমে গেলো। দু' তিনটে ডুব দিয়েই তড়িঘড়ি করে পা চালিয়ে উপরের সিঁড়িতে পা ফেলতেই ঘাটের উপর থেকে শব্দ ভেসে আসলো মেয়েটির কানে। অমৃতা, তুমি উপরে আস, তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করছি।

মেয়েটি ভয় পেয়ে গেল পুরুষ কণ্ঠে নিজের নাম শুনে। ভিজা কাপড়ে খানিক নিচের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থেকে চোখ কপালের দিকে তুলে ভীতু মনে ঘাটের মেঝের দিকে তাকালো। কোথাও কেউ নেই। খানিক সময় চিন্তা করে ঘাটের মেঝে উঠার জন্য যেই মেয়েটি উপরের সিঁড়িতে পা ফেলল, সেই আবারও সেই স্বর- অমৃতা, তুমি উপরে আস, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। ওই একই কথা শুনে মেয়েটি থমকে গেল। মনে মনে ভাবলো, দেবতারা কি এমনই দুষ্টমি করে মেয়েদের সাথে। তাঁরাতো পবিত্র। স্বর্গীয়। না-কি কোনো অশরীরি ভূত-টুতের নজরে পড়ে গেলাম। আশপাশেতো এমন কেউ নেই যে, আমি জোর কণ্ঠে ডাকবো। এসব চিন্তা-টিন্তা করে

Edited by Ripon Sarkar

মেয়েটি একটু সাহস করেই সিঁড়ি ভেঙ্গে ঘাটের মেঝে এসে দাঁড়ালো। চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে পই পই করে তাকিয়ে খুঁজছে ওই পুরুষ লোকটিকে। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। ঘাটের ইটা-সুড়কির আসনের দিকে খানিকটা হেঁটে গিয়ে মেয়েটি মাথার উপর সূর্যের দিকে তাকালো। কপালের কাছে জোড় দুই হাত একত্রিত করে সূর্যদেবকে প্রণাম করলো। তখনও মেয়েটির সারা শরীর পানিতে ভিজে জব জব। ফিন্ ফিনে পাতলা শাড়িতে পানি লেগে দেহে ত্বকের সাথে এক্শা হয়ে গিয়েছে। মুখে বিন্দু বিন্দু পানির ফোটা রোদের আলোতে ঝিলিক দিতেছে। সমস্ত পিঠ জুড়ে কোমড় অবধি কালো কুচ কুচে ভিজা চুলগুলো ছঁড়ে-ছিটে আছে কোমড়ের নিম্নাংশে নিতম্ব থেকে পা পর্যন্ত। পাতলা ভিজা কাপড়ে ত্বকের সাথে মিশে গেছে পানিতে। মেয়েটি তাকিয়ে আছে নিস্পলক পুকুরের পদ্মফুলের দিকে। আবারও ওই কথা, অমৃতা তুমি আমার দিকে তাকাও! মেয়েটি ওদিকে তাকালো। খানিকটা দূরে দেবদারু গাছের গোড়ার আড়াল থেকে ওই পুরুষ লোকটি ধীর পায়ে হেঁটে এসে মেয়েটির কাছে দাঁড়াল। মাথার উপরে চৌচালা টিনের চালা। চারদিকে খোলা দিগন্ত, বিস্তৃত প্রকৃতি। আশপাশে মানুষ জনের কোনো চিহ্ন নেই। চিৎকার করে ডাকলেও কেউ শুনবে না। চিৎকার করার কোনো প্রয়োজন আছে কি-না সেটা মেয়েটির মনে প্রশ্ন। খানিক সময় পুরুষ লোকটির দিকে তাকিয়ে মেয়েটি একটু হাসল। মনে মনে ভাবল, আমার সম্মুখে যিনি দাঁড়িয়ে আছে তিনি সুপুরুষই বটে। এমন সুন্দর পুরুষ আমি কখনোই দেখেনি। এ যে বিধাতার সৃষ্টি মহা মানব। তার মধ্যে কি জানি এক মহা শক্তি লুকাইতো আছে। কিন্তু তিনি এখানে এলেন কেন?

বিধাতা কি তাহলে আমার জন্যেই এখানে ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এ- কি বিধাতার খেলা। মেয়েটি চোখ নামালো। মাটির দিকে তাকালো। পুরুষলোকটি একটু নড়ছে না স্ব- স্থান থেকে। ঘাটের গেইট আগলে দাঁড়িয়ে আছে অবলিলায়। মেয়েটি মনে একটু সাহস এনে পুরুষলোকটিকে বলল, আপনি কে? এখানে কেন এসেছেন? এখানেতো বাইরের কোনো পুরুষ মহিলা কেউই পুকুরে আসতে পারে না। এটা যে আমাদের পারিবারিক পুকুরঘাট। জানেনতো আমার বাবা যদি জানতে পারে একজন তরুনের সাথে আমি কথা বলছি তো আপনার মৃত্যুদন্ডও হতে পারে। আপনি এখনই এখান থেকে চলে যান। আমাদের কোনো লোক যদি আমার সাথে আপনাকে কথা বলতে দেখে তবে চিরদিনের জন্য আপনি জীবন হারাবেন। আপনি এখনই এখান থেকে সরে যান, চলে যান?"

পুরুষলোকটি একটু হাসলো। কোনো কথা বলছে না। শুধু তাকিয়ে আছে মেয়েটির চোখের দিকে। মেয়েটিও তাকিয়ে আছে পুরুষলোকটির চোখের দিকে। চোখাচোখি উভয়ই খানিক সময় তাকিয়ে থাকার পর মেয়েটি ইচ্ছে করেই ঘাটের পাশে ধীর পায়ে হেঁটে বকুলতলায় চলে গেলো। পুরুষলোকটি একটু দ্রুত হেঁটে মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটি একটু জোর কণ্ঠেই ডাগর দুটি চোখে পুরুষ লোকটির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে পুরুষ লোকটিকে বলল, "কি? আপনি এখনো দাঁড়িয়ে আছেন? চলে যাচ্ছেন না যে?"

Edited by Ripon Sarkar

পুরুষলোকটি একটু সাহস দেখিয়ে অবলিলায় বলল, "আমি চলে যেতে এখানে আসিনি, তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

মেয়েটি কপালে চোখ তুলে বিস্ময়বোধ করে বলল "এ -কি বলছেন আপনি? জানেন এর পরিণতি কি হবে?

আমি মুসলিম। ইসলাম আমার ধর্ম। আমি আল্লাহ্ বিনে কাউকে ভয় করি না।

আপনি কি বলতে চান?

আমি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই। তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।

যদি আমি আপনার সাথে না যাই?

তো আমি এখান থেকে চিরদিনের মতো চলে যাব। আর কখনো এখানে আসব না।

মেয়েটি কথা না বলে মাথা নিচু করে চুপ করে খানিক সময় দাঁড়িয়ে রইল। মনে মনে ভাবল, যিনি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি দেবতাই বটে। দেবতার মতোই তার অবয়ব। মধুর তার কথাবার্তা। সাহস তার অকৃত্রিম। ভয় তার অন্তরে একটুও নেই। শুধুমাত্র আমাকে পাওয়ার জন্যই এখানটায় এসেছে। হতে পারে এটা বিধাতার আর্শিবাদ। না! না! এটা হাত ছাড়া করা যাবে না। আমি চলে যাব তার সাথে। জাত, কুল বিসর্জন দিতে হলে তাই করব। ধর্মের চেয়ে মানব প্রেম অনেক বড়। আমি চলে যাব এই পুরুষের সাথে।

মেয়েটি মাথা উপুড় করে একটু সাহসের সাথেই পুরুষলোকটির মুখের দিকে নিষ্পলক তাকালো। খানিক সময় তাকিয়ে থেকে ধীর পায়ে হেঁটে পুরুষ লোকটির কাছে এসে দাঁড়াল এবং অবলিলায় বলল, "আপনার সাথে চলে যেতে আমার কোনো আপত্তি নেই। বলুন, আমি আপনার সাথে কোথায় যাব?

পুরুষলোকটি কথা না বাড়িয়ে বলল, "তুমি শুধু আমাকে দেখে আসবে। আমি আগে আগে হাঁটবো তুমি আমাকে দেখে পিছু পিছু হাঁটবে। চলার পথে আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবে না এবং কোনো কথা বলবে না।"

মেয়েটি কোনো কথা বললো না।

খানিক পথ হেঁটে পুরুষ লোকটি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল মেয়েটি দাঁড়িয়ে পেছন দিকে মুখ করে বাড়ীর দিকে তাকিয়ে আছে। পুরুষলোকটি এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে বলল, "কি- হয়েছে? এখানে দাঁড়িয়ে পেছনে কি দেখছ?

মেয়েটি বলল, "আমাদের বাড়ী দেখছি। যে বাড়ীতে আমি এতো বড় হয়েছি। আমিতো আজ সবকিছু বিসর্জন দিয়ে চলে যাচ্ছি আপনার সাথে। কিন্তু যে বাড়ীতে খেয়ে ধেয়ে বড় হয়েছি সে বাড়ীর মায়া যে আমি ছাড়তে পারছি না। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে সে বাড়ীর মায়া ছাড়তে।"

পুরুষলোকটি বলল, "কি আর হবে ওসব ভেবে-চিন্তে। এগিয়ে আস।"

মেয়েটি বাড়ীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পুরুষ লোকটিকে দেখে দেখে হাঁটতে লাগল সামনের দিকে।

Edited by Ripon Sarkar

খানিক পথ হেঁটে ওরা দু'জনই ঢুকে গেল একটি লালমাটি দিয়ে তৈরী দেওয়াল ঘেরা বাড়ীর ভিতর। ডানদিকে চৌচালা টিনের মাটির ঘর। ঘরের সদর দরজার সম্মুখ দিয়ে যখন পুরুষলোকটি যাচ্ছিল তখনই একজন প্রৌঢ়লোকের নজর পড়ে গেল ওদের উপর। প্রৌঢ়লোকটি খানিক সময় ওদিকে তাকিয়ে জোর কণ্ঠে বলল, "মহব্বত? পেছনের মেয়েটি কে? এদিকে এসো?

মহব্বত ও অমৃতা মাথা নীচু করে ধীর পায়ে হেঁটে প্রৌঢ়লোকটির কাছে এসে দাঁড়াল। সে ঘরের মেঝে পাটির উপরে গদিতে কোল বালিশে হেলান দিয়ে প্রৌঢ় লোকটি মহব্বতকে বলল, "বাবা মহব্বত, মেয়েটি কে? এ যে বেহেস্তি হুর।"

মহব্বত বিনয়ের সাথে নরম সুরে বলল, "আব্বা হুজুর, আমি বড় অন্যায় কাজ করে ফেলেছি। আমার সাথে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে ওর নাম অমৃতা রায় চৌধুরাণী। ও পুকুর ঘাটে গোসল করতে ছিল। আমি ওই ঘাটের কাছ দিয়ে হেঁটে যেতে ছিলাম, কিন্তু ওর দিকে আমার নজর গেলে আমি ওকে ভালবেসে ফেলি এবং জীবন সঙ্গীনি বলে মনে করে আপনার দরবারে নিয়ে এসেছি।

প্রৌঢ়লোকটি স্বস্থানে বসে থেকেই অমৃতার দিকে সুদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে মহব্বতকে বলল, "বাবা তুমি ভুল কাজটি করনি। আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা কখনো ভুল কাজ করে না, অন্যায় কাজ করে না। আমরা সুদূর পারস্য থেকে এদেশে আগমন করেছি দ্বীন প্রচারের জন্য। আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য। এদেশে আমরা অনেক সমস্যারই সম্মুখীন হয়েছি। ফকিরি জিন্দিগানী করতেছি। পশুর ভয়, সাপের ভয় এবং অনেক অভাব-অনটনকে প্রত্যাখান করে আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সব কাজ করছি। কিন্তু তুমি এমন কিছু কাজ করতে পারবে না, যাতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হবে?

অমৃতা এতোক্ষণ প্রৌঢ়লোকটির মুখে এসব কথা শুনে একটু দ্রুত পায়েই হেঁটে গিয়ে প্রৌঢ়লোকটির পায়ে হাত দিয়ে চেপে ধরে বলল, "বাবা, ওর কোনো দোষ নেই, ও কোনো অন্যায় করেনি। আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই ওর সাথে চলে এসেছি। এতে আমার জাত, কুল চলে গেলেও এবং আমার পিতা-মাতা আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করতে হলেও তাতে আমার আপত্তি নেই।

মহব্বত মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে বাজপড়া মানুষের মতো।

প্রৌঢ়লোকটি বলল, "না, না, মা মনি আমার, এটা অন্যায়, এটা অত্যাচার। এটাকে পরিবার সমাজ ধর্ম কেউই মেনে নেয় না। এটা অমানবতা। প্রত্যেক ধর্মে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বিধান আছে। আমি একজন পিতা হয়ে এটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। তুমি চলে যাও মা।

অমৃতা প্রৌঢ়লোকটির পা ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল। নিঃশব্দে মাথা নীচু করে কাঁদতে লাগল। মহব্বত ধীর পায়ে হেঁটে অমৃতার কাছে এগিয়ে এসে অমৃতার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবার অমতের বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারব না। আমার ভুল হয়ে গেছে তোমাকে এখানটায় নিয়ে আসা। তুমি চলে যাও অমৃতা তোমার বাবা-মায়ের কাছে।"

Edited by Ripon Sarkar

অমৃতা কাঁদতে কাঁদতে দরবারের সদর দরজার দিকে পা বাড়ালে প্রৌঢ়লোকটি একটু জোর কণ্ঠে বলল, "দাঁড়াও, এভাবে তুমি যেতে পারবে না। আমার দরবার থেকে কেউ দুঃখ, কষ্ট নিয়ে যায় না। আনন্দ উল্লাস নিয়ে যায়। এ বিষয়ে আল্লাহ্ আমাকে যথেষ্ট হেকমত দান করেছে। তুমি অন্দর মহলে চলে যাও? ভেবে দেখতে হবে তোমার জন্য আমি কি করতে পারি?"

অমৃতা মনে মনে একটু আনন্দবোধ করে মহব্বতের সাথে অন্দর মহলের দিকে চলে গেল।

প্রৌঢ়লোকটি খানিকটা চিন্তিত মনে তাকিয়ে রইলেন বাড়ীর সদর গেইটের দিকে। তিনি লক্ষ্য করলেন, অনেক দূরে মেঠোপথ ধরে দ্রুত পায়ে হেঁটে হন্তদন্ত হয়ে একজন বয়স্কলোক দরবারের দিকে আসতেছে। তা দেখে প্রৌঢ়লোকটির চোখ কপালে উঠে গেল। একটু বিস্ময়বোধ করলেন তিনি। মনে মনে ভাবলেন, নিশ্চয় লোকটির একটা কিছু হয়েছে। নয়তো এমনভাবে এদিকে আসার মানেটা কি?

বয়স্কলোকটি দরবারের কাছাকাছি এসে থামবেন। মনে মনে ভাবলেন, আমি অমুসলিম। মুর্তি পূজারক। দরবারের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা ঠিক হবে না। এই মর্মে বয়সকলোকটি দরবারের সদর দরজার কাছে এসে খুবই বিমর্ষ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রৌঢ়লোকটি একটু আগ্রহের সাথে বয়স্ক লোকটিকে ডেকে বললেন, "আসুন মহাশয়, আসুন আমার দরবারে। আমার দরবার সবার জন্য খোলা, সবার জন্য সমান। কোনো ভয় নেই, আসুন আমার দরবারে"।

বয়স্কলোকটি খানিকটা দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে প্রৌঢ়লোকটির পায়ে চেপে ধরে বলল, "মহাবতার, আমাকে মাফ করবেন। আমি একজন বিধর্মী। আমার নাম অখিল চন্দ্র রায় চৌধুরী। আমি অনেক সম্পদের মালিক, অর্থের মালিক। কিন্তু আজ আমি ভিক্ষুক। শুনেছি, আপনি বিধাতার প্রতিনিধি। মানুষের কল্যাণের জন্য এখানটায় এসেছেন। অনেককিছু বলে দিতে পারেন। মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেও দিতে পারেন। আপনি কোনো অন্যায় করতে পারেন না, অপরাধ করতে পারেন না। আপনার কাছে এসে কেউ ব্যর্থ হয়নি। আজকে আমিও হব না। নিশ্চয় আপনি আমাকে দয়া করবেন।"

প্রৌঢ়লোকটি একটু জোর কণ্ঠেই বলল, "আমার পা ছাড়? বল আমি তোমার কি উপকার করতে পারি। নির্ভয়ে বলো।"

বয়স্কলোকটি বলল, "মহাবতার, আমার একমাত্র কন্যা, আমার বংশের আলো, আমার কলিজার টুক্‌রা, হৃদয়ের ধন অদ্যই দুপুর বেলা পুকুরে স্নান করতে এসে আর বাড়ী ফিরেনি। বিভিন্ন জায়গায় খুঁজেছি, বিভিন্ন জায়গায় ওকে খুঁজার জন্য লোক পাঠিয়ে দিয়েছি। পুকুর জলে ডুবুরি দিয়ে খুঁজেছি- কোথাও ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। কুল কিনারা না পেয়ে মহাবতার আপনার কাছে এসেছি। মহাবতার, আপনিই পারেন এর ব্যবস্থা করতে।"

Edited by Ripon Sarkar

প্রৌঢ়লোকটি অবলিলায় বলল, "তোমার মেয়ে আমার বাড়ীতে আমার ছেলে মহব্বতের সাথে পুকুর ঘাট থেকে চলে এসেছে। ওরা পরস্পর একে অন্যকে ভালোবাসে। কিন্তু যেহেতু এটা অমানবিক এবং অন্যায় সেজন্য আমি এটা মেনে নেই নি। আমি এক্ষুনিণ তোমার মেয়েকে ডেকে দিচ্ছি। তোমার মেয়েকে নিয়ে নাও?

এ কথা বলে প্রৌঢ়লোকটি দাঁড়িয়ে গেল এবং অন্দর মহলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলো। এ সময় বয়স্কলোকটি আনন্দচিত্তে বলল, "থামুন মহাবতার, বিধাতার মর্জি ছাড়া কোনোকিছুই হয় না। বিধাতা আমাদের সাথে সর্ব সময়েই বিরাজমান। আপনি বিধাতার কাছাকাছি মানুষ। পৃথিবীতে আপনার আগমন খুবই মর্যাদার, প্রয়োজনের এবং বিধাতার সন্তুষ্টির জন্য আমার কন্যা আপনার বাড়ীতে আপনার ছেলের সাথে চলে এসেছে, এতে আমার কোনো কষ্ট নেই, দুঃখ নেই, রাগ নেই, দুঃশ্চিন্তা নেই। এতে আমি গর্বিত, আনন্দিত।"

প্রৌঢ়লোকটি একটু বিস্ময়বোধ করে বলল, "অখিল মহাশয়, আপনার সুন্দর চিন্তা সরলতা এবং খোদার প্রতি ভয় দেখে আমি বড়ই আনন্দবোধ করছি। কিন্তু তুমি ভেবে দেখছ কি-তোমার জাত, তোমার ধর্ম এবং তোমার লোক লস্করের কথা, তোমার সমাজের কথা। যাদের নিয়ে তুমি চিরদিন থাকবে তাদের কথা।"

বয়স্কলোকটি বলল "এতে আমার জাত কুল সবই যাবে। জানি, তবুও আমার যে আপনার প্রতি গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস। যা আমাকে স্বর্গীয় সুখ দিবে। আমি যে অন্যের কুবাক্যের চেয়ে আপনার সুবাক্যকে গভীরভাবে বিশ্বাস করি।

এ কথা বলে অখিল মহাশয় দাঁড়িয়ে গেল এবং প্রৌঢ়লোকটির দিকে তাকিয়ে বিনয়ের সাথে বলল, "মহাবতার, আমার মেয়ের বিষয়ে আপনাকে বলার মতো কিছুই নেই। আমি শুধু এইটুকুই বলবো, আমার মেয়ে যেন আপনার খেতমত করে ইহধাম ত্যাগ করতে পারে। এতে আমার আত্মা শান্তি পাবে।

প্রৌঢ়লোকটি একটু হেসে বলল, "তোমার মেয়ের জন্য কিছুই চিন্তা কর না। আল্লাহ্ তোমার মেয়েকে ভালোই রাখবে। তিনি আঙ্গুল দেখিয়ে অখিল মহাশয়কে বললেন, 'ঐ দেখ, তোমার মেয়ে তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। ওর জন্য দো'য়া করে যাও। নয়তো ওর রূহ সর্বদা কষ্ট ভোগ করবে।"

'অখিল মহাশয় ধীর পায়ে হেঁটে অমৃতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পাশে মহব্বত দাঁড়িয়ে আছে কাঁচুমাচু হয়ে। অখিল লক্ষ্য করল, অমৃতার চোখে জল পড়ছে অনবরত। মুখ ফুটে কোনো কথা বলছে না। মহব্বতও চুপচাপ। অমৃতা একটু শব্দ করে অখিল মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে কেঁদে বলল,"বাবা, আমি বড়ই দুর্ভাগা। আমি তোমাদের সমাজে কলঙ্কিত। অপাঙক্তেয়। জাত-মান সবই তোমার গেল। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও বাবা।"

অখিল মহাশয় চুপচাপ থাকল খানিক। অতঃপর অমৃতার মাথায় হাত বুলিয়ে অতিনম্র ভাবে বলল, লোকমুখের তো অনেক কথাই সহ্য করতে হবে। কিন্তু তাতে কি? তুমি যদি এ জগতে আর পরজগতে সুখে থাক তবে লোকমুখের কুবাক্য তাতে আসে যায় না। তা আমি সহ্য করতে পারব। বিধাতা আমাকে সেই শক্তি দিয়েছে।

Edited by Ripon Sarkar

আমি আসি মা। তোর মাকে এই শুভ সংবাদটা দিতে হবে। তুই আমার জন্যে আশির্বাদ করিস। এই কথা বলে জামাতা মহব্বতের দিকে দু'কদম হেঁটে গিয়ে মহব্বতের ডান হাতটিতে অমৃতার হাতে রেখে অখিল মহাশয় একটু নরম সুরে মহব্বতকে বলল, "বাবা মহব্বত" আমার অমৃতাকে তোমার হাতে রেখে গেলাম। তুমি ওর সবকিছুরই রক্ষাকারী। তুমি ওকে দেখ।

এই কথা বলে খুবই দ্রুত পায়ে হেঁটে অখিল মহাশয় বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। তারকাগুলো ক্রমশঃ ভেসে আসছে আকাশে। অখিল মহাশয় আকাশের দিকে তাকালো। তারকা রাজ্যে যেন আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে চারদিক। কিন্তু পৃথিবীর রাজ্যের অন্ধকার একফোটাও কমেনি। অখিল মহাশয় এসব ভাবতে ভাবতে নিজ বাড়ীর সীমানায় ঢুকে অট্টলিকায় বারান্দার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বারান্দার মাঝখানে বড় দরজার কাছে একজন যুবা ও একজন বৃদ্ধ লোক অতি কাতর হয়ে অখিল মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বৃদ্ধ লোকটি ধীর পায়ে হেঁটে অখিল মহাশয়ের দিকে এগিয়ে এসে বিনয়ের সাথে বলল, "অমৃতার কোনো খোঁজ পেলেন বড় কর্তা। আমরাতো অমৃতার জন্য বড়ই চিন্তিত।

অখিল মহাশয় কোনো কথা না বলে ঘরের ভিতর ঢুকে গিয়ে পালঙ্কের একদিকে পা দুটো ঝুলিয়ে বসলেন। সুধারানী পাশের রুম হতে তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে এসে অখিল মহাশয়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। জুতো জোড়া পা থেকে খুলে পালঙ্কের তলায় মেঝে রেখে পা দু'টো তুলে পালঙ্কে শোয়ায়ে দিলেন অখিল মহাশয়কে। খানিক সময় পায়ের কাছে বসে সুধা রানী সেবা করতে করতে অখিল মহাশয়ের শয্যা পাশে গিয়ে বসলেন। খানিক সময় চুপ থেকে সুধারানী অতি বিনয়ের সাথে অখিল মহাশয়কে বলল, "অমৃতার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল। আমিতো বড়ই চিন্তিত। এ পর্যন্ত একফোটা জলও মুখে দেইনি। অস্থির আমার মন। প্রান দেহ থেকে চলে যেতে চাচ্ছে বলে মনে হয়। বেঁচে থাকার আশা ক্ষীণ। শুধু আপনার মুখে সুবাক্য শুনব বলে অপেক্ষায় আছি।

অখিল মহাশয় একটু নড়েচড়ে ওপাশ হয়ে শুইলেন। সুধারানীর কথার জবাব না দিয়ে চোখ বুজে রইলেন। সুধারানী মনে মনে ভাবলেন একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয় নয়তো বড় কর্তা কথা বলতেন। ঠিক আছে, তিনি যখন কথা বলছেন না তো ঘুমুক। পরে শুনব সব কথা। এই মনে করে সুধারানী পালঙ্ক থেকে নেমে ধীর পায়ে হেঁটে দরজার কাছে আসলেন। দরজার বাইরে একজন পুরুষলোক দাঁড়িয়ে আছে বলে সুধারানীর কাছে মনে হলো। সুধারানী মুখ ফিরিয়ে অখিল মহাশয়ের দিকে তাকালো। অখিল মহাশয় ঘুমে অচেতন। সুধারানী ওদিক মুখ ঘুরায়ে দরজার খিলের দিকে তাকালেন। দুটি হাতই দরজার খিলে রেখে যাতে কোনো শব্দ না হয় সেভাবে দরজা খুলে দিলেন। দরজার বাইরে নিখিল চন্দ্র দাস যিনি এ বাড়ীতে অনেক বৎসর ধরে ভৃত্যের কাজ করছেন তিনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন। উনাকে নিঃশব্দে ভীতু মন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুধা রানী খানিকটা ভয় পেয়ে গেলো। তিনি এদিক সেদিক মুখ ঘুরিয়ে আস্তে করে বলল, "অমৃতার কোনো সংবাদ পেয়েছ নিখিল? বড় কর্তাকে ডেকে

Edited by Ripon Sarkar

দেব? নয়তো আমার কাছে সব কথা বলো। তিনি তো ঘুমে বিভোর। তাকে ডাকা এখন মোটেই ঠিক হবে না।"

নিখিল অতি বিনয়ের সাথে মাথা নিচু করে বলল, "রানীমা, বাড়ীর ফটকের বাইরে মতি বাবু ক'জন বয়স্কলোককে সঙ্গে নিয়ে হৈ চৈ করছে। কি সব বলছে আমি এর কোনো আগা-মাথা বুঝতে পারছিনে। ওরা বড় কর্তার সাথে দেখা করতে চায়।"

সুধা রানী অবলিলায় নিখিলকে বলল, "ওদের বৈঠকঘরে বসতে বলো। আমি বড় কর্তাকে ডেকে দিচ্ছি।

নিখিল সুধারানীর কথা শুনে দ্রুত পায়ে হেঁটে বাড়ীর ফটকের বাইরে এসে মতি বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনারা বৈঠকঘরে এসে বসুন। রানী মা বড় কর্তাকে ডেকে দিচ্ছে।"

মতিবাবু জোর কণ্ঠেই নিখিলের দিকে তাকিয়ে বলল, "না, না, আমরা অখিলের বাড়ীতে বসতে আসিনি। এখানটায় দাঁড়িয়েই কথা বলতে পারব। তোমাদের বড় কর্তাকে ফটকের বাইবে আসতে বলো?"

নিখিল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মতিবাবুর কথা শুনে।

মতিবাবুর পাশে দাঁড়িয়েছিল বিমল বাবু। তিনি মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলা যায় না। বসে কথা বলতে হয়। রেগে মেগে কথা বলে কোনোকিছুর সমাধান হয় না। অখিল বাবুর বৈঠক ঘরে গিয়েই কথা বলবো।

বিনয় বাবু বলল, " বিমল বাবু মন্দ বলেনি।

মতিবাবু বলল, " ঠিক আছে, তাহলে চল ওখানে।"

নিখিল দ্রুত পায়ে হেঁটে বাড়ীর ভিতরে ঢুকতেই বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখল, বড়কর্তা চাদর গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তল্লাটের বড় বাবুদের বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে দেখে অখিল মহাশয় কিছুটা চিন্তিত হয়ে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, তারা নিশ্চয় আমার প্রতি রেগে আছেন। সে যাই হোক, নিজ বাড়ীতে এসেছেন তারা। তাদের কথা আমাকে শুনতেই হবে। এই মনে করে অখিল মহাশয় ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে বৈঠকঘরের দরজার কাছে পা রাখলেন। পেছনে নিখিল তামাক সাঁজিয়ে হুক্কা হাতে বড়কর্তার পিছু পিছু।

মতিবাবু কোনোরূপ সৌজন্যমূলক কথা না বলে ব্যাঙ্গ করে বলল, "কি সব বাজে কথা শুনছি হে অখিল বাবু, তোমার মেয়ে না কি মুসলমান ছেলের সাথে পালিয়ে গেছে। ওখানে না কি ঘর সংসারও করছে। কথাটা কি ঠিক?

অখিল মহাশয় কোনো কথা বলছেন না।

বিমল বাবু মাথাটা উপুড় করে অখিল মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "শুনলাম মেয়েটা না কি মুসলমানই হয়ে গেছে। এটা কেমন কথা গো বাবু!

বিনয় বাবু তাচ্ছিল্য ভাব দেখিয়ে বলল, যবনের সাথে, ম্লেছের সাথে সম্পর্ক। আমার আর এ জীবন রাখতে ইচ্ছে করছে না। এ মুখ দেখাতে ইচ্ছে করছে না। জাত গেল, কুল গেল, মান গেল, শেষমেষ ধর্ম চলে গেল। আমাদের আদি কালের সনাতনী ধর্ম, যা হাজার বছরের পুরাতন ধর্ম। তাকে বিসর্জন দিয়ে পরবাসীর সাথে সম্পর্ক। এমুখ আমি কোথায় রাখিগো অখিল বাবু?

Edited by Ripon Sarkar

অখিল মহাশয় একটু শান্ত ভাবে বলল, " ওসব রাখতো বাজে কথা ।"

মতিবাবু রেগে মেগে বলল, "কি বললে, ওসব বাজে কথা? তোমার মেয়ে যবনের সাথে চলে গেছে, এটা খুব ভালো কথা? আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্ম যা আমরা অনুশীলন করে আসছি। ওটাকে তুমি বলছ বাজে কথা। হায়! ভগবান, এ' জীবন আমি কোথায় রাখি।

অখিল মহাশয় একটু রাগ দেখিয়ে বলল, "সাধু মানুষকে তাচ্ছিল্য করে কথা বলো না। আমার মেয়ে যা করেছে তা ভালো জেনেই করেছে।"

বিমল বাবু বিদ্রুপ করে বলল, "অ, তাহলে তুমি শিখিয়ে দিয়েছ তোমার মেয়েকে যবনের সাথে চলে যেতে?"

অখিল মহাশয় বলল, "এমন কথা বলবেন না বিমল বাবু?

মতিবাবু বলল, "বিমল ঠিকই বলেছে। তুমিই তোমার মেয়েকে ম্লেচ্ছের সাথে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছ।

অখিল মহাশয় আবারও নম্রভাবে বলল, "ওই মহান মহানুভব সাধুলোকের ব্যাপারে এমন করে কথা বলা ঠিক নয়। উনি মহামানব।

মতিবাবু অতি রেগে আগুন হয়ে বলল, "ওই বেটা মহামানব কি মহাদানব তা আমি ভালো করে জানি। ওই বেটার নাম পীর আলী। আরব দেশ থেকে এখানে এসে নিশান গেড়েছে। বাড়ীঘর করেছে। সাধু সেজেছে। মানুষকে যাদু মন্ত্র দিয়ে আয়ত্বে নিতে তার এক দন্ডও সময় লাগে না। ওই পীর আলী তোমাকে যাদু করেছে, তোমার স্ত্রীকে যাদু করেছে। তোমার মেয়েকে যাদু করে নিয়ে গেছে। সেজন্যেই তুমি পীর আলীর গুণকীর্তন করছ। হায় ভগবান! এ কি যাদু খেলা খেলছ তুমি। তুমি আমাদের রক্ষা কর ওই যবনের কবল থেকে।"

অখিল মহাশয় তাদের ওসব কথা সহ্য করতে না পেরে রেগে-মেগে বলল, " আপনাদের কথা শেষ হয়েছে। তা হয়ে থাকলে এখানে আর এক দণ্ডও না থেকে স্বস্থানে চলে যান।"

বিমল বাবু রেগে বলল, " কি, আমাদের অপদস্থ? অপমান? আমাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা দেখে দেব?"

মতি বাবু বলল, হ্যাঁ চল। পরে দেখা যাবে।

এ বলে তারা দ্রুত পায়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল অখিল মহাশয়ের বাড়ী থেকে।

অখিল বাবু খানিক সময় বৈঠক ঘরে বসে হুক্কার নল মুখে লাগিয়ে টানছেন আর মনে মনে ভাবছেন-মতি বাবুর সাথে উত্তেজিত হয়ে কথা বলা ঠিক হয়নি আমার। শত্রুতা করতে পারে। সে যাই হোক, পরে দেখা হলে মিটিয়ে দেব রাগারাগি।

নিখিল দু'পা এগিয়ে হুক্কার কলকিতে ফুঁ দিতে দিতে বলল, "বড় কর্তা, অমৃতা মা মনির কোনো সন্ধান পেলেন। মতি বাবু ওসব আবোল তাবোল কি বলে.গেল আমি তো এর- কিছুই বুঝতে পারিনি। তারপরও বলছি, অমৃতা মা মনির- কোনো খোঁজ পেলেন। আমার মনটা কাঁদছে ওর জন্য।

অখিল মহাশয় কোনো জবাব দিলেন না নিখিলের কথায়।

Edited by Ripon Sarkar

নিখিল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

অখিল মহাশয় হুক্কার নলটি নিখিলের হাতে রেখে চেয়ার থেকে উঠি উঠি করে চেয়ারের দুই হাতলে ভর করে দাঁড়ায়ে বাইরে তাকাতেই দেখেন সুধারাণী বৈঠক ঘরের দিকে আসছেন। অখিল মহাশয় পুনঃ চেয়ারে বসলেন। নিখিল ওদিকে তাকিয়ে রাণী মা এদিকে আসতে দেখে দ্রুত হেঁটে বাইরে চলে গেল মাঠে। সুধারাণী বৈঠক ঘরে ঢুকে একটু মনমরা ভাব নিয়েই অখিল মহাশয়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। অতঃপর পাশেই একটি গদিতে আড়ষ্ট হয়ে বসল। অখিল মহাশয় গুরু গম্ভীর ভাব নিয়ে একটু হাসি দিয়েই সুধারাণীকে বলল, "কিছু বলবে বলে মনে হয়।"

সুধারাণী বিনয়ের সাথে বলল, "খুবই দুশ্চিন্তায় আছি বড়কর্তা। মেয়েটার জন্যে সারারাত ঘুম হয়নি। কেউ কি কোন খোঁজ খবর নিয়ে এসেছে অমৃতার?"

অখিল মহাশয় কথা বললেন না। অন্যদিকে তাকিয়ে আছে।

সুধারাণী বলল, "বড় কর্তা কথা বলছেন না যে। আমার কোনো ত্রুটি!

অখিল মহাশয় সুধারাণীর দিকে মিষ্টি চাহনি দিয়ে একটু হেসে বলল, "বিধাতার খেলা বিধাতা খেলছে। আমি কি করতে পারি, বলো? প্রতিবেশীর অত্যাচার অনাচার সবই আমাকে সহ্য করতে হয়, হজম করতে হয়।

অখিল মহাশয়ের মনটা ভালো দেখে একটু জোর দিয়েই সুধারাণী বলল, "তাই তো শ্রবণ করেছি রোয়াকে বসে থেকে। মতিবাবুরা যেন কি সব আবোল তাবোল বকাবকি করে গেল। আমিতো এর কিছুই বুঝতে পারিনি।

অখিল মহাশয় অবলিলায় বলল, "মতিবাবুরা তো আমাকে অনেক কথাই শুনিয়ে গেল। রেগে মেগে আগুন হয়ে গেল। তারা বলছে, আমি অনেক বড় অন্যায় কাজ করে ফেলেছি। তারা বললে তো আমি তাদের মুখে ধরে রাখতে পারি না। বলুক?"

সুধারানী বিস্ময়বোধ করে বলল, কি অন্যায় তাদের কাছে করেছেন বড়কর্তা। কেন তারা আপনার প্রতি রাগ করে গেলেন।

বলবো, বলবো সে কথা?

বলুন বড়কর্তা। তা শুনতে আমার বড়ই ইচ্ছে করছে।

এ সময় খুব দ্রুত পায়ে হেঁটে নিখিল বৈঠক ঘরের দিকে আসতে দেখে অখিল মহাশয় ওই দিকে বিস্ময়বোধ করে তাকালেন। সুধারানীও সেদিকে তাকালেন। নিখিল একটু রাগভাব দেখিয়েই অখিল মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "ফটকের কাছে একজন সাধুলোক আপনার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে। আমি সুধিয়ে দিয়ে সাধুকে বলেছি, বড়কর্তা এখন দেখা দেবেননা। তিনি দুপুরের ভোগ শেষে বিশ্রামে আছেন। সাধু লোকটি আমার কথা শুনতে রাজী নয়। তিনি আপনার সাথে দেখা না করে যাবেন না।"

অখিল মহাশয় অবলিলায় নিখিলকে বলল, "সাধুকে আসতে দাও আমার বৈঠক ঘরে।"

নিখিল দেরী না করে বৈঠক ঘর হতে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে গেল ফটকের কাছে।

Edited by Ripon Sarkar

সাধুলোকটি একটু হেসে নিখিলকে বলল, "বড়কর্তা আমাকে যেতে অনুমতি দিয়েছেন নিখিল বাবু? নিশ্চয় দেবে। দেবে না কেন?

নিখিল একটু আড়ষ্ট মন নিয়ে সাধুলোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি বৈঠকঘরে যেতে বড়কর্তা আপত্তি করেননি। যেতে পারেন?

সাধুলোকটি হেঁটে হেঁটে যেতে থাকে বৈঠক ঘরের দিকে। অখিল মহাশয় বৈঠকঘরে বসে লক্ষ্য করছেন সাধুলোকটিকে। পরনে গেরুয়া রঙের ধুতি গায়ে হাফ হাতা হাতে তৈরী গেঞ্জি। মাথার অর্ধ কালো চুলগুলো লম্বাটে জট লাগানো। মুখে সাদা -কালো লম্বা দাড়ি, গোঁফগুলো বেশ বড়। চোখ দু'টো শিকারী মতো সজাগ। অখিল মহাশয় ওদিকে খানিক তাকিয়ে বৈঠক ঘরের পিঁড়া থেকে নেমে ধীর পায়ে হেঁটে সাধুলোকটির হাত ধরে নিয়ে আসে বৈঠক ঘরে। সাধুলোকটি বৈঠক ঘরে ঢুকেই অখিল মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "জল পান করব। পিপাসা পেয়েছে।"

নিখিল সামনেই দাঁড়ানো ছিল। অখিল মহাশয়ের আদেশের অপেক্ষা না করে নিখিল বলল, "সাধুবাবার জন্য এখনি জল এনে দিচ্ছি। এই বলে নিখিল চলে গেল জলের জন্য অট্টালিকার ভিতরের ঘরে।

সাধুলোকটি একটি পাতানো চেয়ারে বসে আয়েশ করে বসে চোখ ঘুরিয়ে দেখছেন বৈঠকঘরে আসবাবপত্র এবং সাজানো মাটির তৈরী ভাস্কর্য।

অখিল মহাশয় একটু হেসে সাধুলোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "সাধুবাবা বলুন আপনাকে কিভাবে সন্তুষ্ট করতে পারি। চেষ্টা করব আপনাকে সন্তুষ্ট করতে।"

সাধুলোকটি বলল, তা করতে হবে না। আমি যে জন্যে এখানে এসেছি সে কথা বলছি– তোমার বাড়ীর ফটকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তো পাশের গ্রামের লোকমুখে একটা মন্দ কথা শুনেছি। তাহলো তোমার কন্যা অমৃতা না -কি পীর আলী ছেলে মহব্বতের সাথে চলে গেছে। অর্থাৎ তোমার মেয়ে ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে গেছে। তল্লাটে এসব কথাই রষ্ট্র করে বেড়াচ্ছে কেউ কেউ। শুনে মনে ব্যথা পেয়েছি আমি। তা কি সত্যি অখিল রায় চৌধুরী?

অখিল মহাশয় কোন কথা বললেন না।

সাধুলোকটি বলল, "ভয় পেও না, ভয় পেও না। ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই সবকিছু হয়ে থাকে। তুমি ঈশ্বরকে বন্দনা কর। বিশ্বাস কর। সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। শত্রু পরাজিত হবে। তোমার মেয়ের বিয়েটা ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই হয়েছে। আমি সবসময় ঈশ্বরের রূপে বিলীন হতে চাই। ঈশ্বরই পারে একমাত্র শান্তি দিতে। আমার ঈশ্বর চৈতন্য দেব। আমি চৈতন্য দেবকে বন্দনা করি। আমি চৈতন্য দেবকে বন্দনা করতে করতে পেয়ে গেছি জীব আত্মা আর পরম আত্মার সন্ধান। তুমি যদি জীব আত্মার আর পরম আত্মার সন্ধান পেতে চাও তবে আস তালাশ করি চৈতন্য দেবের জীব আত্মা আর পরম আত্মার দর্শন।

অখিল মহাশয় একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বড় ভালো লেগেছে আপনার অতি মূল্যবান কথাগুলো। কষ্ট করে যখন আমার বাড়ীতে আপনি এসেই গেলেন তো আজকে রাতটা এখানেই কাটিয়ে যান। শুনব রাতভর আপনার মূল্যবান কথাগুলো।"

Edited by Ripon Sarkar

সাধুলোকটি হঠাৎ একটু বেশীমাত্রায় আবেগ প্রবণ হয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। কোনো কথা না বলে বৈঠকখানা থেকে উঠে গেলেন এবং দ্রুত পায়ে হেঁটে বৈঠক ঘর থেকে বেরিয়ে চৈতন্য দেবের নাম জপতে জপতে ফটক পেরিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়।

অখিল মহাশয় ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকিয়ে রইলেন সাধুলোকটির দিকে।

সুধারানী কোন কথা না বলে চুপ করে বসে আছেন চেয়ারে। নিঃশব্দে কাঁদছেন মাথা নুয়ে। অমৃতার ব্যাপারে বুঝতে একটুও অবশিষ্ট রইলো না সুধারানীর মনে। নিখিল একটু আগে বৈঠকঘর থেকে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে গেছে ফটকের কাছে। সুধারানী ব্যথিত মনে কাঁদতে থাকে চেয়ারে বসে। অখিল মহাশয় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মাথা নুয়ে বসে আছেন চেয়ারে। সুধারানী খানিকক্ষণ চেয়ারে বসে থেকে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। অখিল মহাশয়ের দিকে একবার তাকালেন। তখনও তিনি মাথা নুয়ে ব্যথিত মনে চিন্তা করছেন চেয়ারে বসে। সুধারানী ধীর পায়ে হেঁটে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন বৈঠক ঘর থেকে।

খানিক বাদে অখিল মহাশয় মাথা তুলে দেখেন বৈঠকঘরে কেউ নেই। সুধারানী অনেক আগেই চলে গেছে বলে মনে হলো অখিল মহাশয়ের কাছে। বৈঠকঘরের দরজা এখনো খোলা। বৈঠক ঘর হতে বেশ দূরে বাড়ীর ফটকটিও বন্ধ করে নিখিল চলে গেছে স্বস্থানে। অখিল মহাশয় বেরিয়ে পড়লেন বৈঠকঘর থেকে। মনে মনে ভাবলেন, সমাজ ভয়, জাতি ভয়, ধর্ম ভয় আমাকে ব্যথিত করেছে, পীড়িত করেছে। আমি এ নিতান্তই অপাঙক্তেয়। আজকাল পরিবার ভয়ও আমাকে পীড়া দিচ্ছে। এ জন্যে আমার হৃদয় সর্বদা ব্যাকুল এবং অসহনীয়। আমি ইহধাম থেকে চলে যাব। এটাই আমার সঠিক পথ ; এ না করলে মতিবাবুরা আমাকে পতিত বলে ঘোষণা দিবে। সমাজ চ্যুত করবে। ঘেন্না দেবে। পথে ঘাটে অপদস্থ করবে। এ থেকে মরন আমার জন্য উত্তম। এসব ভাবতে ভাবতে অখিল মহাশয় হাঁটতে হাঁটতে চলে আসেন ফটকের কাছে। পেছনে তাকিয়ে দেখলেন নিজ বাসগৃহ অট্টালিকার দিকে। মনে মনে ভাবলেন, সুধারানী হয়ত এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। অমৃতার চিন্তায় অস্থির হয়ে হয়ত আমার কথা ভুলে গেছে। তিনি পেছন দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ফটকের দিকে তাকালেন। খিলে হাত লাগালেন। আস্তে আস্তে ফটকের খিল খুলে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। তখন অনেক রাত। আকাশের তারকাগুলো চুপচাপ বসে আছে। আকাশে চাঁদের চিহ্ন নেই। অমাবশ্যার রাত। পৃথিবীর মাটিতে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অনেক দূরে আলো-আলেয়ার বাতি দেখা যায়।

কখনো কখনো মধ্য আকাশ থেকে উল্কাপিন্ডের তড়িৎ গতিতে স্থানান্তরিত হয়ে আলো দিতেও দেখা যায়। অখিল মহাশয় মেঠোপথ ধরে ঘন গাছ-গাছালির ডাল পালের নিচ দিয়ে হাঁটছে চিতার দিকে। কখনো কখনো মধ্যবয়সী গাছগুলোর ঘনপল্লবের ফাঁক ফোকরে পাখিদের ডানা জাপ্টানির শব্দ শোনা যায়। অখিল মহাশয় থামলেন। বিস্মিত হয়ে তাকালেন চিতার দিকে। চিতার চার দেয়ালের মাঝে আগুন জ্বলছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। জ্বলন্ত আগুনের চার পাশে কোনো মানুষ জন

Edited by Ripon Sarkar

দেখা যায় না। কাউকে পুড়তেও দেখা যায় না। ব্যাপারটা রহস্যজনক মনে হলো অখিল মহাশয়ের কাছে। তিনি ধীর পায়ে হাঁটতে থাকেন জ্বলন্ত আগুনের দিকে। মনে মনে তিনি ভাবলেন, ভালোই হলো, আমার আত্মহত্যা ও আগুনে পুড়ে ছাই হওয়া দু'টো একসাথেই হয়ে যাবে। আর আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করার কারণে বাধা দেওয়ারও কেউ থাকল না। এখন মরনের পথ আমার জন্য সহজ। মৃত্যুভয় আমার অন্তরে এক ফোটাও নেই। মৃত্যুকে আমি জয় করেছি। আমি মৃত্যুঞ্জয়ী। বিধাতা এভাবেই আমার ভাগ্যলিপি লিখেছেন। পতিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। ওই জ্বলন্ত অগ্নিতেই আমি ঝাঁপ দেব। মরে যাব। ভগবান যেন আমার ইহজগতের যাবতীয় পাপ মাফ করে দেন - সেটাই আমার ভগবানের প্রতি প্রার্থনা। অখিল মহাশয় এসব চিন্তা করতে করতে ওই জ্বলন্ত আগুনের দিকে এগুতে থাকে অবলিলায়। দ্রুত পায়ে হেঁটেই এগুতে থাকেন ওইদিকে। চিতার প্রবেশ পথের কাছে ডান দিকে একটি মধ্য বয়সী গাছ দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। ওই গাছের কাছে গিয়ে অখিল মহাশয় থামলেন। বিস্ফারিত চোখে তাকালেন চিতার ভিতরে জ্বলন্ত অগ্নির দিকে। কিন্তু এ-কি কান্ড! আগুন ওখান থেকে সরে চিতার দক্ষিনে ভৈরব নদের চিতা সংলগ্ন ঘাটের কাছে চলে গেল। এ দৃশ্য দেখে অখিল মহাশয়ের চোখ কপালে উঠে গেল। চিন্তিত হলেন তিনি। ব্যাপার কেমন অলৌকিক ও রহস্যজনক মনে হলো তাঁর কাছে। তিনি এগুতে লাগলেন ওদিকেই মনে মনে ভাবলেন, ওই জ্বলন্ত আগুন কেন নড় চড় করছে, কেন স্থানান্তরিত হচ্ছে-এটাকে আমি দেখবই, এর রহস্য আমি উদঘাটন করবই। আমার মৃত্যুকে নিয়ে লুকোচুরি। যেভাবেই হোক ওই আগুনকে আমি ধরবই। ওই জ্বলন্ত আগুনে আমি ঝাঁপ দেবই। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না। রক্ষা করতে পারবে না। এই মনে করে অখিল মহাশয় চিতা সংলগ্ন ভৈরব নদের ঘাটের দিকে যেতে শুরু করলেন। কিন্তু এ কি! ওখান থেকেও অগ্নি সরে গেল। পেছনের দিকে সরে গেল। চিতার প্রবেশ দ্বারে ওই গাছ গোড়ায় এসে গেল অখিল মহাশয়। ওদিকে দ্রুত পায়ে এগুলেন। খুব নিকটেই এসে গেলেন জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের। কিন্তু অখিল মহাশয় লক্ষ্য করলেন, অগ্নিকুন্ড গাছ গোড়া থেকে বেয়ে বেয়ে বা কখনো লাফিয়ে লাফিয়ে গাছের উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। তিনি গাছের ডাল পালের দিকে যেতে অগ্নিকুন্ডের দিকে তাকালেন এবং গাছের উপরে বেয়ে বেয়ে উঠতে চেষ্টা করলেন। এরুপ অবস্থায় গাছের উপরে অগ্নিকুন্ড আবারও সরে গেল। গাছ থেকে অগ্নিকুন্ড নেমে আসল ভূমিতে। গাছ গোড়ায় অদূরেই সমভূমিতে দূর্বা ঘাসের উপর। অখিল মহাশয় মনে মনে ভাবলেন, এবার অগ্নিকুন্ড যাবে কোথায়। এখন অগ্নিকুন্ডে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপ দেওয়া খুবই সহজ। এখন আর আমাকে অগ্নিকুন্ডে নিজকে বিসর্জন দিয়ে আত্মহত্যা করতে কোনো অসুবিধা হবে না। তিনি দৌড়াতে শুরু করলেন অগ্নিকুন্ডের দিকে। কিন্তু যেই অগ্নিকুন্ডের দিকে দৌড়ায়ে এসে নিজকে ঝাঁপ দেওয়ার প্রস্তুতি নেন সেই অগ্নিকুন্ড লাফায়ে লাফায়ে অন্যত্র চলে যায়। এভাবে অগ্নিকুন্ডের দিকে দৌড়াতে দৌড়াতে অখিল মহাশয় ক্লান্ত হয়ে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, আমি অগ্নিকুন্ডকে ছাড়ব না। অগ্নিকুন্ড যেখানে যাবে আমি এর পেছন পেছন হেঁটে হেঁটে দৌড়াতে দৌড়াতে সেখানেই যাব। দৌড়ায়ে দৌড়ায়ে অখিল

Edited by Ripon Sarkar

মহাশয় অতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি খানিক দৌড়ায়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এক কদমও সামনের দিকে পা বাড়াতে ইচ্ছে করছে না তার। কিন্তু এ-কি কান্ড। অগ্নিকুন্ডটিও থেমে গেল। এক জায়গায় স্থির হয়ে গেল। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে অখিল মহাশয় ভাবলেন, অগ্নিকুন্ডটা যখন এক জায়গায় থেমে গেছে, স্থির হয়ে গেছে, এটা আর নড়চড় করবে না। এবার আমি অগ্নিকুন্ডকে ধরতে পারব এবং অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারব। ভগবান এবার আমাকে ব্যর্থ করবেন না। এইতো আমি অগ্নিকুন্ডের প্রায় নিকটেই এসে গেছি। অগ্নিকুন্ডের পাশে দুর্বাঘাস বিহীন মেঠো পথটি আলো আধারিতে দেখা যাচ্ছে এখান থেকেই। মনে হয়, সকাল হতে আর বেশী সময় নেই। এখনই অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দেওয়ার মোক্ষম সময়। এ সময় কি মনে করে যেন অখিল মহাশয় আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশের তারকাগুলো নিবু নিবু করছে। পুব আকাশের নিম্নভাগে কিছুটা আলো দেখা যায় এখান থেকেই। তিনি আকাশের দিক থেকে মাথা নামালেন। তাকালেন ওই অগ্নিকুন্ডের দিকে। কিন্তু এ-কি আশ্চর্য ব্যাপার, অগ্নিকুন্ড বিলীন হয়ে গেল কোথায়? ওখানে যে সাদা পোষাক ধারী বৃদ্ধলোক দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধ লোকটি পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে, একটু নড়চড় করছেন না তিনি। অখিল মহাশয় এ দৃশ্য দেখে খানিকটা ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি নাছোড় বান্দা। ওই বৃদ্ধকেই তিনি ঝাঁপিয়ে ধরবেন। তারপর দেখা যাবে কি হয়। তিনি যেই দৌড়ায়ে বৃদ্ধলোকটি ধরতে চেষ্টা করল, সেই বৃদ্ধলোকটি একটু সরে আকাশের দিকে যেতে শুরু করল। অখিল মহাশয় খানিক সময় ওদিকে তাকিয়ে থেকে মনে মনে ভাবলেন, আমার যে উপরের দিকে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। আমি অক্ষম, আমি হেরে গেলাম আবার নিয়তির কাছে। এই চিন্তা করতে করতে অখিল মহাশয় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন রাস্তায়।

তখন সকাল হয় হয়। পুব আকাশে সূর্য উঠি উঠি করছে। অখিল মহাশয় যেখানটায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন এর খানিকটা দক্ষিন দিকে মতিবাবুর বাড়ী। বাড়ীর উত্তর দিকে মাটির দেওয়ালের মাঝখানে বাড়ীতে আসা-যাওয়া করার সদর গেইট। গেইটের পাশে টালির চালার ঘর। ওই ঘর থেকে নন্দলাল চোখ কচলাতে কচলাতে বেরিয়ে গোয়াল ঘরে ঢুকে গরু আর লাঙ্গল, জোয়াল কাঁধে নিয়ে চলে আসে সদর গেইটের কাছে। গেইট পেরিয়ে মেঠো পথের পা ফেলতেই একজন প্রৌঢ় লোককে মাটিতে সটান হয়ে পরে থাকতে দেখে নন্দলালের খানিকটা ভয় জাগে মনে। মনে মনে ভাবে, কোনো ভুত প্রেততো মরা মানুষ সেজে পরে শুয়ে থাকেনি! এমনও হতে পারে মরা লোক অন্যরূপ ধারন করে আমাকে সাবাড় করে দিতে পারে। আজকালতো ভুত প্রেতগুলো তাই করছে। তাদের দমন করতে মা কালীও অক্ষম। মা কালীকে পূজা করে, প্রনাম করে আর ভোগ দিয়েও এ সব অশরীরি ভুত প্রেত থেকে রক্ষা পাওয়া যাচ্ছে না। এ ভোর সকালে কি এক বিপদেই না পড়ে গেলাম। ভগবান! রক্ষা কর, রক্ষা কর ভগবান। এই প্রার্থনা ভগবানের নিকট করে নন্দলাল এক পা এগোয়, দুই পা পিছোয়, এইভাবে নন্দ মরা মানুষের দিকে ভীতু ভাব নিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকালো। কখনো কখনো আবার ডানে -বাঁয়ে, পিছনের দিকেও তাকিয়ে দেখে

Edited by Ripon Sarkar

নন্দ। ভুত-প্রেতের সঙ্গী সাথীরা কখনো যদি নন্দকে ঘাড় চেপে ধরে এ রকম নন্দের মনে ভয়। নন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবছে, পেছনের দিকে বাড়ীতে চলে যাবে, না-কি ওই মরা মানুষের কাছে যাবে। অন্যদিক দিয়েও যাওয়ার কোনো পথ নেই। এ-কি! মরা মানুষতো নড়চড় করছে, হাত পা নাড়ছে। কিন্তু লোকটা কে, তাও তো বুঝা যাচ্ছে না। লোকটা মনে হয় ভুত টুত কিছু না। এই মনে করে নন্দ লাঙ্গল জোয়াল কাঁধ থেকে নামিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে লোকটির কাছে গেল। চারদিকে ঘুরে ফিরে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে নন্দের চোখ কপালে উঠে গেল। নন্দ জিব কেটে মনে মনে ভাবল, এ যে আমাদের অখিল মহাশয়! কিন্তু তার এমন দশা হলো কেন? নিশ্চয় কোনো ভুত প্রেতে তাকে আক্রমন করেছে। কিন্তু এখন আমি কি করি? তাকে একা বহন করে নেওয়া তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একটা কিছুতো করা দরকার। কর্তাকে জানানো দরকার। এই মনে নন্দ দ্রুত হেঁটে চলে আসলো মতিবাবুর বাড়ীর গেইটের কাছে। গেইট ডিঙ্গিয়ে মতিবাবুর ঘরের কাছে গিয়ে নন্দ থমকে দাঁড়ালো। মনে মনে ভাবল, এ সময়টা কর্তাতো ঘুম থেকে উঠে পূজা পার্বন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এখন ডাকাডাকি করা কি ঠিক হবে? এ সময় পাশের ঘর থেকে পণ্ডিতবাবু দরজা খুলে দু'পা এগিয়ে এসে নন্দকে হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, "কি -রে নন্দ, ভোর সকালে এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস?"

নন্দ চুপ। কথা বলছে না।

পণ্ডিত বাবু ধমক দিয়ে নন্দকে বলল, "কি, কথা বলছিস না কেন?

নন্দ বলল, "মেঠো পথের রাস্তায় অখিল মহাশয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। সেই খবরটা কর্তাকে দিতে এলাম।"

পণ্ডিত বাবু বলল, "বলিস কি -রে নন্দ।

তা কর্তাকে খবর দিতে হবে কেন? চল দেখি গিয়ে।

তখনও অখিল মহাশয়ের পুরোপুরি জ্ঞান ফিরেনি। হাত পা একটু একটু নড়া চাড়া করলেও চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেননি তিনি কোথায় আছেন। এতোক্ষণে পুব আকাশে সূর্যটা খানিক উপরে উঠেছে। খোলা মেঠোপথে কাঁচা রোদের কিছুটা আলোও পড়ছে অখিল বাবুর গায়ে। পণ্ডিত বাবু একটু দ্রুত হেঁটেই অখিল মহাশয়ের কাছাকাছি গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। এ যে অখিল মহাশয়। তা চিন্‌তে একটুও অসুবিধা হয়নি পণ্ডিত বাবুর। পণ্ডিত বাবু অবলিলায় নন্দকে বলল, "অখিল মহাশয়কে ধরাধরি করে বাড়ীর আঙিনায় নিয়ে যেতে হবে। উঠোনেই শুয়ায়ে রাখতে হবে তাকে। ঘরে নেওয়া যাবে না।"

নন্দলাল আগা মাথা কিছু না বুঝে পণ্ডিত বাবুকে বলল, ধরুন। আমি অখিল মহাশয়ের দুই পায়ে ধরি, আপনি দুই হাতে ধরুন। ধরাধরি করে অখিল মহাশয়কে বাড়ীর দিকে নিয়ে চলি।"

পণ্ডিত বাবু মনে মনে ভাবলেন, অখিল মহাশয়তো পতিত হয়ে গেছে। যবনের সাথে হাত মিলিয়েছে। সনাতনি ধর্ম ত্যাগ করেছে। সে তো সমাজচ্যুত হয়ে গেছে। তাকে দয়া দাক্ষিণ্য করাতো পাপ। ভয়ানক পাপ। তার মরাই উচিৎ। তার মধ্যে মা-

Edited by Ripon Sarkar

কালির অভিশাপ লেগেছে। তাকে ঘেন্না করা উচিৎ। আমার শত ঘেন্না তার উপর। এরূপ ভেবে খানিক চুপ থেকে ফের মনে মনে দার্শনিকের মতো ভাবলেন, কিন্তু বড়ু চণ্ডিদাশ যে বলেছে, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" অখিল মহাশয়তো একজন মানুষ। ভাগ্য আর কর্ম মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় সেটা ভগবান জানে। সেজন্যে অখিল মহাশয়কে অবহেলা করা আদৌ ঠিক নয়। এই ভেবে পণ্ডিত বাবু আরো দু'পা এগিয়ে অখিল মহাশয়ের শিয়রের কাছে গেলেন। কোমড় বাঁকা করে হাত পা ছেড়ে দিয়ে একটু নুয়ে অখিল মহাশয়ের দুই হাতে ধরতেই তিনি চোখ মেলে তাকালো। কোনো শব্দ না করেই শুয়া থেকে বসলেন, দুদিকে মাথা নেড়ে তাকালেন। অদূরের প্রকৃতির দিকে তাকালেন। তিনি মনে মনে বিস্ময়বোধ করে ভাবলেন, আমি এখানে কেন? অতি সহজেই তার রাতের ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। পণ্ডিত বাবু কোনো কথা বলে বিস্ফারিত চোখে অখিল মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং অখিল মহাশয়ের মতিগতি পরখ করতে লাগলেন। নন্দ চুপচাপ। খানিক বাদে অখিল মহাশয় একটু হাসি মুখেই পণ্ডিত বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, গত রাতে এখানটায় এসে মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যাই। রাতে বেশ ভালো ঘুম হয়েছে এই মেঠোপথের দুর্বাঘাসে। এ কথা বলে অখিল মহাশয় দাঁড়িয়ে গেলেন, পণ্ডিত মহাশয়ের হাত চেপে ধরলেন এবং বিনয়ের সাথে বললেন, "মতিবাবুকে আমার এরূপ ঘটনাটি বলোনে যেন।"

অখিল মহাশয় এ কথা বলতে না বলতেই পণ্ডিত বাবু লক্ষ্য করল, মতিবাবু তেড়ে মেরে রেগে মেগে দ্রুত পায়ে হেঁটে বাড়ীর সদর গেইট দিয়ে এদিকে আসছে। মতি বাবুর এভাবে এদিকে আসতে দেখে পণ্ডিত বাবু ও নন্দ ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কাঁচু মাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অখিল মহাশয় অন্যদিকে তাকিয়ে। মতিবাবু রেগে আগুন হয়ে পণ্ডিত বাবুকে বলল, "তুমি কেমন পণ্ডিত, না বলে তুমি এই ভোর সকালে বাড়ীর বাইর হয়ে এখানে চলে আসলে। তুমিতো জান, এ সময়টায় আমি পুজো পার্বন শেষ করে তোমার মুখে রামায়ণ, মহাভারতের এবং বেদের শ্লোকগুলো শুনি। তোমাকে না দেখে এখানটায় চলে এলাম।"

পণ্ডিত বাবু বিনয়ের সাথে বলল, "ক্ষমা করুন আমার কর্তা, আমার ভুল হয়ে গেছে। অখিল মহাশয়ের দূর অবস্থার সংবাদ পেয়ে এখানটায় এসে পড়ি।"

মতিবাবু রেগে বাঘ হয়ে বলল, "তার কথা মুখে আনবে না পণ্ডিত। সে সমাজচ্যুত হয়ে গেছে। সে পতিত। তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তাকে আমি ঘৃনা করি?"

অখিল মহাশয় রাগ করলেন না মতিবাবুর কথায়। প্রতিবাদও করলেন না। শুধু একবার মতিবাবুর মুখের দিকে মাথা তুলে তাকালেন। পণ্ডিতবাবু হতাশার চোখে অখিল মহাশয়ের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। নন্দ চলে গেল খেত-খামারে। অখিল মহাশয় ওদিক থেকে মাথা নামিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ীর পথে পা বাড়ালেন। মতিবাবু ধমক দিয়ে পণ্ডিতকে বলল," চল পন্ডিত বাড়ীতে । এ কথা বলে মতিবাবু হেঁটে হেঁটে বাড়ীর দিকে যাচ্ছে।পথিমধ্যে মতিবাবু থমকে দাঁড়ালেন।

Edited by Ripon Sarkar

মতিবাবুকে দেখে পন্ডিত বাবুও দাঁড়াল। মতিবাবু একটু রাগ ভাব দেখিয়ে পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে বলল, "আজকাল তোমার মতিভ্রম হয়ে যাচ্ছে পণ্ডিত। তুমি সবকিছুই ভুলে যাচ্ছ আমার। এখানে তোমার পণ্ডিতের চাকুরীটা নড়েচড়ে যাচ্ছে পণ্ডিত"?

পণ্ডিতবাবু ভুলত্রুটির চিন্তায় বেগবান হয়ে বলল, "আমার প্রভু, ভুল! আমার কোনো ভুল, কোন ভ্রম। আমিতো জানিনে আমার ভুল ত্রুটির কথা। বাবুর সদয় হোক, আমার ভুলের কথা বলে দিক্, আমি সংশোধন করে নেব।"

মতিবাবু রেগে মেগে বলল, "তুমি কি জান না পণ্ডিত, এ সময় আমি সূর্য পূজা করি, সূর্যকে প্রণাম করি। শুধু কি তাই, তুমি আজ কাল তোমার পূজা পার্বন বিষয়ে বড়ই উদাসীন। আমার প্রতিও তোমার দায়িত্ববোধ কমে গেছে। বলি, তোমাকে আমি কি জন্যে মাহিনা দিয়ে তিন বেলা খাইয়ে -দাইয়ে রাখব। তোমার অবয়ব দেখে মন তুষ্ট করতে?"

পণ্ডিতবাবু দু'পা এগিয়ে গিয়ে মতি বাবুর পায়ে পড়ে বলল, "আমাকে মাফ করুন প্রভু। আমার ভুল হয়ে গেছে। এমনটা আর হবে না। আপনার দুশমন যারা তাদের কোনো উপকার করতে আর কোনোদিন এগিয়ে আসব না। আমি সহজেই অনুমান করতে পেরেছি আপনার মনের কথা।

মতিবাবু একটু হেসে বলল, "ধন্য পণ্ডিত, ধন্য। তুমি আমার সার্থক পণ্ডিত। তুমি সহজেই মানুষের মনের কথা বুঝ। চল বাড়ীর ভিতরে।"

বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে মতিবাবু একটু আনন্দ মনে পণ্ডিতবাবুকে বলল, "পণ্ডিত, তল্লাটের মান্য গণ্য ব্রাহ্মণদের নাম তোমাকে লিখন করতে হবে। যারা মা কালীকে তুষ্ট,সন্তুষ্ট করতে দীক্ষা দিয়ে থাকে। দুর্গাকে প্রনাম করে, পূজো করে; গংগায় গিয়ে নিয়মিত পূজো করে, কালী মন্দিরে পূজো করে, কালী আশ্রমে যাতায়াত করে, রাত যাপন করে -ওই সব ব্রাহ্মণদের একটি ফিরিস্তি আমাকে দিবে। তল্লাটের সবাইকে তো চিনি না, জানি না। ওদেরকে ডেকে এনে একত্রিত করে সভা-সমিতি করতে হবে, একতাবদ্ধ থাকতে হবে, নয়তো জাত কুল কিছুই থাকবে না। সব গংগার জলে ভেসে যাবে।"

পণ্ডিত বাবু বিনয়ে সাথে বলল, "পুরো কথাগুলো বুঝতে সক্ষম হয়নি বাবু। একটু বুঝিয়ে বলুন।"

মতি বাবু একটু রাগ করে বলল, "বুঝলে না, ওই যে পীর আলী যবন, ম্লেচ্ছ। যাদের আমি মন থেকে ঘৃনা করি, তার নাম শুনলে মন থেকে থু ফেলি। ওই পীর আলী যাদু মন্ত্র দিয়ে আমাদের ধর্মে কালিমা লেপন করতেছে। আমাদের জাতি-গোষ্ঠীদের বুলিয়ে বালিয়ে তার ধর্মে দীক্ষিত করছে। তার পাল্লা ভারি করছে। সংখ্যা বাড়াচ্ছে। পীর আলীর যাদু মন্ত্র থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সবাইকে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। কি বলো পণ্ডিত?

পন্ডিত বাবু একটু হাসি দিয়ে বলল, "এতোক্ষণে আমি সবই বুঝেছি। পীর আলীর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই যুদ্ধ করে যেতে হবে। নয়তো আমাদের জাত- কুল -ধর্ম সবই যাবে, মা কালীও আমাদের প্রতি অসন্তোষ্ট হবে।"এসময় মতিবাবু বাড়ীর গেইটের

Edited by Ripon Sarkar

দিকে চোখ তুলে তাকালেন। পন্ডিতে বাবুও তাকালেন। ওদিকে তাকিয়ে মতিবাবু বলল, পন্ডিত, মনে হয় যেন গেইটের অদূরে কে যেন একজন বয়স্কলোক খুব দ্রুত পায়ে এদিকে আসতেছে।"

পন্ডিত বাবু বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে একটু গুরুগাম্ভীর্য ভাব দেখিয়ে মতিবাবুকে বলল, "তাইতো দেখছি। কিন্তু লোকটাকে তো চিন্‌তে পারছি না। লোকটাতো এদিকেই আসছে বলে মনে হয়। লোকটা আসুক এদিকে। নিকটে আসলেই বুঝতে পারব।"

মতিবাবু বলল, "তা না করে বরং আমরাই একটু এগিয়ে যাই সামনের দিকে।"

পণ্ডিত বাবু বলল, " কর্তার মর্জি সঠিক বটে।"

খানিক পথ হেঁটে মতিবাবু থম্‌কে দাঁড়ালো। বিস্ফারিত চোখে তাকালো মাঠের দিকে। নন্দ পাগলের মতো দৌড়াচ্ছে ষাড় গরুটার পেছনে। ধরতে পারছে না। ষাড় গরুটা লেজ দাঁড়া করে দৌড়াচ্ছে ফসলের মাঠে। মেটো পথে এবং উঁচু ভূমিতেও। গরুর পেছনে নন্দ দৌড়াচ্ছে পাগলের মতো। কিন্তু গরুটাকে ধরতে পারছে না নন্দ। মতি বাবু হাত তুলে নন্দের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে চাচ্ছে। পণ্ডিত বাবুও ওদিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে। যে ভদ্রলোক এদিকে আসতে ছিলেন তিনিও পাগলা গরুর কাণ্ড দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলেন। নন্দ শত চেষ্টা করেও গরুর দড়ির নাগাল পাচ্ছে না। যেই দড়িতে ধরতে যায় সেই পাগলা গরুটা শিং উঁচিয়ে আসে নন্দকে গুঁতো দিতে। ওই ভদ্রলোক পাগলা গরুর ভয়ে একটু সরে গিয়ে রাস্তার পাশে সমভূমিতে বটবৃক্ষের নীচে ছায়ার কাছে দাঁড়াল। মনে মনে রাম নামজপ্‌তে লাগল। ভদ্রলোককে বটবৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মতিবাবু হেঁটে হেঁটে ওদিকে যেতে শুরু করলেন। পেছনে পণ্ডিত বাবু। পণ্ডিত একটু আগ্রহ প্রকাশ করে বলল, "কর্তা ছাতাটা ফুটিয়ে ধরব মাথার উপর। সূর্যতো মধ্য আকাশে এসে গেছে। অধিক রোদে শরীরের ত্বকের ক্ষতি হয়।

মতিবাবু কোনো কথা বললেন না।

ভদ্রলোক লক্ষ্য করল, পাগলা গরুটা এদিকে তেড়ে মেরে ছোট গাছ, লতা পাতা ভেঙ্গে চূড়ে ক্রোধান্বিত হয়ে ছুটে আসছে দৌড়ে, লাফিয়ে। পেছনে নন্দ। মতিবাবু কি করবেন, আর কি বলবেন। তা কিছুই উপলব্ধি করতে পারছেনা। এ কি কাণ্ড! পাগলা গরুটা হিংস্র পশুরভাব ধরে বটবৃক্ষের নীচে এসে ভদ্রলোকের পাছায় দু' তিনটে গুঁতো দিয়ে দিল পরপর। মতিবাবু এ দৃশ্য দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো।। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পা চালিয়ে তড়িঘড়ি হেঁটে ভদ্রলোকের নিকটে এসে বসে যান। ভদ্রলোক তখন গরুর শিংয়ের গুঁতো খেয়ে ভয়ে-ডরে অজ্ঞান হয় হয়। ভদ্রলোকের এরূপ দশা দেখে মতিবাবু একটু ভীতু মনে বলল, "পণ্ডিত ভদ্রলোককে ধর এবং নন্দকে ডেকে বলো, পাগলা গরুটি যেখানে ইচ্ছে চলে যাক। ওকে ডেকে এখানে আন, ভদ্রলোককে তোমরা ধরাধরি করে বাড়ীতে নিয়ে আস। আমি বাড়ীর দিকে যাচ্ছি।"

মতিবাবু বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন।

Edited by Ripon Sarkar

পণ্ডিত বাবু মেজাজটা তিরিক্ষি করে ভদ্রলোকের দিকে নজর করে নন্দকে বলল, "ভদ্রলোকের পাছায় গরুটা গুঁতো দেওয়া ঠিক হয়নি, গরুটা মহা অন্যায় করে ফেলেছে ভদ্রলোকের পাছায় গুঁতো দিয়ে।"

নন্দ বলল, "ঠিক। ঠিক। পণ্ডিত বাবুর কথা সঠিক"।

পণ্ডিত বাবু বলল, "দেরী করিস কেন নন্দ? ভদ্রলোককে ধর। কর্তার নিকটে নিয়ে চল?

নন্দ একটু এগিয়ে ভদ্রলোকের দুই হাতে ধরে বলল, "কর্তব্য পালনে অবহেলা করব না পণ্ডিত বাবু।"

পণ্ডিত বাবু বলল, "তাহলে চল কর্তা মহাশয়ের নিকটে।

মতিবাবু তখন রোয়াকে বসে হুক্কার নল মুখে দিয়ে টান্‌ছে মনের আয়েশে। পাশে অর্ধ বলতি ভরা পানি। বালতির পানিতে জবা ফুল, কাঁচা আমপাতা, কুল পাতাও কিছু আছে। মতিবাবুর ধারনা, দিন দুপুর বেলায় গরুটা ভুতে পেয়েছে। গরুটা চোখে ভুতের কিম্ভূতকিমাকার ছবি দেখে পাগল হয়ে গেছে। আর গরুটা যেহেতু ভদ্রলোককে গুঁতো দিয়ে ভালো হয়ে গেছে তো ভুতটা এখন ভদ্রলোকের শরীরে ঢুকে গেছে। এখন ভদ্র লোককে কিছু সনাতনী মন্ত্র -তন্ত্র পড়ে ফুঁদিয়ে শুদ্ধ করতে হবে। নয়তো ভদ্রলোক ওই গরুর মতো পাগলামী করে আমাদের উপর আঘাত করতে পারে। এই মনে করে মতিবাবু ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়ে জোর গলায় ডাকল, সবিতা রানী, সবিতা রানী গেল কোথায়?

সবিতা রানী তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে এসে মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "বড় কর্তা আমাকে ডেকেছেন? আপনি তো এতো জোর গলায় কখনো ডাকেন না, কোন কিছু হয়েছে এ বাড়ীতে।

হয়েছে হয়েছে। অনেককিছু হয়েছে। সে কথা পরে হবে। এখন তুমি ঝাড়ুটা নিয়ে আস।

ঝাড়ু! কেন?

বলছিতো সে কথা পরে হবে?

সবিতা কথা না বাড়িয়ে তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে ঘরে ঢুকে ঝাড়ুটা হাতে নিয়ে মতিবাবুর কাছে এসে বলল, "এই ধরুন ঝাড়ু?"

এই বলে সবিতা রানী ঘরে চলে গেল।

ভদ্রলোককে বটবৃক্ষের তলা থেকে ধরাধরি করে নিয়ে এসে মতিবাবুর সামনে উঠোনে একটি পাটির মধ্যে শুইয়ে দিয়ে পণ্ডিতবাবু বলল, "বড় কষ্ট হয়েছে ভদ্রলোককে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে আসতে। খানিক পথ এসে এসে জিরায়ে অতঃপর এখানে এসেছি। ভদ্রলোকটার পেটটা অনেক বড় কি-না? তাই একটু ওজন বেশী ভদ্রলোকের দেহের। নন্দ লাফিয়ে উঠে বলল, "একটু ওজন নয় কর্তা, তিন মনের বেশী হবে ভদ্রলোকের পুরো দেহটি।"

মতিবাবু মনে মনে ভাবল, ভুতটা বোধহয় ভদ্রলোকের পেটের মধ্যেই লুকায়ে আছে। ওখানেই ঝাঁড়ু পেটা করতে হবে। ভদ্রলোকের পেট থেকে ভুত চলে গেলে

Edited by Ripon Sarkar

তিনি ভালো কথা বলবেন আমাদের সাথে। এই মনে করে মতিবাবু একটু রাগ চোখে নন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, "নন্দ, এই ধর, ঝাড়ু। ভদ্রলোকের পেটের মধ্যে ঝাড়ু পেটা দে।

নন্দ ঝাঁড়ুটা হাতে নিয়ে অবনত শিরে বলল, "কর্তার হুকুম বৃথা যাবে না –এই বলে পর পর ঝাড়ু দিয়ে কয়েকটি বাড়ি বসিয়ে দিল ভদ্রলোকের পেটের মধ্যে।"

ভদ্রলোক ঝাঁড়ু পেটা খেয়ে চোখ মেলে তাকালেন। দেখলেন, মাথার উপর সূর্য। মাথা নাড়লেন, মুখ ঘুরালেন। অতঃপর বিস্মিত হয়ে বললেন, এ–কি কাণ্ড! আমাকে ঝাঁড়ু পেটা দেওয়া হচ্ছে কেন? আমার অপরাধ?

পণ্ডিতবাবু মনে মনে ভাবছেন- এটা কি করছেন মতিবাবু। মরার উপর খাড়ার ঘা। যেখানে গরুর শিংয়ের গুঁতায় ক্ষত হয়েছে সেখানে দাওয়াই না দিয়ে পেটের মধ্যে ঝাঁড়ু পেটা। কর্তার বিচার সঠিক হচ্ছে না।

মতিবাবু মনে মনে হাসলেন। ভাবলেন ঝাঁড়ু পেটায় ঠিক ঠিকই ভূতটা চলে গেছে। ভদ্রলোক ভালো হয়ে গেছে। মতিবাবু একটু হেসে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার অপরাধ কিছুই না। ভর দুপুরে অনেক অশরীরি ভূত-টুত মাঠে ঘাটে চলা ফেরা করে। আমাদের বাড়ীর ষাড় গরুটার মধ্যে ওই ভূত প্রবেশ করে আপনাকে আক্রমণ করেছে। ওই ভূতটা ছুটানোর জন্যেই আপনাকে ঝাঁড়ুপেটা দেওয়া হয়েছে। এ বলে নন্দকে ডেকে বলল, নন্দ, বাল্‌তিতে পবিত্র জল রয়েছে। ওসব জল ভদ্রলোক সমস্ত শরীরে ঢেলে দে।"

নন্দ এক পা এগিয়ে এসে বালতিটা হাতে নিয়ে পবিত্র জল ভদ্রলোকের সমস্ত শরীরে ঢেলে দিয়ে মতিবাবু দিকে তাকিয়ে বলল, " আরও জল দিতে হবে কর্তা?

মতিবাবু একটু হেসে বলল, "থাম্ থাম নন্দ। আর জল দিতে হবে না। ভদ্রলোক এখন শুদ্ধ।

পণ্ডিত বাবু একটু এগিয়ে এসে জোর গলায়ই মতিবাবুর কথার সাথে সুর মিলিয়ে বলল, "ভদ্রলোক এখন মহা শুদ্ধ।"

ভদ্রলোক রেগে মেগে বাঘ হয়ে শুয়া থেকে লম্প দিয়ে উঠে বসে মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ- কি করছেন আপনারা আমাকে? আমি কি পাগল, না কোনো জানুয়ার? এটা কেমন অত্যাচার হচ্ছে আমার উপর। ভদ্রলোক মেজাজটা একটু নামিয়ে বললেন, "আমার নাম নিতাই লাল শর্মা। আপনাদের পাশের এলাকা ফুলতলায় আমার বাস। আমি পেশায় শিক্ষক। পাঠশালায় পড়িয়ে থাকি। শুনেছি এলাকায় মতি লাল চক্রবর্তী নামে একজন ব্রাহ্মণ আছেন। পূজো করে কালী দেবীকে তুষ্ট করতে তিনি খুব পারঙ্গম। তার সাথেই দেখা করতে এসেছি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে।"

পণ্ডিত বাবু গদ্ গদ্ করে বলল, "কি উদ্দেশ্য? কি উদ্দেশ্য?"

নন্দ চুপ।

মতিবাবু বিনয়ের সাথে নরম সুরে কানাই বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "মহাভুল হয়ে গেছে আমার আপনার প্রতি। সেজন্যে এরূপ কর্মকান্ডের কারণে আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী। বলুন, ক্ষমা করে দিয়েছি।

Edited by Ripon Sarkar

নিতাই বাবু অবলিলায় বলল, "ক্ষমা করে দিয়েছি।"

মতিবাবুও অবলিলায় বলল, "আমিই হলাম মতিলাল চক্রবর্তী। এটা আমার বাড়ী। আপনি যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন সেটা বলুন?

কানাই লাল একটু বিস্ময়বোধ করে মতিবাবুকে বলল, "আপনি কেমন ব্রাহ্মণ হে মতিবাবু, সৌজন্য বোধটুকুও আপনার মধ্যে নেই। ভদ্রলোকদের সাথে কেমন আচরণ করতে হয় তাও আপনি জানেন না। আমাকে ভর দুপুরে অসহ্যকর রোদের মধ্যে উঠোনে বসিয়ে রেখে আপনি আমার কাছ থেকে উদ্দেশ্য জানতে চান?

মতিবাবু মনে মনে চিন্তা করল, কানাইলাল ঠিক কথাই বলেছে, তাকে উঠোনে বসিয়ে রোদে পুড়িয়ে উদ্দেশ্য জানার ইচ্ছে করা আমার অন্যায় হয়ে গেছে। এসব চিন্তা করে মতিবাবু চোখ কপালে তুলে রাগ ভাব দেখিয়ে পণ্ডিতবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "পণ্ডিত, তোমার চাকুরী থাকবে না আমার দরবারে। তুমি আহাম্মক, বেকুব। তুমি স্থান কাল-পাত্র ভেদ কিছুই বুঝ না।"

পণ্ডিত বাবু দু'পা এগিয়ে এসে মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বিনয়ের সাথে বলল, "আমার জানা বশতঃ কোনো ভুল-ত্রুটি করেনি মহাশয়। যদি সেরূপ কিছু হয়ে থাকে তবে সংশোধন করতে আমি বাধ্য।"

মতিবাবু রাগ করে জোর গলায় বলল, "এ যে এক মোক্ষম ঘটনা ঘটে গেল, একজন সম্মানিত, শ্রদ্ধেয় পাঠশালার শিক্ষককে এতোক্ষণ আগুন রোদে উঠোনে বসিয়ে রাখা হল, এটা তোমার কেমন জ্ঞানের গর্ব পণ্ডিত?

পণ্ডিত বাবু একটু হেসে মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "মহাশয়ের জয় হোক, এতোক্ষণে আমার জ্ঞান ফুটেছে। আমি এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করছি।

এই বলে পণ্ডিতবাবু রেগে মেগে নন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, "নন্দ, তোর অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। এক্ষুনি কানাইলাল বাবুকে বৈঠকঘরে নিয়ে যা। ওখানে তার বসার জন্যে আরাম কেদারা এনে দে। এরপর, তার মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করে দে।

নন্দ তড়িঘড়ি করে পা চালিয়ে বৈঠক ঘরে গেল। মতিবাবু মিটি মিটি হেসে পণ্ডিতবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "পণ্ডিতের যথা সময়ে বুদ্ধি শুদ্ধি সঠিক হওয়াতে আপাতত চাকুরী ঠিক রইল।"

নন্দ চলে গেল বৈঠক ঘরে। কানাইলাল বাবু বৈঠক ঘরের চারদিকে একবার ঘুরলেন। বৈঠকঘরের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের সাথে লাগানো পুরোনো একটি পালঙ্ক সাজানো আছে। কিন্তু মনে হলো, ওই পালঙ্কে কেউ শুয়ে বসে থাকে না, শুধু সাজানোই থাকে। ওদিকে তাকিয়ে কানাইলাল বলল, "ক্লান্তি বোধ করছি নন্দ। ওই পালঙ্কে কি একটু গড়াগড়ি দেওয়া যায়, বিশ্রাম করা যায়?

নন্দ অবলিলায় বলল, "এতে যথেষ্ট আপত্তি আছে কর্তার। কর্তার উপস্থিতিতে এরূপ করলে আমার কোনো অপরাধ হবে না কানাই বাবু।"

এই বলে নন্দ ঘুরে দাঁড়াল। কানাই বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, অতিথি সেবা পরমধর্ম। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি অন্দরে। আপনার মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এতোক্ষণ আপনি আরাম কেদারায় বসে কালীনাম জপাজপি করুন।

Edited by Ripon Sarkar

কানাই লাল মনে মনে চিন্তা করল, নন্দের অক্ষর জ্ঞান না থাকলেও বুদ্ধি শুদ্ধি যথেষ্ট আছে।

নন্দ চলে গেল অন্দরে।

কানাই লাল খানিক অরাম কেদারায় বসে থেকে একটু এদিক সেদিক তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে দরজার কাছে বসে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলেন, যথেষ্ঠ বেলা হয়েছে। মধ্যহ্ন ভোজের সময় অতিবাহিত। এখনো বৈঠকঘরে খাবার আসার কোনো সাড়া পাচ্ছি না। মনে হয় মতিবাবুর অতিথি সেবা করার যথেষ্ঠ অলসতা রয়েছে। তিনি পেটের দিকে তাকালেন। কলসির মতো পেটটা ক্ষীধের চোটে মুটামুটি নীচের দিকে নেমে গেছে বলে মনে হল কানাই লাল বাবুর কাছে। কানাইলাল পেটের মধ্যে হাত বুলাতে বুলাতে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন অন্দরের ফটকের দিকে। ফটকে মানুষজন কাউকে দেখছেন না তিনি। ব্যাপারটা যেন কেমন গোলমেলে। তিনি মনে মনে ভাবলেন, বাস্তবিক কি আমি ভুতের বাড়ী এসেছি। মধ্যহ্ন ভোজের অনিয়ম করছে তারা। আমার পেটতো আর সইছে না। না, এখানে আর এক দন্ডও থাকা উচিৎ নয়। এই মনে করে কানাইবাবু বৈঠকঘরের ভিতরের দিকে পা বাড়ালেন। তাড়াহুড়া করে ছাতাটা বগলতলায় লইলেন। কাপড়ের তৈরী বোচকার মতো ব্যাগটি কাঁধে ঝুলালেন। অতঃপর বাইর হবেন মনে করে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। দরজার কাছে আসতেই দেখেন, নন্দ এদিকেই বাসন কোসন নিয়ে তড়িঘড়ি হেঁটে আসছে। নন্দের দিকে তাকিয়ে কানাই লাল মনে মনে ভাবলেন, মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন আসন্ন। এ মুহূর্তে যাওয়া সমিচীন হবে না। ধৈর্য্য ধারন পরম ধর্ম।

দরজায় পা ফেলেই নন্দ একটু হেসে কানাইলালের দিকে তাকিয়ে বলল, "মহাশয়ের জয় হোক। মহাশয়ের জয় হোক।"

কানাইলাল রাগ মনে নন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, কেন? কেন? আমার জয় হবে কেন?

রানী মা আপনার প্রতি সুনজর দিয়েছে। আপনাকে ভক্তি করেছে। প্রনাম জানিয়েছে। কি সৌভাগ্য আপনার। আপনার জন্য রানী মা বড় আয়োজন করেছে। কাটারীভোগ চাউলের ভাত সোনামুগ ডালের সাথে রুই মাছের মুণ্ডের মুড়িঘন্ড, বেগুন দিয়ে রুই মাছের খন্দ, আরও কত কি। অতোসবের নাম আমি জানি না।

বেশ বেশ। অনেক ভালো।

তাহলে দেরী কেন বাবু? বসে পড়ুন ওই পালঙ্কে। আমি আপনার ভোজের পরিবেশন এক্ষণি করছি।

কেন? কেন? পালঙ্কে কেন?

বুঝলেন না, আপনি মধ্যাহ্নভোজ সেরেই যেন সাথে সাথে গড়াগড়ি যেতে পারেন। নয়তো উঁচু পেটটা নিয়ে নড়াচড়া করতে আপনার অসুবিধা হবে।

বটে। ঠিক আছে, যাচ্ছি পালঙ্কে।

পালঙ্কের একদিকে বসবেন আপনি, অন্যদিকে অন্যজনের বসার জায়গা রাখবেন।

অন্যজন? সে আবার কে?

Edited by Ripon Sarkar

তিনি হচ্ছেন আমাদের পণ্ডিতবাবু। পণ্ডিত বাবু আপনার সাথে বসে খাবেন।

আপত্তি নেই। একটুও আপত্তি নেই। তা তিনি কখন আসবেন। আমার যে আর সইছে না।

এ কথা বলতে না বলতেই পণ্ডিত বাবু তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে বৈঠকঘরে ঢুকে বলল, "এইতো আমি এসে গেছি। মধ্যাহ্নভোজের আগে আমাকে স্বরসতীর সামনে বসে একটু পূজোটুজো করতে হয় কি-না, সেজন্যে এতো বিলম্ব। এরূপ বিলম্ব মার্জনীয় বটে। এরূপ বলে পণ্ডিত বাবু পা চালিয়ে পালঙ্কে উঠে কানাইলালের সাথে চাপাচাপি করে বসলেন।

নন্দ অবলিলায় বলল,"মহাশয়দের সামনে এখুনি কি খাবার পরিবেশন করতে পারি?

কানাইলাল একটু হেসে বলল, "বিলম্ব কেন করছ নন্দ। শুরু করে দাও।

নন্দ দুজনের সামনে দুটো পিতলের থালায় ভাত দিয়ে কানাইলালের দিকে তাকিয়ে বলল, "মহাশয় কোনটা আগে দেব মাছের ভাজি না অন্যকিছু?

পণ্ডিত বাবু একটু ধমক দিয়ে বলল," সে আমরা নিজ হাতে নিয়ে খেতে পারব। দরকার হলে তোমাকে দিতে বলবো।

কানাই লাল একটু হেসে বলল, "পণ্ডিত বাবুর কথা সঠিক। নন্দ রুই মাছের ভাজা আস্ত মুণ্ডটা দুজনের ভাতের থালার মাঝখানে রেখে বলল, "রুইয়ের মুণ্ড পুরোটা খেয়ে নেবেন, নয়তো রানীমা রাগ করবেন কিন্তু।

কানাইলাল মনে মনে ভাবলেন, ধৈর্যধারন ফলদায়ক হয়েছে। মধ্যাহ্নভোজ অকল্পনীয়। মতিবাবুর জয় হোক। এসব ভেবে কানাইবাবু নন্দকে বলল, "নন্দ, তুমিতো মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেছ, তো এখন একটু বাইর থেকে ঘুরে আস।

পণ্ডিত বাবু মাথা এলিয়ে কানাই বাবুর কথায় সায় দিলেন।

নন্দ বলল, "বিলম্ব করা অপরাধ, এক্ষুনি যাচ্ছি বাইরে।"

কানাই বাবু বলল, খানিক বাদেই কিন্তু চলে এসো।"

তাই হবে মহাশয়। এই বলে নন্দ বাইরে চলে গেল।

কানাই বাবু খেতে খেতে পণ্ডিত বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ওইবেটা অখিল মহাশয় একটা আহম্মক। জাত কুল হারিয়ে যবনের সাথে আত্মীয়তা। ছে ছে ছে।

পণ্ডিত বাবু একটু ঘৃনাভাব দেখিয়েই বলল, "অখিল মহাশয় সমাজে পতিত। অপাংক্তেয়। কলিকাল এসে গেছে মহাশয়, কলিকাল এসে গেছে।"

এসময় পণ্ডিত বাবু বৈঠক ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলেন, মতিবাবু একটু দ্রুত পায়ে হেঁটেই বৈঠক ঘরের দিকে আসতেছেন। তা দেখে পণ্ডিত মহাশয় চুপ।

কানাই বাবুও সেদিকে নজর দিলেন।

মতিবাবু বৈঠক ঘরে ঢুকেই একটু হেসে কানাই বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আয়োজন কম ছিলো না, কিন্তু তড়িঘড়ি করে মধ্যাহ্ন ভোজ পরিপূর্ণ করতে পারিনি। অপরাধ মার্জনীয়।"

Edited by Ripon Sarkar

কানাইবাবু একটু হেসে বললেন, "বটে। মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন যথেষ্ট সমৃদ্ধ। অপরিমিত। তুষ্ট, সন্তুষ্ট।"

মহাশয়ের কথা শুনে আনন্দবোধ করছি আন্তরে।

কানাইবাবু জল দিয়ে হাত ধুতে ধুতে বলল, "মধ্যাহ্নভোজ সমাপ্ত। এখন একটু গড়াগড়ি দিতে হবে পালঙ্কে।"

পণ্ডিতবাবু বলল, "মধ্যাহ্নভোজের পর পালঙ্কে শুয়ে একটু গড়াগড়ি যাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য উপকার।"

কানাই বাবু একটু বিচক্ষণ ভাব দেখিয়ে বলল, "পণ্ডিত মহাশয় সঠিক বলেছে।"

নন্দ দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে পালঙ্কের উপর থেকে থালা বাসনগুলো সরিয়ে ফেলল অবলিলায়।

মতিবাবু উৎসুক মনে কানাইলালের দিকে তাকিয়ে বলল, "মহাশয়ের মর্জি হবে কি – কি উদ্দেশ্যে এখানে আগমন।"

কানাইলাল চোখ বুজে থেকে বলল, "উদ্দেশ্য সঠিক এবং তা ফলবান করতে হবে।"

কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি? সেটাই আমি জানতে পারলাম না। না জানতে পারলে তা ফলবান হবে কি, হবে না– তা বুঝবো কি করে।

কানাইলাল কথা বলে না। চোখ বুজে আছে।

মতিবাবু বলল, "মনে হয় মহাশয়ের ঘুম পাচ্ছে। তাহলে আমি উঠি।"

না, না, উঠবেন না মহাশয় আরাম কেদারা থেকে। তবে শুনুন, আমার অনেকগুলো উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন উদ্দেশ্য যে আপনাকে আগে শুনাব সেটাই মনে মনে চোখ বুজে ভাবছি।

সেটা আপনার মর্জি।

কানাই লাল বলল, "আমার ১নম্বর উদ্দেশ্য হলো, অখিল বাবুকে পতিত ঘোষণা দিতে হবে, ২নম্বর উদ্দেশ্য হলো, পীর আলীকে ম্লেচ্ছ যবন বিধায় ধিক্কার দিতে হবে।

পণ্ডিতবাবু শুয়া থেকে লাফ দিয়ে উঠে বলল, "আমিও তাই মনে করছিলাম। কানাইলালের জয় হোক। "জয় হোক"।

মতিবাবু গুরু গম্ভীর ভাব দেখিয়ে বলল, "আপনার উদ্দেশ্য সঠিক, শুদ্ধ পরিশুদ্ধ। কিন্তু কিভাবে এর প্রতিবাদ করব, অখিল মহাশয়কে সমাজচ্যুত করব, সেটা ভেবে চিন্তে পাচ্ছি না।

কানাই বাবু পানে চুন লাগাতে লাগাতে বলল, "সে নিয়ে ভাবনা কেন মহাশয়, অখিল বাবুর মতো আমরা সবাই কি জাত, কুল সবকিছু বিসর্জন দেব না -কি? আমরা হ'লাম গিয়ে সনাতনী হিন্দু।

পণ্ডিতবাবু খানিক সময় বিস্ফারিত চোখে বাইরে তাকিয়ে থেকে মতিবাবুকে বলল, "কর্তা, বাড়ীর ফটকে মনে হয় কোলাহল হচ্ছে। এমনই শব্দ হচ্ছে বলে আমার মনে হয়।"

Edited by Ripon Sarkar

নন্দ দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে বৈঠকঘরে ঢুকে মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কর্তাবাবু, ক'জন যুবা -পুরুষ আপনার সাথে দেখা করতে অনুমতি চাচ্ছে। আমি কি বলবো ওদের?"

মতিবাবু খানিক চিন্তা করে বলল, "ওদের আসার অনুমতি দেওয়া হলো। ওদের বৈঠক ঘরে আসতে বলো।"

কানাই বাবু মনে মনে একটু আনন্দবোধ করে উৎসুক চোখে ফটকের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পণ্ডিতবাবুও ওদিকেই তাকিয়ে আছে।

যুবা-পুরুষদের মধ্যে একজন বলল, "মহাশয়দের জয় হোক। তল্লাটের আমরা ক'জন মিলে অনুশীলন নামে একটি সংঘ করেছি। আগামীকাল কালীবাড়ী মন্দিরের চত্বরে উক্ত সংঘের পক্ষ হতে একটি সভায় আপনারা আমন্ত্রিত।

কানাই বাবু একটু জোর গলায় বলল, "যাব, আমরা সবাই যাব।"

পণ্ডিত বাবু একটু গুরুগম্ভীর ভাব দেখিয়ে বলল, "ওই সভায় আমাদের যেতেই হবে।"

মতিবাবু ওই যুবা পুরুষদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাদেরকে আর্শিবাদ করছি তোমাদের ভালো কাজ করার আগ্রহ দেখে। মা কালী তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে।"

এ কথা শুনে যুবা-পুরুষগণ মতিবাবুর জয় হোক মতিবাবুর জয় হোক, এ বলতে বলতে বৈঠক ঘর হতে বের হয়ে গেল।

কানাই বাবু শুয়া থেকে বসে পেটে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "মতিবাবুকে অনেকদিন স্মরণে রাখব। আজকে উঠি। বিকেলটাক আমাকে অন্যত্র যেতে হবে।"

পণ্ডিতবাবু বলল, "অন্যদিনও আসবেন এখনটায় কানাই বাবু।

মতিবাবু খানিক সময় চুপ থেকে নন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, কানাই বাবুকে একটু এগিয়ে দিয়ে আয়রে নন্দ।"

পণ্ডিতবাবু চেয়ার থেকে উঠে চলে গেলেন নিজ ঘরে। মতিবাবু খানিক সময় বৈঠক ঘরে বসে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসলেন নিজ কক্ষে। তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। আকাশে তারার হাট বসেছে। পৃথিবীর মাটিতে মৃদু মৃদু বায়ু বইছে চারদিকে। মতিবাবুর কক্ষের পাশে হাস্‌নে হেনা ফুলের সুভাসে চারদিক ভরপুর। মতিবাবু শয়ন কক্ষে পালঙ্কে বসে ভাবছেন আগামীকালের সভার বিষয়ে। তা ভাবতে ভাবতে মতিবাবু দু'পা পালঙ্কে তুলে সটান হয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। খানিক বাদে শিখা রানী পাশের কক্ষ থেকে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে মতিবাবুর কক্ষে ঢুকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলেন অবলিলায়। ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে পালঙ্কের কাছে এসে মতিবাবুর পা ছুঁয়ে প্রনাম করলেন। অতঃপর মতিবাবুর শয্যাপাশে বসে মাথার চুলে হাতের আঙ্গুল দিয়ে খিলান করতে করতে বিনয়ের সাথে মিষ্টি কণ্ঠে বলল, "বাবুকে চিন্তিত মনে হচ্ছে আমার কাছে।"

মতিবাবু বলল, "চিন্তিততো বটেই।"

কেন? আপনার চিন্তিত হওয়ার কারনটা শুনতে কি আমি পারি না?

Edited by Ripon Sarkar

সে আর কি বলবো, সমাজের সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেছে অখিল মহাশয় পতিত। এ নিয়ে চারদিকে কানাঘুসা, রেষারেষি, শত্রুতা, জিঘাংসা, এসব আর কি!

একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না অখিল বাবুকে নিয়ে এসব করার? মতিবাবু শুয়া থেকে উঠে বসে রেগে মেগে বলল, "কি বললে? বাড়াবাড়ি হচ্ছে। তোমার মুখে এ কথা শুনে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। অখিল আমাদের জাত ধর্মে কালিমা লেপন করেছে, বিষ বায়ু ছড়িয়ে দিয়েছে। যবনের ছেলের কাছে নিজ কন্যাকে বিয়ে দিয়েছে। ধর্মচ্যুত হয়েছে। পতিত হয়েছে। তা দেখে আমরা চুপ থাকব? বড়ই খারাপ বাক্য শুনালে তুমি শিখা।"

এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। অখিল বাবুর ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আমাদের চিন্তা করা দোষনীয় মনে করি কর্তা।

বটে? তুমি দেখছি, অখিল বাবুর পক্ষপাতিত্ব করছ। ভাবতে অবাক লাগে আমার কাছে।

আমার প্রতি রাগ করবেন না কর্তা। ভালো মন্দ বিষয়ে আপনাকে পরামর্শ দেওয়ার অধিকার আমার আছে।

বটে? তোমার কাজ রান্না-বান্না করা, বাইরের বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা তোমার কাজ নয়?

এ সময় মতিবাবু দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কে যেন দরজায় ঠক্ ঠক্ করছে। মতিবাবু একটু বিস্ময়বোধ করে পালঙ্ক থেকে নামলেন। মনে মনে ভাবলেন, এতোরাতে দরজা ধাক্কানোর শব্দ! কে এলো এতোরাতে। মতিবাবু ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

নন্দ ভীতু মনে মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "বড়কর্তা, পণ্ডিতবাবু পেটের ব্যথায় অস্থির। বিছানায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। খানিক বাদে বাদে পায়খানায় যাচ্ছে। মনে হয় পণ্ডিতবাবুর বড় রকম পেটের রোগ হয়েছে। আমি দিশেহারা হয়ে আপনাকে সংবাদ দেওয়ার জন্য এতোরাতে বিরক্ত করতে এখানে এসেছি বড় কর্তা।

খানিক চুপ থেকে মতিবাবু বলল, "চলতো দেখি, পণ্ডিতবাবুর অবস্থাটা কেমন।

এ কথা বলে মতিবাবু ও নন্দ দ্রুত পায়ে হেঁটেই চলে আসলেন পন্ডিত বাবুর কক্ষে। তখন পণ্ডিতবাবু বিছানায় সটান শুয়ে পেটে নিজ হাতেই টিপ দিতে দিতে চোখ বুজে থেকে বলতেছে, ভগবান তুমি আমাকে এ-কি রোগ দিলে, আমি যে সহ্য করতে পারছি না। আমি কি অপরাধ করেছি ভগবান তোমার কাছে। তুমি আমাকে ক্ষমা কর ভগবান। আমার পেটের ব্যথা সারিয়ে দাও?

মতিবাবু একটু ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে আস্তে করে বলল, "পণ্ডিতবাবুর কি হয়েছে নন্দ? কেন এতো ব্যাকুলতা।

নন্দ গদ্ গদ্ করে বলল, "এখনতো একটু ভালোই দেখছেন বড় কর্তা। একটু আগেও লোটা নিয়ে বার বার পায়খানায় আসা-যাওয়া করেছে। নিশ্চয় এটা কোন অশরীরির ভর পড়েছে।"

মতিবাবু অবলিলায় বলল, "তাইতো মনে হয়।"

Edited by Ripon Sarkar

পণ্ডিতবাবু শুয়া থেকেই বুঝতে পারল, মতিবাবু তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। পেটের ব্যথাটাও একটু কম বোধ হচ্ছে। তবুও চোখ বুজে থেকেই চুপ হয়ে রইল পণ্ডিতবাবু।

নন্দ খানিক সময় দাঁড়িয়ে থেকে পণ্ডিত বাবুর শয্যাপাশে বসে পড়ল। পণ্ডিতবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "পণ্ডিতবাবু আপনার শরীরটা কেমন? বড় কর্তা আপনাকে দেখতে এসেছে।

পণ্ডিতবাবু লাফ দিয়ে উঠে মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কর্তা, আমি বড়ই অসুস্থ। পেটের ব্যথায় অস্থির। শুয়া থেকেও ব্যথা পাই, চিৎ হলেও পেটে ব্যথা পাই। এ যে বড়ই যন্ত্রণা। এখন ব্যথাটা একটু কম। আমার মনে হয় ওই যবন পীর আলী আমাকে একটা কিছু করেছে। নয়তো পেটে এতো ব্যথা হতে পারে না?

নন্দ বলল, "ঠিকই বলেছে পণ্ডিত বাবু। এটা পীর আলীরই কাজ।"

মতিবাবু বলল, "বেলপাতা আর তুলসি পাতার রস খেয়ে দেখুন তো পণ্ডিত বাবু। তা খেলে আশাকরি সেরে উঠবেন।"

নন্দ বলল, "তা সেরে উঠবে কি করে, এ যে পীর আলী কেরামতি।

মতিবাবু একটু রেগে বলল, "সে দেখা যাবে 'ক্ষন। নন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, "নন্দ, তুমি পণ্ডিতবাবুর কাছে থেক। তাকে দেখাশুনা কর। আমি শুতে গেলাম।"

নন্দ কথা বললো না।

পণ্ডিতবাবু বলল, "ঘরের দরজার কাছে কিসের ধপা ধপ্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঘরে এসে যাবে।"

নন্দ কান খাড়া করে খানিক ধ্যান করে বলল, তাইতো। সে যে মহা বিপদ! মতিবাবুকে ডাকারও তো কোনো ব্যবস্থা নেই। দরজার বাইরে কি সব তাও বা কি করে বলি। এ -কি বিপদ!

এখন উপায়। আমাদের উপর একটার পর একটা বিপদ আসছে। পেটের ব্যথাটা একটু কমছে কমছে মনে হচ্ছে, এরপর দরজার বাইরে ধপ্‌ধপ্ শব্দ। ওরে নন্দ? তুই কোথায়?

নন্দ বলল, "পণ্ডিতবাবু, আমি আপনার নিকটে।"

দেখিস্ না কেন, দরজা খুলে বাইরে কিসের আনাগোনা, না কি ভূত-প্রেতের কোন অত্যাচার। দরজা খুলে দেখ?

নন্দ কাতর হয়ে বলল, "এটা আমি পারব না। আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে?

ভয় কিসের? আমি তোর কাছে আছি না? দরজা খুলে দে?

নন্দ কোনো কথা না বলে একবার পণ্ডিতবাবুর দিকে তাকালো। ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকালো। খানিক দাঁড়িয়ে থেকে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে আবারও পণ্ডিতবাবুর দিকে তাকালো। পণ্ডিতবাবুও নিষ্পলক তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। মুখে কারো রা নেই। নন্দ ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে দরজার খিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পণ্ডিত বাবুও সেদিকে তাকিয়ে। নন্দ আবারও মুখ ফিরিয়ে পণ্ডিতবাবুর দিকে তাকাল। পণ্ডিতবাবু জোর গলায় আবারও বলল, "ভয় কিসের, আমি আছি না? দরজা খুলে দে।"

Edited by Ripon Sarkar

নন্দ দরজার খিল খুলে বাইরের দিকে তাকালো। ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের আলোতে বাইরের কোনো কিছুই ভালো করে ঠাহর করতে পারছে না নন্দ। খানিক দূরে তেঁতুল গাছ তলায় কয়েকটি খেক্‌শিয়াল বসে আছে নন্দের কাছে মনে হলো। নন্দের মনে ভয়। খেকশিয়ালগুলোও তেঁতুল তলা থেকে নড়ছে না এক কদমও। পণ্ডিতবাবুর ঘরের দিকে তাকিয়ে। এদিকে আসতে শিয়ালগুলো সুযোগ খুঁজছে। বাঁদিকে মুরগ মুরগীর খোঁয়াড়ের দিকে তাকাতেই নন্দের চোখ কপালে উঠে গেল। মুরগ-মুরগীর খোয়ারের দরজা খোলা। খানিক বাদে একটি বনবিড়াল খোঁয়াড়ের ভিতর থেকে লম্ফ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল বনের দিকে। নন্দ সেদিক চোখ ফিরিয়ে তেঁতুল তলায় শিয়ালগুলোর দিকে তাকালো। শিয়ালগুলো ওখানেই বসে আছে জিভ বের করে। ওদিকে তাকিয়ে নন্দের মাথা চড়কগাছ হয়ে গেল।

পণ্ডিতবাবু পালঙ্কে বসে থেকেই দরজার দিকে তাকিয়ে নন্দকে বললো, "বাইরে কিছু দেখতে পেলি নন্দ?"

নন্দ চুপ। কোনো কথা বলছে না।

আবারও পণ্ডিতবাবু জোর গলায় বলল, "কি- রে নন্দ, বাইরে কিছু দেখতে পেলি?"

নন্দ দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে ভীতু মনে বলল, "পণ্ডিতবাবু, বাইরে খেলশিয়াল আর বনবিড়ালের আনাগোনা প্রত্যক্ষ করেছি। শিয়ালগুলো খানিক দূরে তেঁতুল তলায় বসে জিভ বের করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। একটি বনবিড়াল আমার সম্মুখ দিয়ে দৌড়ে- লাফিয়ে পালিয়ে গেল অবলিলায়। মনে হয় অঘটন একটা ঘটেছে।"

পণ্ডিতবাবু বিছানা থেকে তড়িঘড়ি উঠে চশমাটা চোখে লাগিয়ে তাড়াহুড়ো করে জোর পা চালিয়ে নন্দের কাছে এসে বলল, "কোথায়? কি হয়েছে?" বাইরের দিকে তাকিয়ে পণ্ডিতবাবু বলল, "কই? কোথাওতো কোনো কিছু দেখতে পারছি না।"

নন্দ তেঁতুল তলার দিকে তাকিয়ে পণ্ডিতবাবুকে বলল, "ওখানে শিয়ালগুলো এতোক্ষণ বসেছিল। খানিক আগে ওগুলো সব পালিয়ে গেছে।"

নন্দ ও পণ্ডিতবাবু বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। বাঁদিকে খোঁয়াড়ের কাছে গিয়ে পণ্ডিতবাবু থম্‌কে দাঁড়াল। খোঁয়াড়ের দরজা খোলা। খোঁয়াড়ের ভিতরে মুরগ-মুরগীর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। পণ্ডিতবাবু একটু ধমক দিয়ে নন্দকে বলল,

"দেখতো নন্দ, খোয়ারের ছোট্ট দরজায় মুখ রেখে ভিতরে মুরগি আছে কি-না?"

নন্দ কোমড় বাঁকা করে মাথা নিচু করে খোয়ারের দরজা দিয়ে ভিতরে তাকাতেই দেখে একটি বনবিড়াল এক মুরগিকে ছিঁড়ে –ফেঁড়ে খাচ্ছে। যেই নন্দকে খোঁয়াড়ে উঁকি দিতে দেখল সেই বনবিড়াল জান বাঁচাতে নন্দকে ভয় দেখিয়ে পণ্ডিতবাবুর সামনে দিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

পণ্ডিতবাবু একটু বিস্ময়বোধ করে মনে মনে ভাবল, এ- কি কান্ড হয়ে গেল। নন্দ ভীতু মনে তাকিয়ে আছে। এ -কি কান্ড হয়ে গেল। নন্দ ভীতু মনে তাকিয়ে আছে মুরগির খোলা খোঁয়াড়ের দিকে।

Edited by Ripon Sarkar

তখন সকাল হয় হয়। এখনটায় এখনো পুরোপুরি আলো পড়েনি চারদিকে এসময় শিখা রানী প্রভাত পুজোর প্রস্তুতি নেন পালঙ্কে বসেই। পাশে মতিবাবু গভীর ঘুমে। দরজায় হঠাৎ ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনে শিখা রানী আৎকে উঠে। বিস্ফারিত চোখে তাকায় ওদিকে। মনে মনে ভাবে, ভোর সকালে কে এলো এখানটায়। শিখা রানী পালঙ্ক থেকে নেমে তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

পণ্ডিতবাবু ভীতু মনে শিখা রানীর দিকে তাকিয়ে বলল, "নমস্কার। মতিবাবুকে একটু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। একটু ডেকে দিন।"

শিখা রানী কোনো কথা না বলে ভিতরে চলে গেল। খানিক বাদে মতিবাবু ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে পণ্ডিত বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ভোর সকালে পণ্ডিতের আগমন এখানটায়। কোনো অঘটন কি ঘটেছে এ বাড়ীতে?"

পণ্ডিত মাথা নীচু করে ভীতু মনে বলল, ঘটনা একটা ঘটেছে মহাশয়। খোঁয়াড়ের হাঁস মুরগীগুলো সব সাবাড় করে দিয়েছে খেকশিয়ালগুলো। তাতে বন বিড়ালগুলোও অংশ গ্রহণ করেছে।"

নন্দ বলল, এটা বড় ভয়ানক ঘটনা মহাশয়। এতে কোনো ভুত-প্রেতেরও হাত থাকতে পারে মহাশয়।"

পণ্ডিতবাবু একটু রাগ দেখিয়ে বলল, "এটা কোনো ভুত-টুতের কাজ নয়, এটা ওই যবন পীর আলীর কাজ। ওই বেটাই বনের পশু-পাখীদের বশ করে এরূপ শত্রুতা করে থাকে। এর একটা বিহিত করতে হবে।"

নন্দ বলল, "এ বিষয়ে মহাশয়ের সচেতন হওয়া অপরিহার্য।"

মতিবাবু মাথা এলিয়ে সায় দিয়ে নন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, "সঠিক কথা বলছিস নন্দ। পীর আলীর এসব কেরামতির মোকাবেলা আমাদের করতে হবেই।"

পণ্ডিতবাবু বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে থেকে সময় কাটানো অপরাধ। আমাদের কালী বাড়ীতে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন।"

মতি বাবু বলল, তাই কর পণ্ডিত।"

নন্দ কান খাড়া করে বাড়ীর প্রধান ফটকের দিকে খেয়াল করে বুঝতে পারল, "ফটকের সামনে কিছুলোক দাঁড়িয়ে থেকে কোলাহল করছে।

মতিবাবু সেদিকে খেয়াল করে পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে বলল,"চলতো পণ্ডিত, দেখি ফটকের সামনে কারা কোলাহল করছে।"

এই বলে মতিবাবু ফটকের দিকে পা বাড়ালেন। পেছনে পণ্ডিত বাবু ও নন্দ।

ফটকের ধারে সুবল বাবু ক'জন তরুণকে সাথে নিয়ে এতোক্ষণ অন্দরের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থেকে অপেক্ষা করছে মতি বাবুর জন্য। যেই মতিবাবুকে ফটকের দিকে আসতে দেখলো, সেই এক সাথে মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে ওরা সব বলতে লগলো, মতিবাবুর জয় হোক, মতিবাবুর জয় হোক।

মতিবাবু ফটকের কাছে এসে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, "থাম, থাম।"

সুবল বাবু পাশের এক তরুনের হাত থেকে ফুলের মালাটি হাতে নিয়ে মতিবাবুর গলায় পরিয়ে দিয়ে মতিবাবুকে বলল,"মহাশয় আমাদের সবার প্রনাম গ্রহন করুন।

Edited by Ripon Sarkar

আপনার জন্য কালী বাড়ীতে বকুল তলায় কালী মা ভক্ত বন্ধুরা অপেক্ষা করছে। সেজন্যেই আমরা এখানটায় এসেছি।"

পেছন দিক থেকে ক'জন যুবক এক সাথে বলে উঠলো, মতিবাবুর জয় হোক, মতিবাবুর জয় হোক।

মতিবাবু আগ্রহ ভাব দেখিয়ে সুবলের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমিতো প্রস্তুতি নিয়েই আছি। মা কালীকে খুশী করতে যা করতে হয় তাই আমি করব।"

আবারও পেছন দিক থেকে ওই তরুনরা বলে উঠলো, মতিবাবুর জয় হোক, মতিবাবুর জয় হোক ।

পণ্ডিত বাবু একটু তড়িঘড়ি ভাব দেখিয়ে বলল, "তাহলে আর দেরী কেন, চলুন এক্ষুণি? কালী মার জন্যে আমরা সবকিছু করতে প্রস্তুত।"

মতিবাবু বলল, "তাই হোক পণ্ডিত বাবু।"

এ কথা বলে সবাই রওনা হয়ে গেল কালী বাড়ীর বকুল তলার দিকে।

কালী বাড়ীতে আজ সকাল থেকেই মানুষের ভীড় বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে। কালী দেবীকে তুষ্ট করার জন্য কেউকে শনি-মঙ্গলবার কালী মন্দিরে এসে পাঁঠা বলি দেয় মনের আশা পূর্ণ করবার জন্য। আর তা দেখার জন্য দূর গ্রাম থেকেও মানুষজন ভীড় জমায় কালী বাড়ীতে। এ ছাড়া প্রৌঢ় বৃদ্ধ কিছু লোক সর্বদাই দেবীকে তুষ্ট করার জন্য আশ্রমে বসে কাটিয়ে দেয় দিন রাত। তাদের ধারণা, দেবীকে তুষ্ট করতে পারলে স্বর্গ পাবে পরকালে। পৃথিবীতে আর চিল শকুন হয়ে আসতে হবেনা। এ ছাড়া পাঁঠা বলি ছাড়াও কালী মন্দিরে সেবা দাস দাসীর জন্য অনেক উপঢৌকন নিয়ে আসে ভক্তরা। মতিবাবু ওইসব সেবা দাস দাসীর পরিচালক। যেই মতিবাবু কালী মন্দির চত্তরে ঢুকে গেল সেই সেবা দাস দাসীরা মতিবাবুর কাছে ছুটে গেল অবলিলায়। কেউ কেউ পা ছুঁয়ে প্রনাম করল। কিন্তু সেদিকে মতিবাবুর ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি ভাবছেন অন্যকিছু। মেজাজটাও কেমন তিরিক্ষি হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হলো পণ্ডিত বাবুর কাছে। পণ্ডিত তা বুঝে ধীর পায়ে হেঁটে নিঃশব্দে মতিবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মতিবাবু একটু রাগ দেখিয়ে পণ্ডিত বাবুকে বলল, "পণ্ডিত, সূর্যটা এখন আকাশের কোন প্রান্তে ঝুলছে?"

পণ্ডিতবাবু একটু ভয় মনে বলল,"মহাশয়, পশ্চিম আকাশে নিম্ম দিকে এখন সূর্যটা ঝুলছে।"

তাহলে এখনো যে সভার কাছ শুরু হয়নি?

কাউকেই তো আশপাশে দেখছি না।

ব্যাপারটা তাহলে কি হতে যাচ্ছে।

হরি বল, হরি বল।

কিন্তু ওরা সব গেল কোথায়?

নন্দ একটু আনন্দবোধ করে বলল, "মহাশয়ের জয় হোক ওই দেখুন কানাইলাল বাবু এদিকে দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছে।

মতিবাবু ও পণ্ডিত বাবু ওদিকে বিস্ফারিত চোখে তাকাল।

Edited by Ripon Sarkar

কানাইলাল বাবু একটু আনন্দ মনে মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল," মহাশয়ের জয় হোক। ঘটনা একটা ঘটেছে। সেজন্যে সভার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মতিবাবু বিস্মিত হয়ে বলল, "কি ঘটনা? কি ঘটনা?"

পণ্ডিত বাবুও দু'পা এগিয়ে এসে কানাইলালের দিকে তাকিয়ে বলল, "কি ঘটনা, ,কি ঘটনা?"

নন্দ কানাইলালের দিকে নিঃশব্দে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল।

কানাইলালবাবু বিচক্ষণ ভাব দেখিয়ে বলল, "ওই পীর আলী ব্রাহ্মনকে শেষ করে দিতে আর ওই অখিল বাবুকে চিরতরে সমাজ চ্যুত করে দিতে আমরা একজন সাহসী যুবককে পেয়ে গেছি। তাই পীর আলী ব্রাহ্মনের বিরুদ্ধে সভা-সমিতি করার কোনো দরকার নেই। মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "বুঝলে বাবু, বুদ্ধি থাকলে মশা মারতে কামান দাগাতে হয় না।"

মতিবাবু খানিক চিন্তা করে বলল, "ঠিক, ঠিক, বুদ্ধি সঠিক।

পণ্ডিতবাবুও মতিবাবুর সাথে সুর মিলিয়ে বলল, ঠিক ঠিক বুদ্ধি সঠিক।"

মতিবাবু বলল, "ওই যুবকটা কে?" সেটাতো জানলাম না।

কানাইলাল একটু এদিক সেদিক তাকিয়ে মতিবাবু কানের কাছে মুখটা নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, পাড়ার ছেলে জগন্নাথ কুশারী। যুবক ছেলে। ও কালী দেবীর ভক্ত। পীর আলী ব্রাহ্মন আর অখিল বাবুদের দুনিয়া থেকে উঠিয়ে দিতে ওকে ঠিক করেছি। ওকে দিয়ে যদি এ কাজটা সমাধা করতে পারি তো আমরা গঙ্গায় একশত ডুব দিয়ে শুদ্ধ হতে পারব। সমাজ শুদ্ধ হবে। চিরদিনের জন্য আমরা হবো শত্রুমুক্ত।"

মতিবাবু গুরু গম্ভীর ভাব দেখিয়ে বলল, "সব কথা ঠিক। কিন্তু ছেলেটার সাথে আমাকে কথা বলতে হবে।

পণ্ডিত বাবু মতিবাবুর কথার সমর্থন করে বলল "মহাশয়ের কথা সম্পূর্ণ সঠিক।"

কানাইলাল আগ্রহভাব দেখিয়ে বলল, আপনারা এক্ষুণি আসুন আমার সঙ্গে। ও কালীদেবীর আশ্রমে আছে। এক্ষুণি আমি ওর সাথে কথা বলিয়ে দেব।

মতিবাবু বলল, "ঠিক আছে, চলুন?"

পণ্ডিত বাবু বলল, "মহাশয়ের কথা সঠিক।"

বাঁশের ফালি দিয়ে কালীদেবীর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমের পেছনে ছোট নদীর ঘাট। নদীর ঘাটের দক্ষিনদিকে আয়তক্ষেত্রের মতো একতলা দালানের ভিতরে কালী দেবীর মূর্তি। ওই মূর্তির সামনে তিন চারজন সেবা দাস-দাসী সর্বদাই পূজা অর্চনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে আশ্রমে। খানিক আগে জগন্নাথ কুশারী ওই আশ্রমে ঢুকে কালী মূর্তির সামনে আসন করে বসে দেবীকে তুষ্ট করতে ধ্যান করছে চোখ বুজে।

আশ্রমের খোঁয়াড়ের বাইরে থেকে কানাইলাল বাবু নিঃশব্দে হাত উত্তোলন করে আঙুল দিয়ে মতিবাবুকে বলল, "ওই ছেলেটাই জগন্নাথ। দেবীকে তুষ্ট করতে দেবীর সামনে বসে মালাজপ করছে।"

পণ্ডিত বাবু অবলিলায় বলল,"ছেলেটাকে দেখেতো মনে হয় সুপুরুষ। ওকে দিয়েই কাজটা সমাধা হবে বলে আমার মনে হয়।"

Edited by Ripon Sarkar

নন্দ অবলিলায় বলে উঠলো, কানাই বাবুর জয় হোক।

মতিবাবু নন্দকে থাম বলে কানাইলাল বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "জগন্নাথের সাথে কথা বলা দরকার । তা না হলে সন্দেহ থেকে যাবে মনে।"

পণ্ডিত বাবু বলল, "সম্পূর্ণ ঠিক বলেছেন মতিবাবু।"

কানাইলাল বাবু এদিক সেদিক তাকিয়ে ইশারায় জগন্নাথকে ডাকলো নিঃশব্দে। জগন্নাথ কানাইলালের ইশারায় সাড়া দিয়ে বসা থেকে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে হেঁটে কানাইলালের সাম্মুখে এসে বলল, "নমস্কার।"

কানাইলাল বাবু নমস্কার বলে মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে জগন্নাথকে বলল, "তিনি মতিলাল চক্রবর্তী। কালীদেবীর ভক্ত। তল্লাটের প্রভাবশালী লোক।"

জগন্নাথ বিনয়ের সাথে মাথা নিচু করে দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল,"নমস্কার, আপনার নাম ডাক অনেক শুনেছি তল্লাটে। ঋষি বাক্য শির ধার্য। আপানারা যা বলবেন তাই আমি করতে প্রস্তুত।" কানাইলাল একটু এগিয়ে এসে বলল, "চিন্তা ভাবনা করে সব কাজ করতে হয়। নয়তো শুলে হরিবল হয়ে যাবে।"

পণ্ডিত বাবু বলল, "ঠিক। সম্পূর্ণ সঠিক বলেছে কানাইলাল বাবু।"

জগন্নাথ রেগে মেগে আগুন হয়ে বলল, "ওসব আমি বুঝি টুঝি না। মা কালীর জন্যে আমি সব করতে পারি। মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "শুধু আদেশ করুন মহাশয়?"

মতিবাবু মনে মনে এমনি একটি তরুন সাহসি ছেলে খুঁজছিলো তল্লাটে। ভগবান মিলিয়ে দিল জগন্নাথকে। এটা হাত ছাড়া করা বোকামী। মতিবাবু খানিক চিন্তা করে জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে বলল, " তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমরা তোমার সাথে আছি। কালী দেবীও তোমার সংগে আছে। তুমি সর্বকাজেই কৃতকার্য হবে। তুমি শুধু পীর আলীকে শেষ করে দিবে। এটাই তোমার কাজ।"

জগন্নাথ রেগে মেগে আগুন হয়ে বলল, "আমাকে পুরুস্কারের কথা বলবেন না মতিবাবু। আমি শুধু কালীদেবীকে তুষ্ট করতে চাই। সেজন্যে আমার যা কিছু করার দরকার তাই করবো। আমি এও বলে যাচ্ছি, যদি আমি পীর আলীকে শেষ করে দিতে না পারি তবে আমার নাম জগন্নাথ কুশারী নয়?

এই কথা বলে জগন্নাথ মতিবাবুর দিকে বলল, "এক্ষুনি যাচ্ছি আমি পীর আলীকে শেষ করে দিতে তার বাড়ীতে?।"

মতিবাবু আনন্দ চিত্তে বলল, "জগন্নাথ খড়গটা চাদবের তলায় লুকিয়ে নিও। যেন বাইরের লোক কেউ দেখতে না পায়।"

জগন্নাথ কুশারী কোনো কথা বললো না। পণ্ডিত বাবু ও নন্দ একটু জোর শব্দ করে জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, "জগন্নাথের বাবুর জয় হোক, জগন্নাথ বাবুর জয় হোক।"

জগন্নাথ কুশারী খড়গটা চাদরের ভিতরে লুকিয়ে খানিক দ্রুত পায়েই হেঁটে ছুটলো পীর আলীর বাড়ীর দিকে।

Edited by Ripon Sarkar

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবো ডুবো। মেঠোপথের দুদিকে ঘর দোর বৃক্ষ লতায় অন্ধকার নেমে আসছে ধীরে ধীরে। জগন্নাথ কুশারী ছুটছে ওই মেঠো পথ ধরে। মেঠোপথ জনশূন্য। দিগন্তেও মানুষজন দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। জগন্নাথ মেঠোপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটি ছোট মাঠের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তখনো একটু একটু আলো আছে চারদিকে। খালি মাঠে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ কুশারী খড়গটা বের করল, পীর আলীর উপর কিভাবে খড়গ চালাবে সেজন্যে খড়গ হাতে ধরে এদিক সেদিক ঘুরিয়ে বাঁকিয়ে পীর আলীকে হত্যা করার কৌশলটা রপ্ত করে নিল। অতঃপর ছুটলো পীর আলীর বাড়ীর দিকে।

জগন্নাথ কুশারী দূর থেকে লক্ষ্য করল, পীর আলীর বাড়ীর বৈঠকঘরে হ্যাজাক লাইটের আলো দেখা যায়। সে একটু বিস্ময়বোধ করে সেদিকেই এগুতে লাগল। মনে মনে ভাবল, পীর আলী হয়তো একাকি বসে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করছে পশ্চিম মুখী হয়ে। পেছন দিক দিয়ে খড়গ দিয়ে একটা আঘাত করলেই পীর আলী বিদাই হয়ে যাবে ইহজগৎ থেকে। এই মনে জগন্নাথ কুশারী ধীর পায়ে সন্তর্পনে এগুতে লাগলো পীর আলীর বৈঠক ঘরের দিকে।

পীর আলী তখন এশার বাদে ভক্তদের তালিম দিতে ছিলেন বৈঠক ঘরে। পীর আলী গুরুত্বসহ ভক্তদের উদ্দেশে বললেন, "আমাদের পবিত্র কোরআনে পাকে আছে, আল্লাহর হুকুম পালন করে যাঁরা আল্লাহকে সন্তোষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে, আল্লাহ তাঁদের কথা শোনেন এবং তাঁদের সুপারিশ আল্লাহ গ্রহণ করেন। সুতরাং যাঁরা আল্লাহর হুকুম পালন করে এবং কোরআনিক বিধান মানেন তাঁদের প্রতি আপনাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। যে কিছু দিতে পারে না, কথা বলতে পারেনা, যে বস্তু জড়, তাকে বর্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীটা আল্লাহর, তিনি বিশ্ব ব্রাক্ষণ্ডের মালিক, তাঁর হুকুমে বিশ্ব ব্রাহ্মান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। পৃথিবীতে আমাদের অস্থায়ী বাস। আমাদের সকলকেই তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। জগন্নাথ আড়ালে বসে থেকে পীর আলীর এসব কথা শুনে মনে মনে ভাবল, পীর আলীতো ঠিক কথাই বলেছে।এই পৃথিবীতে আমাদের অস্থায়ী বাস এবং এই পৃথিবী থেকে আমাদের সবাইকেই বিধাতার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাহলে মারামারি খুনাখুনি কেন করব? এই মনে করে জগন্নাথ হাত হতে খরগটা দুরে ফেলে দিল।

খড়গটা যখন জগন্নাথ দুরে ঠেলে ফেলে দেয় তখন খড়গটার পড়ার শব্দে বৈঠকঘরের কজন ভক্তের কানে শব্দটি বাজে। পীর আলীও একটু বিস্ময় বোধ করে। খানিক বাদে পীর আলী লক্ষ্য করল, একটি যুবক ছেলে পীর আলীর দিকে এগিয়ে আসতেছে। পীর আলী বিস্ফারিত চোখে যুবক ছেলেটির দিকে তাকাল। যুবকটি পীর আলীর পায়ে পড়ে বলল, "আমাকে মাফ করে দেন মহাবতার। আমি ভুল করেছি, অন্যায় করেছি। আমাকে মাফ না করলে আমি আপনার পা ছাড়ব না।"

পীর আলী আদরের সুরে বলল, "উঠ, জগন্নাথ উঠ। তোমার উদ্দেশ্য ভালো, কিন্তু শয়তান তোমাকে প্ররোচিত করেছে। আল্লাহ যাকে সাহায্য করে তাকে শয়তান কিছুই করতে পারে না। শুধু হয়রানী করতে পারে। উঠ, জগন্নাথ উঠ।"

Edited by Ripon Sarkar

জগন্নাথ উঠে বসল।

পীর আলী বলল, "তুমি এখানেই থাকবে জগন্নাথ। তোমার বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয়। আল্লাহ তোমার সহায় হবেন। রাত অনেক হয়েছে। আমাদের খানা পিনার সময় হয়েছে। অর্থাৎ এখনতো রোজার মাস। মধ্যরাতে আমাদের সেহরি খেতে হয়। তুমি বৈঠক ঘরেই একদিকে শুয়ে পড়। আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি।

বৈঠক ঘরে অন্য ভক্তরা সেহরী খেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে মেঝেই। জগন্নাথের চোখে ঘুম নেই। পাশে অন্যেরা ঘুমে বিভোর। বৈঠক ঘরের দরজাও খোলা। জগন্নাথ চারদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে শুয়া থেকে উঠে দাঁড়ালো। ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে চলে আসলো দরজার কাছে। আবারও বৈঠকঘরের অভ্যন্তরে চোখ ঘুরিয়ে তাকাল। কারও নড়চড় নেই। জগন্নাথ ওদিক থেকে চোখ নামিয়ে বেরিয়ে পড়ল বৈঠক ঘর থেকে।

তখন তারাগুলো চুপচাপ বসে আছে আকাশে। পূর্নিমার চাঁদ মধ্য আকাশ থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে পশ্চিম দিকে। এখানটায় প্রকৃতি চাঁদের আলোতে ফকফকা চারদিকে ফুলের সুঘ্রানে মউ মউ। বাতাসের গতি ধীর ধীর। জগন্নাথ লক্ষ্য করল, খানিক দূরে টালির চালা ঘরের পশ্চিম দিকের একটি জানালা খোলা। ওদিকে জগন্নাথ বিস্ফারিত চোখে খানিক তাকালো। কিংর্কতব্যবিমূঢ় হয়ে খানিক বাদে ওদিকে সান্তর্পনে পা বাড়ালো। এদিক সেদিক তাকায়ে দেখল, কোথাও কেউ নেই। জগন্নাথ জানালার পর্দা ফাঁক করে ঘরের অভ্যন্তরে দেখল, একটি ষোড়শী মেয়ে কোরআন পড়ছে খুব আস্তে আস্তে সুরে। মেয়েটির মাথায় ফিন ফিনে কাপড়ের ওড়না। চোখে মিষ্টি চাহনি।

জগন্নাথ ওদিক থেকে চোখ নামিয়ে সন্তর্পনে হেঁটে হেঁটে চলে আসে বৈঠক ঘরে। তখন সবাই ঘুমে। ভক্তরা শুয়ে আছে পশ্চিম দিকে মাথা রেখে। জগন্নাথ দাঁড়িয়ে থেকে খানিক সময় ওদের দিকে তাকিয়ে দু'জনের মাঝখানে একটু শোয়ার মতো জায়গা দেখে ওখানে শুয়ে পড়ে অবলিলায়। পাশের লোকটি ফজর নামাজের আজান শুনে প্রতিদিনের মতো জেগে যায় বিছানায়। মাথা এপাশ ওপাশ করতেই জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে লোকটি বিস্মিত হয়ে যায়। বিস্মিত চোখে জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবে, এ যে এক আজব মানুষ। পশ্চিম দিকে পা রেখে শুয়ে আছে। নিশ্চয় অমুসলিম। দিব নাকি পায়ে একটা বাড়ি? লোকটির পাশেই দাঁড়িয়ে পীর আলী লক্ষ্য করছিল লোকটিকে। লোকটি যখন ক্ষেপে জগন্নাথের পায়ে বাড়ি দেওয়ার জন্য উদ্যত হলো, তখনই পীর আলী লোকটিকে বাধা দিয়ে একটু ধমকের সুরে বলল, "আব্দুর রহিম, নামাজে যাও? ওদিকে দেখার তোমার দরকার নেই।"

আব্দুর রাহিম চলে গেল নামাজে।

পীর আলী খানিক সময় জগন্নাথের দিকে হাস্যোজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে মনে মনে ভাবল, আল্লাহ এই পৃথিবীতে আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে পাঠিয়েছ তাঁর স্বমহিমায়। তাতে কতই না রূপ দিয়েছে, গুন দিয়েছে এবং আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যকে বুঝার জন্য জ্ঞান দিয়েছে কেউ কেউকে। এর মধ্যে জগন্নাথ যেন একজন। পীর আলী এতোক্ষণ জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে এরূপ ভেবে আনন্দ মনেই ধীর পায়ে

Edited by Ripon Sarkar

হেঁটে বেরিয়ে গেলেন বৈঠকঘর থেকে। ফজরের নামাজের পড়ে সূর্য যখন উঠি উঠি করতেছে তখন পীর আলী খানিক সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ওদিক থেকে চোখ নামিয়ে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের দিকে এবং প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকেন। পীর আলী নিত্যদিনের অভ্যেসের আজও পীর আলী প্রকৃতির দিকে বেশ দূরে তাকিয়ে থেকে লক্ষ্য করলেন, তিন চার জন চল্লিশোর্ধ লোক আম গাছ তলায় কি বিষয় নিয়ে যেন পরামর্শ করছে। তাদের মতি গতি ভালো মনে করছে না পীর আলী। এরূপ ভেবে পীর আলী তড়িঘড়ি পায়ে বাড়ীর দিকে এসে জোর গলায় ডাকল, আব্দুর রহিম? আব্দুর রাহিম?

আব্দুর রহিম পড়িমরি ভাবে পীর আলীর কাছে এসে বলল, "হুজুর আমাকে ডেকেছেন?

পীর আলী কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "আমার সাথে এসো?

এ কথা বলে পীর আলী খানিক পথ হেঁটে আইলে দাঁড়িয়ে আব্দুর রাহিমকে ওই লোকদের দেখিয়ে বলল, "ওই দেখ আম তলায় ওই লোকদের। নিশ্চয় ওরা আমাদের বিরুদ্ধে কোন কুমতলব করছে। তুমি যাও ওদিকে। আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনবে তারা আমাদের বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র করছে।"

এ কথা বলে পীর আলী খানিক পথ হেঁটে বাড়ীর দিকে চলে গেল। আব্দুর রাহিম শিকারীর মতো খুবই সন্তর্পণে হাঁটতে থাকে ওই লোকদের দিকে। খানিক পথ হেঁটে আব্দুর রহিম একটি বয়স্ক গাছের গোড়ায় চুপ করে বসে পড়লো সতর্কতার সাথে। লোকগুলো আব্দুর রাহিমকে দেখেনি। লোকদের মধ্যে মতিবাবু বলল, "ব্যাপরটা কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। রাতের পুরোভাগই অতিবাহিত হয়ে গেল। এখনোও জগন্নাথ ফিরলো না। তাহলে কি পীর আলীকে হত্যা করতে সক্ষম হয়নি জগন্নাথ?"

পণ্ডিত বাবু বিজ্ঞ মানুষের মতো বলল, "হয়ত সেরূপ কাজটি করতে জগন্নাথ সুবিধা করতে পারেনি। সেজন্যেই সে ফিরে আসেনি।"

কানাই লাল বাবু-একটু সাহসের সাথে মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "জগন্নাথকে দিয়ে এ কাজ সমাধা না হলে সেজন্য অন্য ব্যবস্থাও করে নিয়ে এসেছি।"

মতিবাবু আহলাদের সাথে বলল, "সে কি ব্যবস্থা? আমাকে বলুন কানাইলাল বাবু?"

কানাইলাল অবলিলায় বলল, "দুজনকে সাথে করে নিয়ে এসেছি। ওরা পীর আলীকে হত্যা করতে পিছাবে না।"

মতিবাবু বলল, "ওরা কোথায়?"

কানাই লাল বাবু বলল, "ওরা অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে। আপনি আদেশ করলেই ডাকতে পারি।"

মতিবাবু বলল, "ওদের ডাকা হোক?"

কানাইলাল বলল, খানিক দুরে দুজন লোকের দিকে তাকিয়ে হাত উঠিয়ে ইশারায় তাদের ডেকে বলল, "তোমরা আস মতিবাবুর সামনে।"

Edited by Ripon Sarkar

কানাইলাল বাবুর ইশারা পেয়ে দুইজন দ্রুত পায়ে হেঁটে বুক উঁচু করে সৈনিকের মতো মতিবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল।

মতিবাবু ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলল, "কি নাম তোমাদের?"

একজন বলল, "আমার নাম জয়দেব।"

অন্যজন বলল, "আমার নাম কামদেব।"

পণ্ডিত বাবু ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "মহাশয়ের জয় হোক, মহাশয়ের জয় হোক। এ দুজনই পারবে পীর আলীকে শেষ করে দিতে।"

মতিবাবু বলল, "তাহলে আর দেরী কেন? চলে যাও পীর আলীর বাড়ীতে। তোমরা না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম।"

এ সময় অদূরেই একটি লোক গাছ গোড়ায় আড়াল থেকে বেড়িয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে যেতে দেখে মতিবাবু ও অন্যরা ওদিকে তাকাল এবং মতিবাবু জোর কণ্ঠে ওই লোকটিকে ডাকল।

লোকটি মতিবাবুর কথায় সাড়া দিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে আদাব দিয়ে বলল, "মহাশয় আমাকে ডেকেছেন?"

মতিবাবুর রাগ কণ্ঠে বলল, "হ্যা ডেকেছি। ওখানে দাঁড়িয়ে তুমি কি করছিলে?"

লোকটি অবলিলায় বলল, "গরুগুলো খুঁজতেছি। ওগুলো সব খোঁয়াড় থেকে ছুটে এসেছে। ওগুলো খুঁজে পাচ্ছি না।"

মতিবাবু খানিক চিন্তা করে বলল,"ও তাই বলো। আমরা তোমাকে অন্যকিছু মনে করছিলাম।"

লোকটি বলল, "গরু গুলো যখন খুঁজে পাচ্ছি না তো এ খবরটা অতি শিগগির মনিবকে জানাতে হবে।"

এই বলে লোকটি দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল পীর আলীর বাড়ীর দিকে।

মতিবাবু ও অন্যরা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল লোকটির দিকে।

জয়দেব ও কামদেব দ্রুত পায়ে হেঁটে হেঁটে পীর আলীর ফটকের কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়াল। ফটকের দরজা বন্ধ। কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ওরা খানিক সময় দাঁড়িয়ে থেকে মনে মনে ভাবল, "ইচ্ছে করলে আমরা ফটকের দরজা ভেঙ্গে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করতে পারি। কিন্তু এমনটা করা তো কাপুরুষতা হবে। দেখি, অপেক্ষা করি। পেছন দিক থেকে আদুর রহিম ওদের ডেকে বলল, "আপনারা কাউকে খুঁজছেন?"

জয়দেব বিচক্ষণতার সাথে বলল, "আমরা একটু পীর আলী হুজুরের সাথে দেখা করতে চাই?"

আব্দুর রহিম বিনয়ের সাথে বলল, "আসুন আপনারা আমার সাথে।"

এই বলে আব্দুর রহিম ফটকের দরজা খুলে জয়দেব ও কামদেবকে বৈঠকঘরে নিয়ে বসালো। তখনও পীর আলী অন্দর মহল থেকে বৈঠকঘরে আসেনি। উত্তর প্রান্তে জগন্নাথ বসে আছে মাথা নুয়ে। খানিক বাদে পীর আলী বৈঠক ঘরে ঢুকে জয়দেব ও কামদেবকে বৈঠকঘরে বসে থাকতে দেখে বিস্ময়বোধ করে বলল, " তোমরা এখানে

Edited by Ripon Sarkar

কি করে এলে। বহু বৎসর তোমাদের দেখা নেই। সেই যে যশোহরের দেওয়ানে থাকা কালীন তোমাদেরকে জানতাম। তোমরা আমার বিশ্বস্ত সহকারী ছিলে, তাই না?

জয়দেবও কামদেব এক সাথে বলল, আপনি ঠিক বলেছেন মহাবতার।

পীর আলী বলল, "তা তোমরা এখানে কি মনে করে এলে।

জয়দেব এবং কামদেব কোনো কথা বলল না।

পীর আলী বৈঠকঘরের চারদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে স্ব আসনে গিয়ে বসল। খানিক সময় চুপ থেকে আনন্দোৎফুল্ল চোখে জয়দেব ও কামদেবের দিকে তাকিয়ে বলল, আজকে আমি খুব আনন্দবোধ করছি তোমাদের দেখে। তোমরা ছিলে আমার খুবই নিকটের, তোমাদের আমি গভীবভাবে বিশ্বাস করতাম। আজকে তোমাদের দেখে আমার পুরাতন স্মৃতির কথা মনে পড়ে গেল। তো, এখন রোজার মাস চলছে। আমরা সবাই রোজাদার। তোমাদের দিনের বেলায় কোনো কিছু খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে পারতেছি না। তোমরা সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তখন তোমাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা হবে।"

জয়দেব ও কামদেব কোনো কথা না বলে চুপ রইল।

খানিক বাদে আব্দুর রহিম ইফতারের শরবত করার জন্য একটি বাটিতে সদ্য গাছ থেকে ছিড়ে আনা কয়েকটি লেবু পীর আলীর সামনে রেখে বলল, "হুজুর এ লেবুগুলো একটু দেখে দিন। মনে হয়, এ লেবুগুলো দিয়ে শরবত খুব ভালো হবে।

পীর আলী এক এক করে লেবুগুলো নাকের কাছে নিয়ে শুঁকতে থাকে অবলিলায়। এরূপ দেখে পীর আলীর দিকে তাকিয়ে জয়দেব বলল, মহাবতাব শাস্ত্রমতে ঘ্রানিং অধং ভোজনং বিধায় কাগজী লেবু শুঁকার কারণে আপনার রোজা নষ্ট হয়ে গেছে।

জয়দেবের মুখে এরূপ কথা শুনে পীর আলী খানিক চিন্তা করে অন্যদিন জয়দেব ও কামদেবকে আসতে বলে বৈঠক ঘর থেকে হেঁটে অন্দর মহলে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন।

জগন্নাথ মুখ ঘুরিয়ে পীর আলীর দিকে তাকিয়ে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। পীর আলী সেদিকে লক্ষ্য করেনি। জগন্নাথ ধীরে পায়ে হেঁটে পীর আলীর হাঁটার তালে তালে যেতে লাগল। তা পীর আলী বুঝতে পারেনি। অন্দর মহলের ছোট দরজা দিয়ে যখন পীর আলী অন্দরে প্রবেশ করার জন্য পা বাড়াল তখনই পীর আলী মনে মনে উপলব্দি করল, পেছনে কেউ একজন আমার পেছন পেছন আসছে। এই মনে পীর আলী পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। জগন্নাথ একটু বিনয়ের সুরে বলল, "হুজুর আমাকে মাফ করে দিন। জানি অন্দর মহলের ভিন পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ, তবুও আমার মনের কথা বলার জন্য আপনার সাথে অন্দর মহলে ঢুকে পড়েছি।"

পীর আলী রাগ না করে হাস্যোজ্জ্বল চোখে জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে বলল,"এসো জগন্নাথ, এসো। তুমি কি বলতে চাও, তোমার মনের কথা আমি শুনব।"

এ কথা বলে পীর আলী উঠোন পেরিয়ে রোয়াকে গিয়ে বিছানো মুক্তার পাটিতে বসল। পাশে জগন্নাথও বসল।

Edited by Ripon Sarkar

জগন্নাথ একটু এগিয়ে পীর আলীর পা ছুঁয়ে সালাম করে বলল, হুজুর আমি মুসলিম হয়ে যাব, ইসলাম ধর্ম আমি গ্রহণ করব। আমি ভেবে চিন্তে দেখেছি একমাত্র ইসলামই শান্তির ধর্ম, মানবতার ধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার নিমিত্ত আপানারই ওয়ারিশান শুকদের রায়ের কন্যাকে ইসলাম ধর্মের বিধান মাফিক বিবাহ করার ইচ্ছে করেছি। জগন্নাথ আবারও পীর আলীর পায়ে চেপে ধরে বলল, "এ বিষয়ে হুজুয়ের দয়া হলে খুবই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব এবং নিজকে গর্বিত বোধ করব।"

পীর আলী একটু হেসে বলল, "তুমি কি তাহলে নায়লার কথা বলছ। সেটা হবে। তুমি মুসলিম হয়ে গেলে এ শাদী মোবারক সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য আমি শুকদেবকে পরামর্শ দিব এবং তোমার পক্ষে সুপারিশ করব।

কথা শুনে জগন্নাথ আনন্দে দিশেহারা হয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে বৈঠকঘরে চলে গেল।

পীর আলীও খানিকটা আনন্দিত হয়ে রোয়াক থেকে উঠে ঘরে ঢুকে পালঙ্কের কাছে গিয়ে একটু জোর গলায় শুকদেবকে ডাকলো একাধিকবার।

শুকদেব অন্যঘর থেকে পীর আলীর ডাক শুনে দ্রুত পায়েই হেঁটে পীর আলীর কাছে এসে বলল, হুজুর, আমাকে ডেকেছেন?"

পীর আলী গুরু গম্ভীর গলায় শুকদেবকে বলল, "আমার পাশে পালঙ্কে বসো। তোমার সাথে কথা আছে।"

শুকদেব আগ্রহ প্রকাশ করে বলল, "কি কথা বলবেন হুজুর, বলুন।

পীর আলী বলল, "তোমার হয়ত মনে আছে তুমি যখন আমার কাছে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে মুসলিম হয়েছিলে। আজ তোমারই মতো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষন করে রূপসার জগন্নাথ আমার দরবারে এসে মাথা নত করে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করার ইচ্ছে পোষন করছে। একে আরও সুদৃঢ় করতে তোমার কন্য নায়লাকে বিবাহ করার জন্য জগন্নাথ আমার নিকট প্রার্থনা করছে। যেহেতু তুমি নায়লার পিতা, এ বিষয়ে তোমার অনুমতি অপরিহার্য। সেজন্যেই তোমাকে আমার ঘরে ডেকে আনা।"

শুকদেব অবলিলায় বিনয়ের সাথে বলল, "আপনার আদেশ আমার জন্য আশির্বাদ। আপনি তাতে মত দিলে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না।"

পীর আলী হাস্যোজ্জ্বল চোখে খানিক সময় গুরুদেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুক।"

পীর আলীর আশির্বাদ স্বরূপ কথা শুনে শুকদেব ধীর পায়ে হেঁটে ঘরের দিকে পা বাড়াল। ঘরে ঢুকতেই নায়লার দিকে চোখ গেল শুকদেবের। শুকদেব খানিক সময় নায়লার দিকে তাকিয়ে থেকে মনে মনে ভাবল, এ বিয়েটা নিয়ে নায়লার মতামত জানা দরকার। এটা তার অধিকার । এই মনে শুকদেব আনন্দ মনে নায়লার কাছে গিয়ে নায়লাকে বলল, " মা নায়লা, আমিতো মস্ত বড় একটা ভুল কাজ করে ফেলেছি। সেটা যে তোমার কাছে কি করে বলি।"

নায়লা অবলিলায় বলল,"কি ভুল করেছেন আব্বা হুজুর। আপনি নির্ভয়ে বলুন।"

Edited by Ripon Sarkar

শুকদেব অবলিলায় বলল, "রূপসার ভজহরির পুত্র জগন্নাথের সাথে তোমার বিয়ে ঠিক করেছি।"

নায়লা বিস্ময়বোধ করে একটু রাগ ভাব দেখিয়ে বলল, অমুসলিমের সাথে আমার বিয়ে হবে আব্বা হুজুর । এটা কেমন কথা ?"

শুকদেব একটু আনন্দ মনেই বলল, "না মা, তোমাকে কোনো অমুসলিমের সাথে বিবাহ দেব না। জগন্নাথও মুসলিম হয়ে গেছে। এতে পীর আলী বাবারও মত আছে।"

নায়লা অবলিলায় বলল, "তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই।"

শুকদেব নায়লার মুখে এ কথা শুনে আনন্দ চিত্তে দ্রুত হেঁটে পীর আলী বাবার ঘরে চলে আসলো। তখন পীর আলী নিজ বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে থেকে আল্লাহকে স্মরন করছেন। শুকদেব দ্রুত পায়ে বৈঠক ঘরে প্রবেশ করার শব্দে পীর আলী চোখ মেলে শুকদেবের দিকে তাকালো।

শুকদেব আনন্দচিত্তে পীর আলীর দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবা, জগন্নাথের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য বিবাহ আয়োজন করা কি অপরিহার্য না? আপনার হুকুম পেলে তা সম্পন্ন করতে সক্ষম হব বাবা।"

পীল আলী অবলিলায় বলল, "নায়লার বিবাহ সম্পন্ন করার নিমিত্ত আবদার রহিমকে গরু জবাই করার কথা বলেছি। অদ্য রাতেই বিবাহ সম্পন্ন করার জন্যে খানা পিনার ব্যবস্থা হবে এবং এতে স্বজনদের দাওয়াতও দেওয়া হয়েছে।"

পীর আলী এরূপ কথা বললে শুকদেব কোনো কথা না বলে চলে আসে নিজঘরে।

পীর আলী চোখ বুজে থেকে আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলেন মনে মনে। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, আল্লাহ এ পৃথিবীতে আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে তা কি করতে সক্ষম হয়েছি। আমার এ পৃথিবীর সফর কি সার্থক হবে। এসব ভাবতে ভাবতে পীর আলী বিছানা থেকে উঠে বসলেন। তখন সন্ধ্যে হয় হয়। দিনের আলো ক্রমশঃই কমে আসছে ধীরে ধীরে। পীর আলী বাইরের দিকে তাকালেন। বৈঠক ঘরের পাশেই মাটির ঘরের মসজিদ। পীর আলী ওদিকে তাকিয়ে খানিক চিন্তা করে উঠে দাঁড়ালেন। রোয়াকে বালতিতে রাখা পানি দিয়ে ওজু করে পীর আলী মাগরিবের নামাজ পড়ার জন্য আনন্দ মনে ঢুকে গেলেন মসজিদে।

মসজিদের পাশে বকুল তলায় সন্ধ্যের আগেই কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়েছিল জয়দেব ও কামদেব। পীর আলীর সাথে দ্বিতীয়বার দেখা করাই ওদের উদ্দেশ্যে। খানিকক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ইতস্ততবোধ করে দুজনেই বৈঠকঘরে ঢুকে পীর আলী বসার আসনের নিকটে আসন করে বসল পশ্চিম মুখী হয়ে।

খানিক বাদে পীর আলী মাগরিবের নামাজ শেষ করে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে বৈঠকঘরে ঢুকে স্বআসনে মেঝে কোল বালিশে হেলান দিয়ে বসল।

জয়দেব ও কামদেবকে কাঁচুমাচু হয়ে নিকটেই বসে থাকতে দেখে পীর আলী বিস্মিতবোধ করে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাদের এ সময় বৈঠক ঘরে উপস্থিত দেখে আমি খানিকটা আনন্দই বোধ করছি জয়দেব।"

Edited by Ripon Sarkar

জয়দেব কাঁচুমাচু হয়ে অবলিলায় বলল, "মহাবতার, বৈঠকঘরে গো মাংসের সুঘ্রান আসছে নাকে। ভালোই লাগছে॥"

কামদেব বলল, "মহাবতার গো মাংসের ঘ্রান যে এতো স্বাদের তা আমরা কখনো জানতাম না। সত্যি গো মাংসের ঘ্রান আমাদের ভালো লাগছে।"

পীর আলী একটু হেসে বলল, "রোজার মাসে দিনের বেলায় লেবুর ঘ্রান শুকলে রোজা নষ্ট হয়ে যায় এখন গো-মাংসের ঘ্রান শুকলে যা ঘ্রানং অধং ভোজনং হয় না।

জয়দেব বলল, "শাস্ত্রমতে গো-মাংসের ঘ্রান নিলে ধর্ম নষ্ট হয়ে যায়। আজকে গো-মাংসের ঘ্রান নেওয়ার আমাদের ধর্মও নষ্ট হয়ে গেছে। এরূপ দোষের কারণে আমরা এখন ধর্মচ্যুত।'

কামদেব বলল, "জয়দেব ঠিকই বলেছে মহাবতার। আমরা এখন আর আমাদের স্বধর্মে ফিরে যেতে পারব না। আমরা আপনারই কাছে থাকব। আপনার আদেশ-নিষেধই মেনে চলব।"

জয়দেব অবলিলায় বলল, "মহাবতার, আমাদের মুসলিম হতে আপত্তি নেই। আপনি আমাদের বিশ্বাস করুন।"

কামদেব বলল, "শাস্ত্রমতে যেহেতু গো-মাংস ঘ্রান নিলে ঘ্রানং অধং ভোজনং সেহেতু আমাদেরকে এখন আর সনাতনী হিন্দুরা গ্রহণ করবে না।"

পাশে অন্যান্য ভক্তের মতো সাধু বেশে নন্দ জয়দেব থেকে খানিকটা দূরে বসে থেকে জয়দেব ও কামদেবের কথাগুলো শুনে কারও কোনো বুঝে উঠার আগেই তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে বৈঠক ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সতর্কতার সাথে। মতিবাবু, কানাইলাল ও পণ্ডিত বাবুও নন্দের অপেক্ষায় পীর আলীর বৈঠকঘরের অদূরেই দাঁড়িয়ে ছিলো আমতলায়। নন্দ খানিকটা দ্রুত পায়েই হেঁটে আমতলায় গিয়ে মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কর্তা, মহা অঘটন ঘটে গেছে। পীর আলী মস্তবড় যাদুকর। তার কাছে যে যায় সেই মুসলিম হয়ে যায়।"

মতিবাবু ধমক দিয়ে নন্দকে বলল, কি হয়েছে? ব্যাপারটা খুলে বল? আমি এর কিছুই বুঝতে পারছি না।"

পণ্ডিত বাবু রাগ দেখিয়ে বলল, "জয়দেব ও কামদেব কোথায়? তারা পীর আলীকে হত্যা করতে পারেনি। সেই কথা বল?"

কানাইলাল বাবু বলল, "নিশ্চয় জয়দেব ও কামদেব পীর আলীকে হত্যা করতে পারেনি। পীর আলীর মিষ্টি কথায় তারা গলে গেছে।"

নন্দ গদ্ গদ করে বলল, "পীর আলীকে হত্যা করবে তো দূরের কথা, পীর আলীর বাড়ীতে গো মাংস দিয়ে ভাত খেয়েছে এবং গো মাংস দিয়ে ভাত খেয়ে তারা পীর আলীর হাত ধরে মুসলিম হয়ে গেছে।"

মতিবাবু হুংকার দিয়ে বলল, কি বললে, জয়দেব আর কামদেব মুসলিম হয়ে গেছে? এ-কি কথা বললে রে নন্দ।

নন্দ চুপ।

Edited by Ripon Sarkar

পণ্ডিত বাবু বিজ্ঞজনের মতো বলল, ওরা সমাজচ্যুত, ধর্মচ্যুত, পতিত ও অপাংক্তেয়।"

কানাই লাল বাবু সাহস দেখিয়ে বলল, "জয়দেব আর কামদেবের মতো কেউ যদি পতিত হয়ে যায় তাতে আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এমনটা সমাজে হতেই পারে। সেজন্য আমাদের হতাশ হলে চলবে না।"

মতিবাবু অধিক রাগ দেখিয়ে বলল, "না, না, না, এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা সমাজ পরিচালক। মা কালীকে ধোঁকা দিয়ে যারা ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করবে তা আমি সহ্য করব না। এর প্রতিবাদ আমরা করে যাবই?"

নন্দ নম্রভাবে মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কর্তা থামুন। অদূরেই দেখা যায় কে.যেন এদিকে আসছে। আলো-আধারীতে তাই দেখা যাচ্ছে।"

পণ্ডিত বাবু ও কানাই লাল ওদিকে তাকাল।

মতিবাবু খানিক সময় ওদিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, "তাইতো দেখছি দুজন পুরুষলোক এদিকে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

পণ্ডিত বাবু খানিক সময় চিন্তা করে বলল, "মনে হয় জয়দেব ও কামদেবেই এদিকে আসছে।"

মতিবাবু অবলিলায় বলল, "তাইতো দেখছি।"

জয়দেব খুবই হতাশভাব নিয়ে মতিবাবুর সম্মুখে এসে নম্রভাবে মতিবাবুকে বলল, "কর্তা, পীর আলীকে হত্যা করতে সক্ষম হয়নি আমরা। আমাদের মাফ করে দেবেন।"

মতিবাবু রেগে মেগে আগুন হয়ে বলল, "কেন? কেন পারনি পীর আলীকে হত্যা করতে? শুনেছি, পীর আলীর কাছে মাথা নত করে তার ভক্ত হয়ে গো-মাংস দিয়ে ভুঁড়ি ভোজ করে মুসলমান হয়ে গেছ।"

জয়দেব হতাশ হয়ে বলল, "মুসলমান হতে পারিনি।"

মতিবাবু বিদ্রুপ করে বলল, "কেন? কেন পারনি মুসলমান হতে।"

জয়দেব বলল, "পীর আলী আমাদের বুঝিয়ে বলল, যার যার ধর্ম তার তার কাছে। তোমাদের ধর্ম তোমরা পালন করবে, আমাদের ধর্ম আমরা পালন করব।"

কামদেব বলল, "সেজন্যেই আমরা ফিরে এসেছি।

পণ্ডিত বাবু ব্যাঙ্গ করে বলল, "ফিরে এসে তোমাদের আর কি হবে, গো-মাংসতো ভক্ষন করেছ। তাতেই তোমরা পতিত হয়ে গেছ। যবন হয়ে গেছ। তোমরা সমাজচ্যুত।"

মতিবাবু রাগ দেখিয়ে বলল, "তোমাদের মুখ দেখতে চাই না। তোমরা পতিত। আমার সম্মুখ হতে চলে যাও তোমরা?"

জয়দেব ও কামদেব কথা না বাড়িয়ে মাথা নত করে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে চলে গেল অন্যত্র।

মতিবাবু খানিকক্ষণ ওখানটায় দাঁড়িয়ে থেকে পণ্ডিত বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত হচ্ছে। এখানটায় দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই। চলো বাড়ীর দিকে যাই।"

Edited by Ripon Sarkar

কানাইলাল বাবু একটু আগ্রহ দেখিয়ে বলল, "কর্তা বাবু, আজকের রাতটা না হয় আপনার বৈঠক ঘরেই কাটিয়ে দেই। এতো রাতে মাইল তিনেক পথ হেঁটে হেঁটে রূপসায় যাওয়া আমার জন্যে বড় মুসকিল হয়ে যাবে।"

মতিবাবু মেজাজ খারাপ করেই বলল, "কেন? কেন আপনার বাড়ীতে হেঁটে হেঁটে যেতে বড় মুশকিল হয়ে যাবে? আপনার তো অনেক বিদ্যে বুদ্ধি, অনেক তন্ত্রমন্ত্র জানেন আপনি। এছাড়া পাঠশালায় পড়িয়ে পণ্ডিত হয়ে গেছেন। এতো গুন থাকার পরও ভয় কেন মনে। মা কালীকে স্মরণ করতে করতে চলে যাবেন।"

পণ্ডিত বাবু বিজ্ঞজনের মতো বলল, "কর্তার কথা একফোটাও অসত্য নয়। মা কালী যার সংগে আছে তার কোনো ভয় নেই।"

নন্দ মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, কর্তা বাবু, চলুন। রাত গভীর হচ্ছে।"

এ কথা বলে মতিবাবু, পণ্ডিত বাবু ও নন্দ হেঁটে যেতে লাগলো বাড়ীর দিকে।

কানাই লাল বাবু ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল খানিক। তখন রাতের পূর্বাহ্নের সময় অতিবাহিত। চারদিকে চুপচাপ সবকিছু। অন্ধকার আকাশে তারার মিটি মিটি চাওয়া স্পষ্ট। কানাই বাবুর সাথে কোনো আলো-টালো নেই। তিনি হাঁটছেন গাঁয়ের যেঠো পথ ধরে বাড়ীর দিকে। মনে মনে ভাবছেন, মা কালীতো আমার সংগেই আছেন। ভয়ের কোনো কারণ নেই। কিন্তু সামনের জটওয়ালা বটবৃক্ষটি খুবই ভয়ের। ওখানে এ অঞ্চলের অশরীরি ভুত-প্রেতগুলো ওই বটবৃক্ষের তলায় এসে সভা করে। মানুষ্য প্রানীর দেখা পেলে তাদেরকে কিম্ভূত কিমাকার রূপ ধারণ করে ভয় দেখায়। মেরেও ফেলে। কানাইলাল মনে মনে মা কালীকে বেশী বেশী স্মরণ করতে লাগল। মুখে হরি-রাম নাম জপতে লাগল। কিন্তু অমাবশ্যা রাতের অন্ধকারে সামনে কোনোকিছুই দেখা যাচ্ছে না। কানাইলাল যতই সামনের দিকে যেতে লাগল ততই তার মনে ভয় বাড়তে লাগল ধীরে ধীরে। তিনি পকেট থেকে দিয়াশলাইটা হাত দিয়ে বের করলেন। বগলতলা থেকে ছাতাটা নামিয়ে ডান হাতে শক্ত করে ধরলেন। বাম হাতে দিয়াশলাইয়ের বাক্সটা মুঠি বদ্ধ করে ধরলেন। অন্ধকার রাতেই ছাতাটা ফুটিয়ে তিনি মাথায় ধরলেন। উদ্দেশ্য, বটবৃক্ষের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া। এর মধ্যে ভুত-প্রেত কোনোকিছু চোখে পড়লে ছাতাটা ওদিকে ধরে অন্য দিকে তাকিয়ে চলে যাওয়া। অগত্যা যদি কোনো ভূত-প্রেত আক্রমন করে তবে ছাতা দিয়ে পিটিয়ে শায়েস্তা করা। এই মনে কানাইলাল বাবু ধীর বলে হাঁটছে বটবৃক্ষের তলা দিয়ে। খানিক পথ হাঁটার পর কানাইলাল থম্‌কে দাঁড়ালেন। তিনি বুঝতে পারলেন, ছাতাটাকে কে যেন বটবৃক্ষের উপর থেকে টানতেছে। তাতে কানাই লালের মনে ভয় সঞ্চার হলো। সেও তার দিকে ছাতাটা টানতেছে। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, চারদিকে মাইল খানেক জায়গা জুড়েতো কোনো মানুষ্য প্রানীর বাড়ীঘরও নেই। চিৎকার করলেও কেউ শুনবে না। কি মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম। হায় ভগবান আমাকে রক্ষা কর। নিশ্চয় কোনো ভুত-প্রেত আমাকে আক্রমণ করার জন্য আমার ছাতা ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু এ নিদারুন সময়ে দেখছি মা কালীও আমাকে রক্ষা করছে না। হায় কপাল!

Edited by Ripon Sarkar

টানাটানি করেও যখন কানাইলাল ছাতাটা ছুটাতে পারছে না তখন ছাতা রেখে ভুত-প্রেতের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চোখ বুজে দক্ষিণ দিকে দে ছুট। খানিক পথ দৌড়ায়ে গিয়ে কানাইলাল লক্ষ্য করল, অদূরেই একাধিক লন্ঠনের বাতি দেখা যায়। ওই বাতি দেখে কানাই লাল থম্‌কে দাঁড়াল। বিস্ফারিত চোখে ওদিকে তাকাল। মনে মনে ভাবল, ওই বাতি নিশ্চয় ভুত-প্রেতের না, ভুত- প্রেত আগুন দেখলে ভয় পায়। ওখানে হয়ত কোনো উৎসব হচ্ছে। আমি ওদিকেই এগুবো। এই মনে করে কানাই লাল লন্ঠনের বাতির দিকে এগুতে লাগল। খানিক পথ এগিয়ে কানাইলাল বুঝতে পারল, বেড়াবিহীন চৌচালা টিনের ঘরের মেঝে বসে কিছু সংখ্যক ভক্ত একজন সাধু ব্যাক্তির সামনে বসে কীর্তন করছে। কেউ কেউ হেলে দুলে, নেচে ঢলে হরি হরি, রাম রাম গাইছে। কানাইলাল ওদিকে তাকিয়ে খানিকটা আনন্দ বোধ করছে অদুরেই দেবদারু গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে। কীর্তনের মাঝখানে যে সাধুলোকটি বসে চোখ বুঝে ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তিনি মনে মনে উপলব্দি করলেন কে যেন একজন অদুরেই দাঁড়িয়ে তাঁর ধ্যানের অসুবিধা করছে। তিনি চোখ মেলে তাকালেন। ডানে বাঁয়ে দু'বার তাকালেন। বাঁদিকে সাধুর শক্তিধর ভক্ত বোম্বাকে আস্তে করে বলল, দেবদারু গাছের তলায় যে লোকটি কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওই লোকটির সাথে ভদ্র ব্যবহার করে ওকে ডেকে আমার নিকটে নিয়ে আস।

বোম্বা চলল ওদিকে।

কানাই লাল কীর্তন ঘরে খানিক সময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে মনে মনে ভাবল, এটা কেমন কীর্তন ঘর, আশপাশে কেনো জন মনষ্যির বাড়ী ঘর নেই। শুধু মাঠ আর মাঠ। মাঠগুলো ছোট-বড় ঘন বৃক্ষলতায় পরিমণ্ডিত। এসব দেখে কানাইলাল মনে মনে বিস্ময়বোধ করল। আরো ভাবল, কোনো ভুত-প্রেতের ভেল্‌কির মধ্যে পড়িনি তো। এই মনে করে কানাই লাল ইচ্ছে করল, না। এখানে আর এক দন্ডও থাকব না। এই মনে করে পেছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে পা বাড়াতেই চলার পথে বাধা দিয়ে বোম্বা বলল, "যাওয়া নিষেধ? এতো রাতে যাওয়া নিষেধ।"

কানাই লাল মুখ ফিরিয়ে বোম্বার দিকে তাকিয়ে দেখল, বিশাল দেহী মানুষ, লোমশ হাত পা, পরনে একটি সাদা ধুতি। কানাই লাল ভয় ভয় মনে বোম্বার দিকে তাকিয়ে বলল, "কেন? যাওয়া নিষেধ কেন?

বোম্বা বিনয়ের সাথে কানাই লালকে বলল, সাধু বাবার নিষেধ। এতোরাতে এখান থেকে যাওয়া নিষেধ। সাধু বাবা আপনাকে দেখে ফেলেছে। আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছে।

কানাই লাল মনে মনে চিন্তা করল, লোকটির ব্যবহার ভালো। ওই সাধুলোকটিও ভালো হবে। আজকের রাতটা না হয় এখানেই কাটিয়ে দেব। এর আগে লোকটির সাথে একটু আলাপ-সালাপ করতে মন্দ কি। এই মনে করে কীর্তন ঘরে যেতে যেতে বোম্বাকে বলল, "সাধুলোকটি কে? তিনি আপনাদের কি শিক্ষা দেয়।"

বোম্বা অবলিলায় বলল, "তিনি আমাদের প্রভু।"

প্রভু!

Edited by Ripon Sarkar

তিনি আমাদের সু-কর্ম করার উপদেশ দেন। আমরা তার সেবা করি। তিনি শুধু যে এখানে বসে থাকে তা নয়, কখনো কখনো চলে যান অনেক দূরে। নদীর পাড়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ান গভীর বনের ভিতরে চলে যান। সেখানেও তিনি দুদিন, তিনদিন সময় কাটিয়ে দেন।

তখন কি তার সংগী সাথী কেউ থাকে না?

তখন তার সংগে কেউ থাকে না। তবে ওই যে কীর্তনঘর ওখানে তিনি স্থায়ীভাবে থাকেন। তিনি মিষ্ট ভাষায় আমাদের সাথে কথা বলেন, তিনি কখনো উত্তেজিত হন না, তার কোনো স্ত্রী পুত্র কন্যা নেই। তিনি চিরসাধু। ভালো, খুব ভালো।

কীর্তন ঘর থেকে খানিকটা দূরে থাকতেই সাধুবাবা একটু জোর গলায় বোম্বাকে বলল, "নিয়ে আস অতিথিকে। তিনি ভালোলোক। তার কর্ম ভালো, তার ধর্ম ভালো। তার জীবিকা ভালো। নিয়ে এসো তাকে।

কানাইলাল ধীর পায়ে হেঁটে কোনো কথা না বলে সাধুবাবার সম্মুখে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসল।

সাধুবাবা কানাইলালের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার সাথে একটু পরে কথা বলবো। এর আগে আমার ভক্তদের বাকী কথাটুকু শেষ করে নেই। তুমিও শোন ওই কথা।

সাধুবাবা ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বলল, যে কথা বলছিলাম, আমাদের হিন্দু শাস্ত্র মতে, এই পৃথিবীর সৃষ্টির পর প্রথম পুরুষ ছিলেন ধর্মঠাকুর, ওই ধর্মঠাকুর যখন বিধাতার নিকট হতে পৃথিবীতে আভির্ভূত হন তখন পৃথিবী ছিলো জল আর জল, কাদা আর কাদা। ওসব জল কাদার মধ্যে ধর্মঠাকুর ঘুরে বেড়াতো। কিন্তু তাতে তার মোটেই ভালো লাগতো না। তখন তিনি বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে বললেন, ভগবান, তুমি জল কাদাকে একত্রিত করে শক্ত স্থলভাগ করে দাও। ওখানে ফলের গাছ, ফুলের গাছ দাও। ওখানে আমি ঘুরে বেড়াব। বিধাতা ধর্মঠাকুরের প্রার্থনা গ্রহণ করলেন এবং সাথে সাথে তা হয়ে গেল। তখন ধর্মঠাকুর মনের আনন্দে বনে বনে ঘুরে বেড়াত, ফল খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করত। ফুলের সুঘ্রানে ঘুমিয়ে পড়তো। কিন্তু এতেও ধর্ম ঠাকুরের ভালো লাগতো না। একদিন ধর্ম ঠাকুর কেঁদে কেঁদে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে বললো, ভগবান, তুমিতো আমার সব প্রার্থনা গ্রহন করেছ, কিন্তু পৃথিবীর এই ফলবনে একা একা ঘুরে ঘুরে আর ভালো লাগছে না, আমাকে সংগী দাও। ভগবান এছাড়া আমি বাঁচবো না। বিধাতা ধর্মঠাকুরের প্রার্থনা গ্রহণ করলেন। ধর্মঠাকুর লক্ষ্য করল, অদূরেই ফুলবাগানে একটি সুন্দর তরুনী মাথা নীচু করে চুপ চাপ বসে আছে। ধর্মঠাকুর ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে ওই ফুল বাগানে গেল। তরুনীটি চোখ তুলে ধর্মঠাকুরকে দেখে বসা থেকে দাঁড়িয়ে দু'পা এগিয়ে ধর্মঠাকুরকে জড়িয়ে ধরল। এই তরুনীর নাম দুর্গা। পরবর্তীতে এই দুর্গার তিনটি পুত্র সন্তান প্রসব করে। একজনের নাম ব্রাহ্ম, অন্য জানের নাম বিষ্ণু ও শিব।

Edited by Ripon Sarkar

পরবর্তীতে ধর্মঠাকুর লোকান্তরিত হওয়ার পূর্বে বলে জান যে, ধর্মঠাকুরের মৃত দেহটি নদীতে ভাসতে ভাসতে তিন পুত্রের নিকটে যাবে, যে পুত্র ধর্মঠাকুরের দেহটি সৎকার করবে সেই হবে দুর্গার স্বামী। ধর্মঠাকুরের এই ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী তাই হলে ব্রাহ্ম ও বিষ্ণু ধর্মঠাকুরের মৃতদেহটি তাচ্ছিল্য করে এবং শিব ধর্মঠাকুরের মৃতদেহটি সাধ্যমত সৎকার করে । এরপর দুর্গার স্বামী হয় শিব।

কানাইলাল মনে মনে চিন্তা করল, তাতো আমি কিছুই জানতাম না। আমিতো এ তল্লাটের মস্তবড় পণ্ডিত। পাঠশালার নাম করা শিক্ষক। সাধুবাবার সান্নিধ্য লাভ করলে আরও জানতে পারব তার কাছ থেকে। এসব চিন্তা করে কানাই লাল শরীরটাকে একটু ঝুঁকি দিয়ে বিনয়ের সাথে সাধুবাবার দিতে তাকিয়ে বলল, "ধর্মাবতার, মানুষের জানার আকাঙ্খা চিরন্তন। আপনার কাছ থেকে সত্য জিনিস জানলাম। আরও হয়তো জানতে পারব। আমি আপনার ভক্ত হতে চাই। আপনি আমাকে আপনার ভক্ত করে নিন।

সাধুবাবা হেসে বলল, "ভক্ততো আমি অনেককেই করেছি। তোমাকেও ভক্ত করব। কিন্তু আমার ধর্ম দর্শণ ভিন্ন জিনিস। আমি নীতি কথা প্রীতি কথা, স্মিতি কথা এগুলোকে প্রধান্য দেই না। আমার চিন্তা ও গবেষনা হচ্ছে আত্মাকে নিয়ে। মৃত্যুর পর আমার আত্মার কি হবে তা নিয়ে। সে জন্যে আমার প্রভু শ্রী চৈতন্যদেবকে অন্তরে সর্বদা স্বরণ করে থাকি জীব আত্মা এবং পরম আত্মা নিয়ে গবেষণা আমার আলম্বন, আমার দর্শন।"

কানাইলাল মনে মনে চিন্তা করল, এটা কেমন কথা, স্ত্রী পুত্র কন্যা সনাতনী হিন্দু ধর্মের দেব দেবীর প্রতি মহিমা কীর্তন ব্যতিরেকে শুধুমাত্র জীব আত্মা আর পরম আত্মা নিয়ে গবেষণা, যাতে ধরার কোনো নিয়ম বিধান থাকবে না। না না এটা আমার জীবন দর্শন হতে পারে না,। এ বৈরাগী বেশ ধারন করা আমার অপরিহার্য নয়। এসব ভেবে চিন্তে কানাইলাল বিস্ফারিত চোখে খানিক সময় সাধু বাবার প্রতি তাকিয়ে থেকে বলল, "ধর্ম অবতার, এখানটায় রাতটুকু কাটিয়ে দিতে পেরে আনন্দিত হলেম, ভালো লেগেছে আপানার সান্নিধ্যে। সাকালের সূর্য উঠি উঠি করছে মনে হচ্ছে। আপনাকে আমি স্মরণ রাখব অন্তরে। রূপসায় আমি পাঠশালা করেছি মা দুর্গার মূর্তির পাশে। চাতালের এক পাশে। দু চালা শনের ঘর আমার পাঠশালা। ওখানে কিছু ছাত্র-ছাত্রীদের পড়িয়ে থাকি। ওখানে যাওয়া অপরিহার্য।

সাধুবাবা বলল, "তোমার উদ্দেশ্য মহৎ। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে তুমি পণ্ডিত ব্যক্তি। আমাকে স্মরণ রাখলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব।"

কানাইলাল বিস্ফারিত চোখে খানিক সময় সাধুবাবার দিকে তাকিয়ে থেকে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে বেড়িয়ে পড়ল সাধু বাবার কীর্তন ঘরের চত্বর থেকে। তখন পূর্ব আকাশে সূর্যটা গড়িয়ে গড়িয়ে খানিকটা উঠেছে। পৃথিবীর মাটি আর প্রকৃতিতে কাঁচা রোদ। কানাইলাল মনে মনে চিন্তা করল, সূর্যতো আস্তে আস্তে মধ্য আকাশে উঠবে। তাতে তাপও থাকবে খুবই প্রখর। মাথার উপর ছাতাটা থাকলে রোদ থেকে রক্ষে হতো। গতরাতে ভুতে আমার ছাতাটাতো আটকিয়ে দিয়েছে বট বৃক্ষের ডালে। যদি

Edited by Ripon Sarkar

ভুতটা ছাতাটা ওখান থেকে সরিয়ে না থাকে তবেতো ওখানে ছাতাটা পেয়ে যাব। ওদিকে পা বাড়াই।

বটবৃক্ষের চার পাশটায় দিনের বেলায়ও জনশূন্য। কানাইলাল একটু দ্রুত পায়ে হেঁটে কৌতুহলচিত্তে এগুচ্ছে বটবৃক্ষের দিকে। কানাইলালকে বটবৃক্ষের দিকে দ্রুত পায়ে হাঁটতে দেখে আইলের পাশে একজন রাখাল একটু হেসে বলল, বাবু, কোথা যাচ্ছেন দ্রুত হেঁটে? মতিভ্রম হচ্ছে না তো!

কানাইলাল একটু রাগভাব দেখিয়ে রাখালের কথার উত্তর না দিয়ে আরও দ্রুত পায়ে হেঁটে বট বৃক্ষের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। বটবৃক্ষের যেদিক দিয়ে হেঁটে আসছিল সে দিকটার কাছে গিয়ে গাছের উপরের দিকে তাকাল। ছাতাটা ফুটানোই আছে বটবৃক্ষের ডালে পেঁচানো পরগাছা লতার সাথে। এ দৃশ্য দেখে কানাইলাল একটু অস্ফুট হাসল। মনে মনে ভাবল, গতরাতে যে ভুতটা এ বটবৃক্ষের তলায় আক্রমন করতে চেষ্টা করছিল এবং আমার ওই ছাতাটা ধরে টানাটানি করছিল সে ভুতটা খুবই ভদ্র ভুত। ছাতাটা কোথাও নিয়ে যায়নি। এখানটাই রেখে গেছে। এখনো ছাতাটা ফুটানো আছে। কানাইলাল এই মনে করে ছাতাটার নিকটে গেল। চারদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে তাকাল। কোথাও কেউ নেই। কানাইলাল পায়েরপাতা আলগায়ে ছাতাটা ধরতে চেষ্টা করতেই দিন দুপুরে শিয়ালের ডাক শুনতে পেল। কিন্তু সেদিকে কানাইলাল খেয়াল করল না। ছাতাটা বটবৃক্ষের লতা থেকে ছুটিয়ে হাতে তুলে নিলেন। ছাতাটা ফুটিয়ে মাথার উপরে রেখে বাড়ীর দিকে পা বাড়াতেই বাঁদিকে ঝুপড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল একটি পাগলা শিয়াল জিভ অর্ধাংশ বের করে কানাইলালের দিকে ক্ষেপাভাব নিয়ে তাকিয়ে আছে। কানাইলাল খানিকটা ভয় বোধ করল। মনে মনে ভাবল, তাহলে কি গতরাতের ভুতটাই শিয়াল বেশ ধারণ করে এই ঝুপড়ির ভিতরে ক্ষেপাভাব নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে। সে যা হোক, গন্তব্যে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে যাব। অগত্যা যদি ক্ষেপা শিয়ালটা আমাকে আক্রমন করেই বসে তবে এই ছাতা ফুটিয়ে ভয় দেখাব। খানিক বাদে কানাইলাল লক্ষ্য করল, শিয়ালটা লুকিয়ে গেছে গর্তে।

তিনি মনে মনে ভাবল, বড় মুশকিল থেকে রক্ষা পেলাম।

ক্ষেপা শিয়ালের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে কানাইলাল মনে মনে একটু আনন্দই বোধ করল। সামনে মেঠো তিন রাস্তার মোড়ে ছাপড়া ঘরের মধ্যে স্বরসতি দেবীর প্রতিমা। কানাইলাল ওই প্রতিমা ঘরের কাছে এসে থেমে গেল। একটু এগিয়ে ঘরের সীমানার ভিতরে ঢুকে গেল। খানিকক্ষণ পূজা অর্চণা করে প্রতিমা ঘর থেকে বেরিয়ে নেমে আসল মেঠোপথে। তখন বিকেল। কানাইলাল লক্ষ্য করল, কে যেন একজন প্রৌঢ়লোক পাঠশালার মেঝে জল চৌকিতে বসে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াচ্ছে। তা দেখে কানাইলাল বিস্ময় বোধ করল মনে মনে। চোখ দুটো কপালে তুলে খানিক সময় ওই প্রৌঢ়লোকের দিকে তাকিয়ে রাগে সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করছে মনে মনে। কানাইলাল খানিকটা দ্রুত পায়ে হেঁটে পাঠশালার মেঝের পিঁড়ার কাছে গিয়ে রাগকণ্ঠে

Edited by Ripon Sarkar

শাহবাগ, ঢাকা।

লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, "কে আপনি? কে আপনাকে আদেশ করেছে এই পাঠশালায় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতেন? কোথায় আপনার বাস। বলুন?

লোকটি খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েই বলল, "আমার নাম উপেন্দ্রনাথ সাহা। পুব পাড়ায় বাস। সাধুচরন বাবু আমাকে এখানটায় ডেকে এনেছেন।

সাধুচরণ বাবু! মানে জ্যাঠামশাই। তিনিতো কলকাতায়?

তিনি এসেছেন গত কালকি। মা কালীর মন্দিরে গেছেন পূজো দিতে। এক্ষুনি যাবেন। তার কাছ থেকেই সব কথা শুনতে পাবেন।

কানাই লাল কালী মন্দিরে জ্যাঠামশাইকে পূজো করতে গেছে শুনে মনে একটু আনন্দ বোধ করল। মনে মনে ভাবল, শহুরে থেকেও জ্যাঠা মশায়ের কালী মার প্রতি একটুও ভক্তি কমেনি। ভালোয় ভালোয়।

উপেন্দ্র নাথ অবলিলায় বলল, "ওইতো, সাধুচরণ বাবু আসছেন।

সাধুচরণ বাবু কাছে আসতেই কানাইলাল বাবু কোমড় বাঁকিয়ে মাথা নিচু করে সাধুচরণ বাবুর পা ছুঁয়ে প্রনাম করল।

সাধুচরণ বাবু উৎসুক চোখে তাকিয়ে কানাই লালের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "বেঁচে থাক বাপু, বেঁচে থাক।"

কানাই উঠে দাঁড়াল।

সাধুচরণ বলল, "এখানটায় তোমার থেকে প্রয়োজন নেই। আমার সাথে অদ্যই তুমি কলকাতায় রওনা হবে। বিদ্যে-বুদ্ধি অনেক হয়েছে। কলকাতায় আমার সাথে থেকে থেকে ব্যবসা করবে?"

কানাই লাল বিস্ময়বোধ করে বলল, "আমার পাঠশালার কি হবে! তাছাড়া এখানটায় আরও কিছু করার আমার ইচ্ছে রয়েছে। আমি শহুরে গিয়ে বাস করতে পারব না।"

সাধুচরণ অবলিলায় বলল, "সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার পাঠশালা উপেন্দ্র দেখবে। সে বয়স্কলোক। কলকাতা থেকে আমি তার মাহিনা পাঠিয়ে দেব।"

উপেন্দ্র নাথ বলল, "আমি যথাযথ পাঠশালা দেখাশুনা করতে পারব। কানাইলাল কলকাতায় গিয়ে বসবাস করুক, বড় মানুষ হোক।"

কানাইলাল বলল, "কলকাতার যাওয়ার অদৌ ইচ্ছে আমার নেই। বাঁচি-মরিতো এখানেই থাকব। মা কালীকে পূজো করব, অর্চণা করব। তাতেই আমি ভালো থাকব।"

উপেন্দ্র নাথ মাথা নীচু করে রইলো কানাইলালের কথা শুনে।

সাধুচরণ বিস্ফারিত চোখে কানাইলালের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঋষি বাক্য শির ধার্য্য। আমি তোর জ্যাঠামশাই হই। আমার কথা শুনা তোর জন্যে আশির্বাদ।"

কানাই লাল বলল, "আমি যথার্থ উপলব্ধি করতে পারি আমার জীবন সম্বন্ধে। কলকাতায় যাওয়া আমার জন্য সুখবর নয় জ্যাঠামশাই। কানাইলাল আবেগ প্রবণ হয়ে বলল, "এটা আমার জন্মভূমি। এ মাটি আমার দেহের মাটি। সনাতনি হিন্দু আমার

Edited by Ripon Sarkar

ধর্ম। রামায়ন, মহাভারত এবং বেদ আমার ধর্মগ্রন্থ। এগুলোকে চর্চা করি। অনুশীলন করি এবং ধর্মীয় নীতি কথাকে আমি প্রচার করি। দেব-দেবীকে আমি পূজো করি, এটাই আমার জীবনের ব্রত। আমি এখনটাই থাকব। যা কিছু করার এখানেই করব। জ্যাঠামশাইকে একটা কথা না বলে পারছি না, তা হলো, তল্লাটের দক্ষিণ ডিহিতে পীর আলী বংশের কুশারীরা আমাদের জাত বংশের উপর কলংক লেপনের চেষ্টা করছে। নিরীহ হিন্দুদের যাদু মন্ত্র দিয়ে পীর আলী মুসলমান করছে। তল্লাটের যবনের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের দেব-দেবীকে তাচ্ছিল্য করছে, এটা যেন আমাদের আদি পুরুষের কপোলে চপেটাঘাত। এই পীর আলীর আচরণে আমরা সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। আমাদের জাত-কুল ধর্ম রক্ষা করতে আমাদেরকে পীর আলীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে।"

সাধুচরণ খানিক সময় চুপ থেকে কানাই লালের মুখে এসব কথা শুনে মনে মনে রাগভাব নিয়ে এবং বিস্মিত বোধ করে কানাইলালকে বলল, "তুমি এখানটাই থাকবে। কুশারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা অপরিহার্য। কুশাবীরা আমাদের শত্রু। ওদের প্রতিহত করতে হবে।"

উপেন্দ্র নাথ একটু হতাশ হয়ে বলল, "আমার কি হবে হরিচরণ বাবু?"

সাধুচরণ বলল, "তুমি এখানটাই থাকবে। কানাইলালের সাথে একত্রে পাঠশালা দেখাশুনা করবে। ছেলে মেয়েদের শিখাবে আর কানাইলালের সাথে গিয়ে দলবদ্ধ হয়ে কুশারীদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করবে। ওদের আক্রমণ করবে। ওদের তল্লাট থেকে চিরতরে তাড়িয়ে দেবে। কি উপেন্দ্র, তা করতে পারবে না?"

উপেন্দ্র নাথ সাহস দেখিয়ে বলল, " সাধুচরণ বাবুর জয় হোক, সাধুচরণ বাবুর জয় হোক। খুব পারব। আমি কানাইলালের সাথে থেকে মা কালীর জন্য সব করব।"

সাধুচরণ বলল, "ভালো। ভালো।

এ সময় কানাইলাল দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখল, কে যেন একজন পুরুষলোক তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে এদিকে আসছে। কানাইলাল ওদিকে বিস্ফারিত চোখে তাকাল। সাধুচরণ ও উপেন্দ্রও সেদিকে তাকাল। লোকটি কাছাকাছি আসলে কানাইলাল সাহজেই চিন্‌তে পারল লোকটিকে।

সাধুচরণ বলল, "লোকটি মনে হয় আমাদের দিকেই আসছে?"

কানাইলাল অবলিলায় বলল, "ও আমার পরিচিত। নন্দলাল। মতিলাল চক্রবর্তী বাবুর বাড়ীতে থাকে।

উপেন্দ্র ওদিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল।

সাধুচরণও দিকে তাকিয়ে।

নন্দ দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে হাপুস্ হুপুস করে কানাইলালের দিকে তাকিয়ে বলল, "মতিবাবু আপনাকে প্রনাম জানিয়েছে। এক্ষুনি আমার সাথে যেতে বলেছে।"

কানাইলাল কিছুটা বিস্মিতবোধ করে বলল, কেন? কি হয়েছে?

নন্দ অবলিলায় বলল, "সে আমি বলতে পারব না। তবে যতটুকু জেনেছি, তা হচ্ছে পণ্ডিত বাবুকে দিয়ে তল্লাটে মা কালীর ভক্তদের একত্রিত করার ব্যবস্থা করেছে।

Edited by Ripon Sarkar

চিঠি দিয়ে আজ সন্ধ্যার পর মতিবাবুর বৈঠকঘরে সিদ্ধান্ত নিবে তারা। আপনাকে নিয়ে যেতে আপনার নিকট পাঠিয়েছে।"

সাধুচরণ ভাব-আবেগে কালী দেবীকে তুষ্ট করার ইচ্ছায় গুরু গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি যাব তোমাদের সাথে। পীর আলীর শিখর ধরে টান দিয়ে উপরে ফেলব সব কিছু।"

কানাইলাল একটু চিন্তিত ভাব নিয়ে বলল, "না, জ্যাঠামশাই, আপনার যাওয়ার দরকার নেই। এখান থেকে তিন মাইল পথ দক্ষিণে মতিবাবুর বাড়ী। ওখানে হেঁটে যাওয়া আপনার অসুবিধে হবে।"

সাধুচরণ কোনো কথা বলল না।

কানাইলাল খানিকক্ষণ ভেবে চিন্তে নন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, "চলো নন্দ। এক্ষুণি চলো। রাত হয়ে গেলে বিপদ আসতে পারে।"

উপেন্দ্রও বলল, "চলো।"

কানাইলাল যেতে যেতে খানিক পথ হেঁটে মনে মনে ভাবল, ওই বটবৃক্ষের তলা দিয়ে আর যাব না। যদিও আমরা তিনজন। ভুত প্রেতের সংখ্যা আমাদের চেয়ে বেশী। বরঞ্চ ভৈরব নদের কুল দিয়ে একটু ঘুরে হেঁটে মতিবাবুর বাড়ীতে যাব। এই মনে করে কানাইলাল নন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, "নন্দ, ওদিক দিয়ে চলো।"

নন্দ মনে মনে চিন্তা করল, সোজা পথ দিয়ে না গিয়ে বাঁকা পথ দিয়ে যেতে বলে কেন? নন্দ বলল, "ঘুরে ঘুরে যাব কেন কানাইলাল বাবু?"

কানইলাল বাবু বলল, "সে তুমি বুঝবে না। আমি যা বলি তা কর?"

নন্দ অবলিলায় বলল, "কানাইলাল বাবুর জয় হোক। তাই হবে কানাইলাল বাবু।"

কানাইলাল বাবু একটু চিন্তিতভাবে বলল, "তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে যেতে হবে। পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবো ডুবো করছে। রাত বিরেতে অনেক কিছুর ভয় আছে।"

উপেন্দ্র নাথ বলল, "কানাইলালের কথা সত্য বটে।"

সামনে পথ উঁচু নীচু। দুদিকে ঝোপঝাড়। বড় বড় গাছও আছে আশপাশে। কানাইলাল ওদিকে তাকিয়ে খানিকটা বিস্ময় বোধ করল। মনে মনে ভাবল, এখানটায় তো আগে কখনো ঝোপঝাড় দেখেনি। এখনতো দেখছি গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ। ভুতটুতের ভয় তো আছে। বন্য হিস্র প্রাণীর ভয়কেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ আরেক বড় মুশকিলে পড়ে গেলাম।

নন্দ হঠাৎ হেসে কানাইলালের দিকে তাকিয়ে বলল, " থামলেন কেন? চলুন দ্রুত পায়ে হেঁটে।

কানাইলাল কথা বললো না।

উপেন্দ্র নাথ একটু বিরক্তিবোধ করে বলল, "আমার তো মুটামুটি বয়স হয়েছে। চশমা ছাড়া কোনো কিছুই দেখি না। সামনের উঁচু নীচু পথটুকু তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাও। অধিক রাত হলে আমি চোখে কোনো কিছু ঠাহর করতে পারি না।"

Edited by Ripon Sarkar

উপেন্দ্র নাথের কথা শুনে কানাইলাল মনে মনে ভাবল, এতো দেখছি আরেক মুশকিলে পড়ে গেলাম। উপন্দ্র বাবু কে বাড়ীতে রেখে আসা অনুচিত ছিল না।

নন্দ বলল, "ঝোপঝাড়ের পাশে ছাতামতো অন্ধকার। ওখানটায় পার হলেই মতিবাবুর বাড়ীর কাছাকাছি চলে যাব।"

কানাইলাল বলল, "ঠিক বলছ নন্দ। ওই বড় গাছটিই আমাদের জন্যে ভয়ের কারণ। সে যাই হোক, হাঁটতে থাক ওদিকে।"

উপন্দ্রেনাথ হাঁটতে থাকে পিছু পিছু। ছাতার মতো গাছটি ঘন পল্লবে পরিপূর্ণ। গাছতলায় ভূমিতে অন্ধকারে কোনো কিছুই দেখা যায় না। সন্ধ্যা পূজোর ঘণ্টা বেজে গেছে খানিক আগে। কানাইলাল মনে মনে ভাবছে উপেন্দ্রনাথকে হাতে ধরে নিয়ে যেতে হবে। নয়তো কোথাও পড়ে যেতে পারে তিনি।

নন্দ একটু ভয় ভয় মনে বলল, "গাছতলায় তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কোন্ দিকে যাব কানাইলাল বাবু?"

কানাইলাল বাবু কোনো কথা না বলে গাছের উপরের দিকে মুখ উপুড় করে তাকিয়ে দেখে, এক নাদুস নুদুস জানোয়ারের টচলাইটের মতো দুটো চোখ দেখা যায়। জানোয়ারের গা-গতর কোনো কিছু দেখা যায় না। ভয়ংকর দু'টো চোখ দেখা যায় ঘন পল্লবে পরিবেষ্টিত মগডালের ফাঁকে। পাশে দাঁড়িয়ে নন্দ একটু বিরক্তিবোধ করে কানাইলাল বাবুকে বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে গাছের ডালে পালে কি দেখছেন কানাইলাল বাবু?"

কানাইলাল বাবু কিছুক্ষণ চুপ থেকে নন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, চুপ? এক্কেবারে চুপ? ওই দেখ, মগডালে ভয়ংকর জানোয়ারের চোখ দেখা যায়।

নন্দ ওদিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে বলল, তাইতো! এ যে ভয়ংকর জাতের চোখ। এমন ভয়ংকর চোখতো কখনো দেখেনি। কিন্তু এ কি কান্ড! আমিতো দেখছি। সমস্ত গাছ জুড়ে পাতার ফাঁকে ফাঁকে শুধু চোখ। চোখগুলো নিষ্পলক তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। একটু নড়চড় নেই। এরূপ অবস্থায় কানাইলাল বাবু, নন্দ ও উপেন্দ্রনাথ মনে মনে রাম নাম জপতে লাগল। খানিক বাদে কানাইলাল বাবু লক্ষ্য করল, চোখগুলো যেন তাদের কাছে চলে আসতেছে। নন্দ ভয় ভয় মুখে কানাইলালকে বলল, "এখানটায় আর একদণ্ডও দাঁড়াব না কানাইলাল বাবু। আসুন।

উপেন্দ্রনাথ ভীতুমনে বলল, "আমার কি অবস্থা হবে। আমাকে সংগে নিয়ে যাও?"

কানাইলাল বাঁদিকে মুখ ফিরিয়ে উপেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাকে দেখে দেখে আসুন।"

এই বলে কানাইলাল, নন্দ ও উপেন্দ্র বাবু হাত ধরাধরি করে ভয়ংকর জানোয়ারের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দৌড়াতে শুরু করল মতিবাবুর বাড়ীর দিকে।

মতিবাবু লণ্ঠন হাতে বাড়ীর ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে তিন জন মানুষ এদিকে পড়িমরি করে দৌড়ায়ে আসতে দেখে কিছুটা বিস্মিতবোধ করল মনে মনে। তিনি সেদিকে বিস্ফারিত চোখে খানিক সময় তাকিয়ে থেকে বুঝতে পারল, নন্দ, কানাইলাল বাবু এবং অন্য একজন এদিকে আসছে।

Edited by Ripon Sarkar

পণ্ডিতবাবু বৈঠকঘর থেকে এগিয়ে এসে মতিবাবুকে বলল, "কানাইলাল বাবু আসছে?"

মতিবাবু বলল, আসছে।"

ফটকের ধারে দৌড়ায়ে এসে নন্দ হাঁপাতে হাঁপাতে মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে বড়কর্তা। বেঁচে আসাই মুশকিল ছিল।"

কানাইলাল অবলিলায় বলল, "সেবার ওই যে ভুতটা গরু সেজে আমাকে আক্রমন করেছিল, মনে হয় সেই ভুতটা আমার পিছু ছাড়েনি। সুবিধা মতো জায়গায় পেলে আক্রমন করতে চায়।"

মতিবাবু রেগে মেগে বলল, "হয়েছে টা কি, সেটা বলবে তো?

নন্দ অবলিলায় ভয় ভয় মনে মতিবাবুকে বলল, "ওই যে আপনার বাড়ীর থেকে অর্ধমাইল পশ্চিমে বড় গাছটি মেঠো পথের পাশে। ওখানে গাছের মগডালে পাতার ফাঁকে ফাঁকে ভয়ংকর জানোয়ারের চোখ আমরা দেখতে পেয়েছি। খানিক সময় আমরা ওখানটায় অপেক্ষা করলে আমাদের আক্রমন করত ওই ভয়ংকর জানোয়ার গুলো।"

মতিবাবু বলল, "সে কথা পরে শুনব। আগে চলো বৈঠকঘরে গিয়ে বসি।"

পণ্ডিত বাবু বৈঠক ঘরে আরাম কেদারায় বসতে বসতে বলল, "তল্লাটের সর্বত্র পীর আলীর যাদু মন্ত্র সমাজ পরিবেশ সবকিছুতে ভরে গেছে। জন্তু জানোয়ারকেও পীর আলী কাজে লাগাচ্ছে। শুধু তাই নয়, দিন দিন তার বংশ বৃদ্ধি করছে। সংখ্যা বাড়াচ্ছে। আমাদের আদি কালের ধর্মের উপর পীর আলীর নজর পড়েছে। আমরা আজ পীর আলীর কর্মকাণ্ডে শঙ্কিত।"

মতিবাবু বলল, "সেতো পুরানো কথা। আজকে যে জন্যে সভা ডাকা হচ্ছে তা হলো, আজকে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে পীর আলীর এবং তার দোসর যারা আছে তাদেরকে কিভাবে সমূলে শেষ করা যায়। ক্ষেতে যদি কোনো বীজই না থাকে তবে চারা গজাবে কি করে?"

কানাইলাল বাবু বলল, "সিদ্ধান্ত সঠিক। এটা করাই এখন আমাদের সিদ্ধান্তে। আমার দ্বিমত নেই। মা কালীকে খুশী করাই আমার আনন্দ।" নন্দ সভার দিকে মনোযোগ না দিয়ে বৈঠকঘরের দরজার বাইরে তাকিয়ে ছিল। সে লক্ষ্য করল, একজন বয়স্কলোক ফটকের অদূরে, এদিকে আসতেছে। মনে হয় লোকটি ফটকের ভিতরে ঢুকে বৈঠকঘরে আসবে। লোকটির ভাব দেখে তাই বুঝা যাচ্ছে। নন্দ উঠে দাঁড়াল। পেছন দিকে মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল "বড় কর্তা, মনে হয় বড় কোনো ঘটন ঘটার সম্ভাবনা আছে। লোকটিকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, ওই দেখুন, পরনে আলখেল্লায় গোফগুলো কেমন বড় বড়, লোকটি কেমন তেড়ে মেড়ে জোর পায়ে হেঁটে হেঁটে এদিকে আসতেছে।"

মতিবাবু ওদিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। পণ্ডিতবাবু, কানাইলাল ও উপেন্দ্র বাবুও ওদিকে তাকাল।

লোকটি জোর কদমে হেঁটে তড়িঘড়ি বৈঠক ঘরে ঢুকে সবার মাঝখানে মেঝে আসন করে বসল। মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বাবরি চুলগুলোকে ঝাঁকড়া মাকড়া করে মাথাটা

Edited by Ripon Sarkar

নিচু করে চুপ হয়ে বসল। মুখে রা নেই। লোকটি হঠাৎ এরূপ আচরণে সবার কপালে চোখ উঠে গেল। সবাই লোকটির অবয়বের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল খানিক। মতিবাবু লোকটির আগমন হিতকর নয় মনে করে রেগে মেগে আগুন হয়ে লোকটির দিকে তাকিয়ে জোর কণ্ঠে বলল, "তুমি কে, হে আগন্তুক?

কি তোমার নাম? কোথায় তোমার বাস?"

লোকটি কথা বলে না।

পণ্ডিত বাবু রেগে মেগে বলল, "তুমি কথা না বললে তোমাকে আমরা জোর করে ঘর থেকে বের করে দেব?"

কানাইলাল বাবু বলল, "লোকটি মনে হয় ধ্যানে মগ্ন। ধ্যান ভঙ্গ হলে আমাদের সাথে কথা বলবে। হতে পারে আমাদের কোনো উপকারী লোক।

নন্দ বলল, লোকটি কথা না বললে কি ভাবে বুঝব তিনি ভালো লোক?"

উপেন্দ্র বাবু বলল, নন্দের কথা সঠিক।"

খানিক বাদে, লোকটি চোখ মেলে তাকাল। ডানে বাঁয়ে মাতা ঝাঁকাল। তারপর আবার চোখ বুঝল। চোখ বুজে থেকেই জোর কণ্ঠে হাঁক দিয়ে বলল, বড় বিপদ দেখছি আপনাদের। আপনাদের অন্ধি -সন্ধি সবকিছু আমার মনের আয়নায় দেখে ফেলেছি।

মতিবাবু আবারও রেগে বলল, "কে আপনি?কি আপনার পরিচয়?

লোকটি খুব নম্রভাবে বলল, "হরিনাথ কুণ্ড। বাস রুপসার দক্ষিন পাড়ায়। মা কালীকে খুশি করার জন্য আঠারতে পা ফেলেই চলে যাই গয়াকাশী বিন্দাবনে। সেখান থেকে গুরুদেবের দীক্ষা নিয়ে চলে যাই কামরূপে। কামরূপে যাদু বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে নীজ গ্রামে চলে আসি। আমি ধ্যানমগ্ন হয়ে আপনাদেরকে দেখতে পাই। আপনাদের উদ্দেশ্য ভালো। একমাত্র আমিই পারব পীর আলীকে নিঃচিহ্ন করতে। সেজন্যেই এখানে ছুটে এলাম অবলিলায়।"

নন্দ অবলিলায় বলে উঠল, হরিনাথ কুণ্ডের জয় হোক। পণ্ডিতবাবুও বলে উঠল, হরিনাথ কুণ্ডের জয় হোক।

মতিবাবু নম্র ভাষায় বলল, "আপনাকে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত। ভগবান আপনার কৃপা করুক। আপনার প্রতি আমাদের রাগরঙ্গ মার্জনীয় বটে।"

হরিনাথ বিনয়ের সাথে বলল, "আপনাদের আমানবিক আচরণ আমি মাফ করে দিয়েছি। মাফ করে দেওয়াই আমার ধর্ম। আমি কখনো রাগ করি না, উত্তেজিত হই না। কাউকে ভয়ও পাই না।"

পণ্ডিত বাবু বলল, "আপনি কি খাবেন। সে খাবারই আমরা আপনার জন্যে ব্যবস্থা করব।"

হরিনাথ অবলিলায় বলল, "ছাগলের দুধ এবং সাগর কলা আমার খুব পছন্দের। শুধু আমার নয় সাধকদের সবারই তা খুব পছন্দের।"

নন্দ বলল "দেরী করা অপরাধ। এক্ষুণি যাচ্ছি আমি হরিণাথ সাধকের জন্য ছাগলের দুধ আর সাগর কলা আনতে।

হরিণাথ বলল, " না পেলে ফিরে আসিও। আপত্তি করব না।"

Edited by Ripon Sarkar

মতিবাবু চেয়ার থেকে নেমে ভূমিতে বসে হরিনাথ কুণ্ডের মুখোমুখি হয়ে দুই হাত চেপে ধরে বলল, "আপনার আগমন মা কালীর দয়া। মা কালীই আপনাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে। আপনাকে দিয়েই পীর আলীর অস্তিত্ব সমূলে শেষ করা সম্ভব।"

হরিনাথ অবলিলায় একটু জোর গলায় বলল,"আমাকে দিয়ে এ কাজ সম্ভব বলেই আমি এখানটায় এসেছি। কিন্তু এ কাজ করতে হলে আপনারা আমার সংগী সাথী হতে হবে। আপনাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে। আমি যা যা বলি তা আপনাদের করতে হবে।"

পণ্ডিত বাবু হাত নাচিয়ে বলল, "খুব পারব, খুব পারব।"

মতিবাবু জোর দিয়ে বলল, "আপনার আদেশ আমরা অমান্য করব না।

হরিণাথ অবলিলায় বলল, এই যে দেখুন আমার সাথে কাপড়ের থলে, ওটায় পীর আলীকে শেষ করে দেওয়ার হাতিয়ার রয়েছে । সময় মতো থলে থেকে হাতিয়ার বের করে পীর আলীর গায়ে আঘাত করব। আপনারা শুধু পেছন থেকে আমাকে সহায্য করবেন। আমার পিছু পিছু থেকে আমি যা যা করব তাই আপনারা করবেন। অন্যথায় আমার মতিগতি পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।"

মতিবাবু গদগদ করে বলল, "তা আমরা করতে পারব। সেজন্যে আপনি চিন্তা করবেন না।"

নন্দ অবলিলায় আনন্দ মনে জোর কণ্ঠে বলল, মতিবাবুর জয় হোক, মতিবাবুর জয় হোক।"

হরিনাথ তাড়াহুড়ো ভাব দেখিয়ে বলল, তাহলে আর দেরী করা যাবে না। কার্য সমাধা করতে হলে এখনই উপযুক্ত সময়। এখনই যাত্রা করতে হবে পীর আলীর বাড়ীর দিকে।"

এই বলে হরিনাথ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সাথে সাথে তারাও লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

তখন বিকেল। পশ্চিম আকাশে লাল সূর্য ডুবো ডুবো। হরিনাথ দ্রুত পায়ে হাঁটছে মেঠো পথ ধরে পীর আলীর বাড়ীর দিকে। পেছনে তারা হরিনাথকে দেখে হাঁটছে। খানিক পথ হেঁটে হরিনাথ একটি গাছের মোটা শিখরের উপর পা রেখে দাঁড়াল। সাথে সাথে তারাও গাছ গোড়ায় শিখরে পা রেখে দাঁড়াল। খানিক সময় ওখানে দাঁড়িয়ে হরিনাথ আবার হাঁটা শুরু করল পীর আলীর বাড়ীর দিকে। খানিক পথ হেঁটে হরিনাথ থমকে দাঁড়িয়ে বাঁদিকে একটি ঝোপের গর্তে একটি শিয়াল দেখে হাঁ হাঁ হাঁ করে তিনবার হাসল। তারাও হাঁ হাঁ করে তিনবার হাসল। তাদের হাঁ হাঁ শব্দে শিয়াল ভয় পেয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে লেজ উঁচু করে দক্ষিন দিকে দৌড়াতে শুরু করল। হরিনাথও শিয়ালের পিছু পিছু দৌড়াতে শুরু করল। হরিনাথকে শিয়ালের পেছনে দৌড়াতে দেখে মতিবাবু, পণ্ডিত বাবু, কানাইলাল, উপেন্দ্রনাথ ও নন্দও শিয়ালের পিছু পিছু দৌড়াতে লাগল। খানিক পথ দৌড়ায়ে শিয়াল একটি বড় বেতস ঝোপের ভিতর গিয়ে লুকিয়ে গেল। হরিনাথ থমকে দাঁড়াল।

Edited by Ripon Sarkar

মতিবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে হরিনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, "একি হচ্ছে আমাদের দিয়ে? আমরাতো এর আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছি না?"

হরিনাথ অবলিলায় ধৈর্য্যভাব দেখিয়ে বলল," উত্তেজিত হবেন না মতিবাবু। কালী নাম জপেন বেশী বেশী। ওই যে দেখলেন ঝোপের ভিতর গর্তে শিয়ালটা। ওটা ছিল পীর আলীর পাহারাদার। সেজন্যেই ওটাকে তাড়া করেছি।"

পণ্ডিতবাবু নম্রভাব দেখিয়ে বলল, "আমাদের মাফ করে দেবেন হরিনাথবাবু। আপনি যা জানেন আমরাতো এর কিছুই জানি না। মতিবাবু ক্লান্ত হয়ে গেছেন কি-না সেজন্যে একটু রাগ করেছে।"

হরিনাথ একটু রাগভার দেখিয়ে পণ্ডিত বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "মাফ করে দিলাম আপনাদের। এখন চলুন পীর আলীর বাড়ীর দিকে। সন্ধা ঘনিয়ে রাত হয়েছে। এখনই পীর আলীকে হত্যা করার মোক্ষম সময়।" এই বলে হরিনাথ জোর পায়ে হাঁটতে শুরু করল পীর আলীর বাড়ীর দিকে। তারাও পিছু পিছু হরিনাথকে দেখে দেখে জোর পায়ে হাঁটছে পীর আলীর বাড়ীর দিকে।

পীর আলীর বাড়ীর দক্ষিণে তেঁতুলতলায় এসে হরিনাথ পেছন দিকে ফিরে তাকাল। তারাও পেছন দিকে ফিরে তাকাল। হরিনাথ গাছ গোড়ায় খানিক সময় তাকিয়ে গাছটির চারদিকে ঘুরতে লাগল অবলিলায়। তারাও হরিনাথের পিছু পিছু সাতবার ঘুরলো গাছটির গোড়ার চারদিকে। মতিবাবু মনে মনে ভাবছে, একি করছে হরিনাথ। হরিনাথ ডান-বাঁয়ে দুবার তাকিয়ে গাছের ছালের সাথে ঠুয়া খেলো তিনবার। তারাও তিনবার ঠুয়া খেলো গাছের ছালের সাথে।

পণ্ডিতবাবু রেগে মেগে আগুন হয়ে হরিনাথের দিকে রোষাগ্নি চোখে তাকিয়ে বলল, "এ কি করছেন হরিনাথ বাবু? এসব করে তো আমাদের কপালে ছাল তুলে ফেলছি।"

হরিনাথ একটু হেসে বলল, "এতো উত্তেজিত হবেন না পণ্ডিত বাবু। এটা একটি মন্ত্র দিয়েছি পীর আলীর বাড়ীতে। যাকে বলে চোখ ভেলকি। এটা না হলে পীর আলীকে হত্যা করা যাবে না। আমি তো গয়া-কাশী বিন্দাবন আর কামরূপ থেকে এই দিক্ষাই নিয়ে এসেছি।"

কানাইলাল একটু এগিয়ে এসে হরিনাথের দিকে তাকিয়ে নম্রভাবে বলল, "আমাদের তো এতো বিদ্যে-বুদ্ধি নেই। আপনার প্রজ্ঞা বিষয়ে পণ্ডিতবাবু উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। আমি ঠিকই আপনাকে উপলব্ধি করতে পেরেছি। আপনার কাজ আপনি করুন। আমরা আছি আপনার সাথে।

নন্দ কষ্টবোধ করে কপাল হাতড়িয়ে কান্নাভাব দেখিয়ে বলল, "গাছের ছালের সাথে তিনবার ঠুয়া খেয়ে ভীষন ব্যথা পাচ্ছি কপালে।

উপেন্দ্রনাথ অবলিলায় বলল, "মা-কালীর জন্য ঠুয়া কেন, এর চে বেশী যদি আমাদের করতে হয়, তাই আমরা করব।"

মতিবাবু কোনো কথা বললো না। হরিনাথ ভূমি থেকে থলেটা কাঁধে তুলে তড়িঘড়ি ভাব দেখিয়ে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার যতো মন্ত্র-তন্ত্র আছে সবই আমি পীর আলীর ওপর প্রয়োগ করেছি। তাকে যাদু-টুনা করে জব্দ করেছি। আমার যাদু-

Edited by Ripon Sarkar

টুনা থেকে পীর আলী বেরিয়ে যাওয়ার আর কোনো পথ নেই। এখন আমি নির্বিঘ্নে-নিশ্চিন্তে পীর আলীকে হত্যা করে আপনাদের কাছে ফিরে আসব।"

মতিবাবু আনন্দে দিশেহারা হয়ে হরিনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, "সাবাস হরিনাথ, সাবাস। এতো দিনে আমাদের স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে।"

নন্দ লাফিয়ে বলে উঠলো, হরিনাথ বাবুর জয় হোক, হরিনাথ বাবুর জয় হোক।

হরিনাথ একটু কৃত্রিমভাব দেখিয়ে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি যাচ্ছি পীর আলীর বৈঠক খানায়। আপনারা তেঁতুল তলা বসে বসে রাম নাম জপেন।"

এ কথা বলে হরিনাথ তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে পীর আলীর বৈঠকখানায় ঢুকে গেল অবলিলায়।

তখন ক'জন মুসল্লি নিয়ে এশার বাদ সময়ে তালিম দিতেছিলেন পীর আলী। হরিনাথ বৈঠকঘরে দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবছে, কোন দিকে বসা গেলে পীর আলীকে হত্যা করতে সুবিধে হবে তা চিন্তা করে হরিনাথ দ্রুত হেঁটে অন্য মুসল্লিদের পাড়িয়ে - মাড়িয়ে পীর আলীর খুব নিকটে গিয়ে আসন কবে বসল।

পীর আলী সেদিকে ভ্রুপেক্ষ না করে পবিত্র কোরআনপাকের বিভিন্ন আয়াত বের করে ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝাচ্ছেন মুসলিদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। হরিনাথ ওদিকে তাকিয়ে কাঁচু মাচু করছে মনে মনে। পীর আলী মুসল্লিদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের পবিত্র কোরআনে আছে, মানুষ ইচ্ছে করলেই সবকিছু করতে পারে না, আল্লাহ্ তালার ইচ্ছেও লাগে। কেননা, প্রতিটি মানুষের রূহের সাথে আল্লাহ্ রূহ। তবে আল্লাহ মানুষকে তাঁর নিজ ইচ্ছায় ক্ষমতা বা তাকওয়া দিয়ে থাকেন। ওই তাকওয়া দিয়ে যদি কোনো বান্দা আল্লাহকে জয় করতে পারেন বা আল্লাহ্কে সন্তোষ্ট করতে পারে তবে আল্লাহ ওই বান্দার যে কোনো কথা বা পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে। আল্লাহ বিশ্ব ব্রাহ্মান্ডের একমাত্র মালিক। তাঁর ওপর কোনো শক্তি নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়।"

পীর আলীর বয়ান শুনে হরিনাথ মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে থেকে মনে মনে চিন্তা করল, যিনি বিশ্ব ব্রাহ্মান্ডের মালিক তাঁর মন যদি জয় করতে পারি তবেতো তিনি আমার কথা শুনবেন এবং পরামর্শ গ্রহণ করবেন। এটাইতো বড় শক্তি। তবে মিছে মিছে কেন ওসব দেব-দেবীর পূজো করব। এই মনে করে হরিনাথ উঠে দাঁড়াল। ভক্তিসহ পীর আলীর দিকে মাথা নত করে বিনয় চোখে তাকাল। তখনও পীর আলী বয়ান দিচ্ছেন মুসল্লিদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

হরিনাথ মনে মনে চিন্তা করল পীর আলী আমাকে একটুও ভয় পায়নি। আমার খারাপ আচরণে আমাকে কোনো জিজ্ঞাসাও করেনি। তিনি অনড় ও অকুতোভয়। তাহলে তিনিই মহান পুরুষ এবং তাঁর চরিত্রই মানবিক চরিত্র। তিনি ধৈর্য্যশীল মহাপুরুষ। তাঁকে আমি হত্যা করতে পারি না। যাকে দিয়ে মানব জাতির কল্যান সাধিত হয়ে থাকে তাকে হত্যা করা অন্যায়। এই মনে করে হরিনাথ ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে চলে আসলো বৈঠকঘরের দরজার বাইরে। তখন আকাশে চাঁদের আলোতে চারদিক ফক্ ফকা। স্পষ্টই দেখা যায় দিগন্তের প্রকৃতিকে। হরিনাথ দিক্ বিদিক চিন্তা

Edited by Ripon Sarkar

না করে একটু দ্রুত পায়েই হেঁটে চলে আসে তেঁতুল তলায়। তেঁতুল তলা থেকে নন্দ হরিনাথকে এদিকে আসতে দেখে আনন্দে দিশেহারা হয়ে বলতে লাগল হরিনাথ বাবুর জয় হোক।

মতিবাবু দু'পা এগিয়ে হরিনাথের কাছে এসে আনন্দ মনে বলল, জানি তোমার দ্বারা পীর আলীকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে, সেজন্যেই তোমাকে এ কঠিন কাজটি করার দায়িত্ব দিয়েছি। তা তুমি পীর আলীকে শেষ করে দিয়েছ তো?'

হরিনাথ চিন্তিত ভাব দেখিয়ে বলল, "পীর আলীকে হত্যা করতে পারিনি মতিবাবু।"

মতিবাবু রেগে মেগে বাঘ হয়ে বলল, "কেন? কেন?"

পণ্ডিত বাবুও তাজ্জব চোখে হরিনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, "কেন? কেন?"

হরিনাথ বিনয়ের সাথে নম্রভাব দেখিয়ে বলল, "আমিতো পীর আলীকে শেষ করে দেওয়ার জন্যে অঙ্গিকার করে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর মানবিক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে আর কোরআনের বানী শুনে ও পীর আলীকে মহাপুরুষ জেনে তাঁকে হত্যা করতে আমি সক্ষম হইনি মতিবাবু। আমাকে মাফ করে দিন।

মতিবাবু রেগে মেগে অস্থির হয়ে বলল, "না। তোমাকে মাফ করা যায় না। তুমি আমাদের জাত-কুল ধ্বংসকারী, আমাদের অনিষ্টকারী, তুমি আমাদের চরমশত্রু, তুমি ধোঁকাবাজ। তোমাকে মাফ করা যায় না?

এই বলে মতিবাবু মুখ ঘুরিয়ে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই বেঈমানকে তোমরা ধর! আঘাত কর ! পীর আলীর বদলে তাকে তোমরা হত্যা কর?"

মতিবাবুর কথা মতো নন্দ, পণ্ডিত বাবু কানাইলাল যখন হরিনাথকে মারার জন্য উদ্যত হলো তখন হরিনাথ অবস্থা বেগতিক দেখে দৌড়াতে থাকে পীর আলীর বাড়ীর দিকে। ওরাও দৌড়াতে থাকে হরিনাথের পিছু পিছু। যেই হরিনাথ পীর আলীর বাড়ীর ভিতরে ঢুকে গেল সেই মতিবাবু ও অন্যরা থেমে গেল হরিনাথকে মারতে। মতিবাবু ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে জোর কণ্ঠে পীর আলীর বাড়ীর দিকে তাকিয়ে বলল, "এ বেলায় রক্ষে পেলি হরিনাথ? পরবর্তীতে দেখা যাবে।

এ কথা বলে মতিবাবু পিছু ফিরে অন্যদের নিয়ে পা বাড়ায় গন্তব্যে।

হরিনাথ মনে মনে চিন্তা করল, মতিবাবুরা আর কখনোই আমাকে গ্রহণ করবে না। আমি তাদের শত্রু হয়ে গেছি। এ বেলায় রক্ষা পেলেও পর বেলায় হয়ত তাদের হাত থেকে রক্ষা পাব না। পীর আলীই এখন আমার আশ্রয়স্থল। এই মনে করে হরিনাথ ধীর পায়ে হেঁটে পীর আলীর বৈঠক ঘরে ঢুকে গেল অবলিলায়।

পীর আলী বিস্ফারিত চোখে হরিনাথের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে একটু হেসে বলল, "এসো যুবক, আমার সম্মুখে এসে বসো। আমার অন্তর চোখে তোমার প্রথম আগমনেই তোমাকে বুঝতে পেরেছি। তোমার মতিগতিও আমি উপলব্ধি করেছি। বাঁচা-মরার মালিক আল্লাহ। তিনি মানুষকে মৃত্যুর নির্ধারিত সময় বেঁধে দিয়েছেন। তুমি ইচ্ছে করলেই আমাকে হত্যা করতে পারবে না।

Edited by Ripon Sarkar

হরিনাথ দ্রুত পায়ে পীর আলীর নিকটে হেঁটে গিয়ে মেঝে লুটে পড়ে পীর আলীর দু'পায়ে চেপে ধরে কেঁদে কেঁদে বলল, "মহাবতার, আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আপনার কথা সঠিক। আপনি মহামানব। আমি যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছি, আল্লাহর উপর কোনো শক্তি নেই। সকল শক্তির উৎস তিনি।

সুতরাং আপনি আমাকে মুসলিম করে নিন।

পীর আলী অবলিলায় বলল, "তোমার উদ্দেশ্য ভালো। তুমিও আল্লাহ প্রিয় বান্দা। রাত অনেক হয়েছে। এখানেই তুমি শুয়ে পড়। আমি একটু অস্বস্তিবোধ করতেছি। আমাকে আর এক দন্ড এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

হরিনাথ বিনয়ের সাথে বলল, "মহাবতার, আমি কি আপনাকে একটু ধরে এগিয়ে দিতে পারি।"

পীর আলী বলল, "তা দরকার হবে না। আমি যেতে পারব অন্দর মহলে।"

এই বলে পীর আলী ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে বৈঠক ঘর থেকে বেরিয়ে বকুল গাছের গোড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন মাথার উপরে পূর্ণিমার চাঁদ। বকুল ফুলের সুগন্ধে চারদিকে মৌ মৌ। পীর আলী ডানদিকে খানিক পথ হেঁটে জগন্নাথ কুশারীর ঘরের কাছে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াল। ঘরের ভিতর থেকে জগন্নাথ কুশারী মনে মনে ঠাহর করল, দরজার বাইরে পীর আলী দাঁড়িয়ে আছে। এই মনে করে জগন্নাথ কুশারী দরজা খুলে দিয়ে খানিকটা বিস্মিত বোধ করে বিনয়ের সাথে পীর আলীকে বলল, "বাবা, আপনি! এতো রাতে!"

পীর আলী আস্তে স্বরে বলল, "তুমি একটু এসো জগন্নাথ। আমি খুবই অস্বস্তিবোধ করছি। মনে হয় আমার জীবন অবসান হয়ে যাবে।"

এই কথা বলেই পীর আলী ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজ ঘরে গিয়ে পালঙ্কে শুয়ে পড়লেন। খানিক বাদে জগন্নাথ অবলিলায় পীর আলীর ঘরে ঢুকে পালঙ্কের পাশে একটি চেয়ারে বসলেন। তখন পীর আলী চোখ বুজে থেকেই আস্তে স্বরে বলল, "জগন্নাথ এসেছ।"

জগন্নাথ বিনয়ের সাথে বলল, "জ্বী বাবা, আমি এসেছি।"

পীর আলী বলল, "এই তল্লাটে আমার অনেক ভূ-সম্পত্তি রয়েছে, তা তুমি জান এবং ভিটে ভূমিও কয়েকটি, এগুলো তুমিই সব দেখা শুনা করবে। এগুলি সব তোমার।

এটা বাবার দয়া।

দয়া নয় জগন্নাথ, এটা আমার কর্তব্য।

জগন্নাথ কোনো কথা বললো না।

খানিক বাদে চোখ বুজে থেকেই পীর আলী কাহিল স্বরে বলল, "আমার কর্ণে ওপরের ডাক এসে গেছে জগন্নাথ। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার অন্তর চোখে একটা জ্যোতি দেখতে পাচ্ছি। যে জ্যোতি পৃথিবীকে আলোকিত করবে, সে আলোর বিচ্ছুরণে পৃথিবীর মানুষ আনন্দিত হবে। আমার মনে হচ্ছে তোমার বংশের মধ্যে পৃথিবীকে আলোকিত করতে এমন একজন আসতেছে।

Edited by Ripon Sarkar

এই কথা বলে পীর আলী নিথর হয়ে চোখ বুজে রইলেন বিছানায়।

জগন্নাথ খানিক সময় পীর আলীর নিথর দেহের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছে, হুজুর ঘুমিয়ে পড়েছেন। এই মনে করে জগন্নাথ উঠে দাঁড়ালেন। নিজ ঘরের দিকে পা বাড়াতেই জগন্নাথ পেছনে মুখ ফিরিয়ে পীর আলীর দিকে তাকিয়ে দেখেন, পীর আলীর শয্যার পশ্চিম দিকে সাদা পোষাক পরিহিত মুখে সাদা ধব ধবে দাড়ি, মাথায় সাদা চুল- একজন বৃদ্ধলোক চোখ বুজে বসে আছেন। অতো রাতে পীর আলীর শয্যাপাশে বৃদ্ধলোককে দেখতে পেয়ে জগন্নাথ বিস্ময় বোধ করে মনে মনে। জগন্নাথ দরজার পাশ থেকে দু'পা এগিয়ে পীর আলীর দিকে যেতেই ওই বৃদ্ধলোকটি অবলিলায় জগন্নাথকে বলল, "পীর আলী তোমার কে হয়?"

জগন্নাথ বিস্মিত হয়ে ভয় ভয় মনে বলল, "বাবা।

তখন বৃদ্ধলোকটি কোনো কথা না বলে বাতাসের উপর ভর করে নিমেষেই জানালা দিয়ে দ্রুত উড়ে বের হয়ে গেলেন।

জগন্নাথ এরূপ দৃশ্য দেখে খুবই ভয় পেয়ে গেলেন মনে মনে। দু'পা এগিয়ে দরজার কাছে এসে আবারও জগন্নাথ মুখ ফিরিয়ে তাকালেন পীর আলীর মৃত দেহটির দিকে। খানিক সময় ওদিকে দাঁড়িয়ে থেকে দরজা পেরিয়ে দুর্বা বিহীন উঠোনে এসে চারদিকে একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন তিনি। কোথাও কেউ নেই। আকাশের তারা গুলো নিথর। কোথাও কোনো শব্দও নেই। পশ্চিম আকাশে পূর্ণিমার চাঁদটি ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। জগন্নাথ সেদিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে বাড়ীর ফটকের কাছে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়বোধ করলেন মনে মনে। জগন্নাথ লক্ষ্য করল, ক'জন ব্যক্তি খাট কাঁধে চেপে এদিকে দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছে। লোকগুলোর পরনে সাদা পোষাক। তারা অবলিলায়ই ঢুকে গেলো বাড়ীর প্রধান ফটক ডিঙ্গিয়ে উঠোনে। জগন্নাথ এগিয়ে গেলো তাদের কাছে। খাটে হাত দিয়ে তাদের সাথে কাঁধ থেকে খাট উঠোনে নামালো। জগন্নাথ একটু অপেক্ষা করে ওদের একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনারা কে? আপনাদের কাউকেইতো আমি চিনতে পারছি না। দয়া করে আপনাদের পরিচয় দিন?

আগন্তুকদের মধ্যে একজন বলল, "আমরা ফুলতলা থেকে এসেছি। আমাদের আপনি চিনবেন না। পীর আলী ইন্তেকাল করেছে, তা আমরা জেনেই এখানে এসেছি। উনাকে এখনি আমরা এই খাটে চাপিয়ে ফুলতলায় নিয়ে যাব। ওখানেই ওনাকে দাফন করা হবে।"

জগন্নাথ অবলিলায় বিস্ময়বোধ করে আগন্তুকদের বলল, "এটা কেমন কথা, কাউকে না জানিয়ে মৃত আব্বা হুজুরের লাশ আপনারা নিয়ে যাবেন। আমি কি আপনাদের সংগে যেতে পারি না?"

একজন আগন্তুক বলল, "আপনাকে যেতে হবে না। সূর্য উদয়ের পর ফুল তলায় বটবৃক্ষের নীচে পীর আলীর কবর দেখতে পাবেন।"

একথা বলে আগন্তুকগণ পীর আলীর লাশ খাটে তুলে কাঁধে চাপিয়ে খুবই দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে গেল বাড়ীর বাইরে।

Edited by Ripon Sarkar

জগন্নাথ বিস্ফারিত চোখে ওদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে চলে আসে মসজিদের পাশে চাতালে। তখন সকাল হয় হয়। চারদিকে লাল সূর্যের কাঁচা রোদের আলো দেখা যায় দিগন্তে। জগন্নাথ লক্ষ্য করল, চাতাল থেকে খানিক দূরে মেঠোপথের ধারে ঝোপ-ঝাড়ের কাছে কোনো একজন পুরুষলোকের কান্না শুনা যাচ্ছে। জগন্নাথ কান খাড়া করে ব্যাপারটি আন্দাজ করার চেষ্টা করলেন। খানিক চিন্তা করে ওই ঝোপ-ঝাড়ের দিকে পা বাড়ালেন সাহস করে। যেতে যেতে চিন্তা করলেন, এখনতো কোনো শব্দ শুনছি না। হতে পারে আমার কোনো ভুল শুনা। তবুও তিনি ওই ঝোপ ঝাড়ের মাঝখানে খালী জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বাঁদিকে তাকিয়ে দেখলেন, 'একজন মধ্যবয়সী পুরুষলোক দুর্বাঘাসে সটান শুয়ে আছে। লোকটির মুখে কোনো রা নেই। জগন্নাথ লোকটি আপাদ-মস্তক তাকালেন। লক্ষ্য করলেন, লোকটির পায়ে সাপের দুটি দাঁতের কামড়ের চিহ্ন। পাশে ঝোপঝাড়ের গাছের গোড়ায় কিছু লতাপাতা পেঁচিয়ে থাকতে দেখে ওদিকে এগিয়ে গেলেন জগন্নাথ। দু তিনটে লতা ছিঁড়ে এনে পুরুষলোকটির পায়ে বেঁধে দিলেন অবলিলায়। অতঃপর লোকটিকে কাঁধে তুলে নিলেন। ডান দিকে তাকাতেই দেখেন বুড়ো বয়সের একটি বিষাক্ত সাপ জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। কিন্তু জগন্নাথ সেদিকে তাকিয়ে ভয় না পেয়ে লোকটিকে নিয়ে আসে মস্‌জিদের পাশে চাতালে।

পঞ্চানন কুশারী পুরুষলোকের নিঃসাড় দেহ চাতালে পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত পায়ে হেঁটে মৃত লোকটির কাছে গিয়ে জগন্নাথকে জিজ্ঞেস করল, লোকটি কে? এখানে কেন?

জগন্নাথ বলল, "লোকটিকে সাপে কেটেছে। একটু জার-ফুঁক করে যদি ভালো করা যায়, সেজন্যে এখানাটায় নিয়ে এসেছি।

পঞ্চানন লোকটির চারদিকে ঘুরনা দিয়ে লোকটিকে ভালো করে দেখে জগন্নাথকে বলল, "লোকটিতো মরে গেছে। মৃত ব্যক্তি নিয়ে টানা হেঁচড়া কেন?"

জগন্নাথ কোনো কথা বললেন না।

পঞ্চানন চলে গেল নিজেদের ঘরে।

জগন্নাথ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবছেন, লোকটির সৎকার কিভাবে করা যায়। এই মনে জগন্নাথ পায়চারী করতে করতে লক্ষ্য করলেন, দক্ষিণ দিকে মেঠোপথে একজন যুবতি এদিকে দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছে। যুবতিটির পরণে সাদা শাড়ী কাপড়। জগন্নাথ বিস্মিত হয়ে ওদিকে তাকালেন। যুবতি মেয়েটি চাতালের সীমানায় ঢুকে সাপে কাটা মৃত ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে জগন্নাথকে বলল, "এ-কি! আমার পতি এখানে কেন? মরে গেছে না-কি? খানিক বাদে যুবতি মেয়েটি রোষাগ্নি চোখে জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে বলল, " তুমিই আমার পতিকে হত্যা করেছ। তুমি আমার পতির হত্যাকারী?"

এ কথা বলে যুবতি মেয়েটি চাতালে দেরী না করে পাগলের মতো কাঁদতে কাঁদতে দৌড়াতে থাকে ওই মেঠোপথ ধরে। মেঠো পথ থেকে নেমে মতিবাবুর বাড়ীর ফটকের সামনে দিয়ে যেতেই নন্দের চোখ পড়ে যায় যুবতির উপর। তখন মধ্যাহ্ন সময় আসন্ন। নিদাঘ দুপুরের পথ ঘাট প্রান্তর নিরব নিথর। নন্দ একটু দ্রুত পায়ে হেঁটে

Edited by Ripon Sarkar

যুবতির চলার পথে বাঁধা দিয়ে একটু হেসে বলল, "তোমার চোখে জল কেন দেবী-স্বরসতি? কেউ মেরেছে, বকা দিয়েছে।"

যুবতি মেয়েটি কথা বলে না।

নন্দ যুবতি মেয়েটির আরও একটু কাছে গিয়ে বলল, "কথা বলো রূপসি। আশ্‌পাশেতো মানুষজন কেউ নেই। শুধু তুমি আর আমি।"

যুবতি মেয়েটি অবলিলায় কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ওই পীর আলীর বাড়ীর লোকেরা আমার পতিকে হত্যা করেছে। হত্যা করে চাতালে শুয়ারে রেখেছে।"

সে হবে 'ক্ষণ। এসো না আমরা একটু পুকুর ঘাটে যাই। এ সময় ওখানে কেউ থাকবে না। শুধু তুমি আর আমি থাকব ওখানে। তোমার সাথে আমি মিষ্টি কথা বলবো।

কিসের মিষ্টি কথা?

প্রেমের কথা, ভালোবাসার কথা।

পথ ছাড়ুন, পথ ছাড়ুন? নয়তো আমি চিৎকার করব।

এ সময় এখানটায় চিৎকার করে কোনো লাভ হবে না। কেউ তোমার চিৎকার শুনবে না। কেউ কাছে আসবে না।

যুবতি মেয়ে দিক্ বিদিক চিন্তা না করে নন্দের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দৌড়াতে থাকে মতিবাবুর বাড়ীর দিকে। 'ফটকের কাছে এসে মেয়েটি একবার পেছন দিকে তাকিয়ে নন্দকে খানিক দূর দেখে ফটক ডিঙ্গিয়ে মতিবাবুর ঘরের দাওয়ায় গিয়ে দরজায় কড়াঘাত করতে থাকে অবলিলায়।

মতিবাবু দরজা খুলে দিল।

মেয়েটির চোখে জল। নন্দ পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কাঁচুমাচু হয়ে।

মতিবাবু একটু বিস্ময়বোধ করে নম্রভাবে মেয়েটিকে বলল, "তোমার কি হয়েছে মা। বলো আমাকে।"

নন্দ গদ গদ করে বলল, "আমি বলছি মেয়েটির দুঃখের কথা।

মেয়েটি চুপ।

নন্দ বলল, মেয়েটির পতিকে ওই পীর আলীর লোকেরা হত্যা করেছে। আপনার কাছে সেই বিচার নিয়ে আসছিলো। আমি ওকে একটু সাহায্য করে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।"

মতিবাবু রেগে মেগে আগুন হয়ে বলল, "কি? পীর আলীর লোকেরা এখন আমার তল্লাটের লোকদের হত্যা করা শুরু করে দিয়েছে। এতো আর সহ্য করতে পারছি না।

মতিবাবুর কুদানি-পাদিন শুনে পণ্ডিতবাবুর ঘুম ভেঙে যায় বৈঠক ঘরে। তিনি মনে মনে ভাবলে, মধ্যাহ্নভোজের পর একটু নিন্দ্রা যাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য হিতকর। এটা বুঝি আর হলো না। মতিবাবু চরম রেগে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে। এক্ষুনি যেতে হয় ওখানে।

পণ্ডিতবাবু বৈঠকঘর থেকে নেমে দু'পা হেঁটে গিয়ে বিনয়ের সাথে মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এই অসময়ে কর্তার মেজাজটা তিরিক্ষি করে দিল কোন্ বেয়াদব। তার বিচার করা অপরিহার্য।

Edited by Ripon Sarkar

নন্দ বলল, "সঠিক কথা বলেছেন পণ্ডিতবাবু।

মতিবাবু রাগ থামিয়ে বলল, "কে আর আমার মেজাজটা তিরিক্ষি করবে? ওই পীর আলী? এখন তার লোকেরা আমার তল্লাটের লোকদের হত্যা করা শুরু করেছে।"

পণ্ডিতবাবু রেগে মেগে বলল, 'সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে পীর আলী। এটার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে?'

নন্দ বলল, "শুধু মেয়েটির স্বামীকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। মেয়েটিকেও তাড়া করেছে তারা। আমার কাছে মেয়েটি তাই বললো।

মেয়েটি মনে মনে ভাবে হায় ভগবান, এ কি খেলা তোমার। আসল কথা বলে দিলে তাদের কাছে বিচার পাব না। বরঞ্চ আমাকে নষ্টা মেয়ে বলবে। চুপ থাকাই উত্তম।

তখন বিকেল। মধ্য আকাশ থেকে গড়িয়ে পশ্চিম আকাশে নামছে সূর্য। রোদের তেজ তেমন কমেনি। কানাইলাল বাবু ছাতাটা মাথায় ফুটিয়ে তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে মতি বাবুর বাড়ীর দিকে আসছে অবলিলায়। মতিবাবু ওদিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছে, কানাইলাল বাবুর আগমন শুভ। অদ্যই পীর আলীর বিষয়ে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

পণ্ডিত বাবুও সেদিকে তাকিয়ে আছে বিস্ফারিত চোখে। কানাই লাল বাবু ফটক ডিঙ্গিয়ে বৈঠক ঘরের দিকে যেতে যেতে মতিবাবুর দিকে হাসি দিয়ে তাকিয়ে বলল, "বাবু, বড় খুশীর খবর নিয়ে এসেছি। সবই মা কালীর দয়া।"

মতিবাবু মেজাজ খারাপ রেখেই বলল, বলুন, আপনার খুশীর খবর কানাইলাল বাবু?

কানাইলাল বলল, "আগে বৈঠক ঘরে যাই তো বলব। একটু জলের পিপাসা লেগেছে। জল পান করতে হবে।

নন্দ বলল, "এক্ষুনি যাচ্ছি জল আনতে।"

কানাইলাল বাবু আরাম কেদারায় বসে তালের পাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে বলল, "মতিবাবুর জয় হোক, মতিবাবুর জয় হোক, বড় সু সংবাদ নিয়ে এসেছি।"

মতিবাবু অবলিলায় বলল, "জয় হবে পরে, এখন বলুন, সু সংবাদটা কি?

নন্দ জলের পাত্র কানাইলালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই নিন জল। পান করে নিন।"

কানাই লাল জল পান করতে করতে বলল, "পীর আলী পরলোকে গমন করেছে। লোকান্তরিত। স্বর্গে গেছে।"

এ কথা শুনে মতিবাবু আনন্দে দিশেহারা হয়ে হাঁ হাঁ করে উচ্চস্বরে আসতে শুরু করল।

মেয়েটি মনে মনে চিন্তা করল, এ প্রৌঢ় লোকের এ হাসি তো ভালো হাসি না। কি না কি ঘটনা ঘটে যায়। এই মনে করে মেয়েটি জড়োসড়ো হয়ে দরজার কাছে দাঁড়াল।

মতিবাবু হাসতে হাসতে বলল, এতো খুশীর খবর আমি আর কখনো আমার জীবনে পাইনি। এখন পথের কাঁটা দূর হলো। এখন আর পীর আলীর বংশধরদের

Edited by Ripon Sarkar

খতম করতে অসুবিধা হবে না। ওদের যত তাড়াতাড়ি দেশ ছাড়া করা যায় ততোই আমাদের জন্য ভালো। কি বলো কানাই লাল?

কানাই লাল একটু বিচক্ষণতার সাথে বলল, এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে- কিভাবে পীর আলী বংশের সবাইকে দেশ ছাড়া করা যায়।"

পণ্ডিত বাবু বলল, "কানাই লাল বাবুর সিদ্ধান্ত সঠিক।"

নন্দ বলল, "আমাকে মতিবাবু যা হুকুম করবে তাই আমি করতে পারব।"

মতিবাবু গুরু গম্ভীর ভাব দেখিয়ে বলল, "ওদের দেশ ছাড়া করতে প্রয়োজনে যা করতে হয় তাই করব। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। ওরা সনাতনী নাম ধরে যবনের সাথে হাত মিলিয়ে আমাদের জাত কুল সব শেষ করে দিয়েছে। প্রয়োজনে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পীর আলীর বাড়ীর ঘর দোর পুড়িয়ে ছারখার করে দেব।"

কানাইলাল রাগ দেখিয়ে বলল, "মতিবাবুর সিদ্ধান্ত সঠিক। এটা না করলে আমাদের কালী মা খুশী হবে না।

পণ্ডিত বাবু অবলিলায় বলল, "পীর আলী এখন লোকান্তরিত, তো কে ওদের রক্ষে করবে। এখনই ওদেরকে শেষ করে দেওয়ার মোক্ষম সময়।"

নন্দ বলল, "আমিই পীর আলীর বাড়ীতে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিতে পারব।"

মেয়েটি এতোক্ষন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের সবার কথাই কান খাড়া করে শুনল। মনে মনে ভাবল, এ কেমন সাংঘাতিক কথা। আগুন ধরিয়ে ঘর পুড়িয়ে দেবে। ওরাতো ভালো মানুষ নয়। নন্দ লোকটাও খবিস। এখানটায় আর এক দন্ডও থাকা ঠিক হবে না। এ মনে করে মেয়েটি বৈঠকঘর থেকে বেরিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে চলে আসে ফটকের কাছে। তখন সন্ধ্যে হয় হয়। মেয়েটি মনে মনে চিন্তা করল, আমার পতিকে পীর আলীর বাড়ীর কেউ হত্যা করেনি। অন্য কোনো ঘটনায় আমার পতি মারা গেছে। আমার পতির মৃত্যুর ঘটনাটি আমার ভালো করে জানার দরকার ছিল। সে যাই হোক। এখন মতিবাবুদের কুমতলবটি পীর আলীর বাড়ীর মানুষজনদের জানিয়ে দেওয়া অপরিহার্য। এখানে আর এক দন্ডও দাঁড়িয়ে নয়। এই মনে করে মেয়েটি মেঠোপথ ধরে রওনা হলো পীর আলীর বাড়ীর দিকে। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত। পুব আকাশে থালার মতো চাঁদ উঠেছে কিছুক্ষণ আগে। মেয়েটি চাঁদের দিকে তাকাল। মনে হলো চাঁদ যেন মেয়েটির সাথে পীর আলীর বাড়ির দিকে যাচ্ছে। তারকা গুলোও চাঁদের সাথে সাথে যাচ্ছে।

মেয়েটি থমকে দাঁড়াল। ভাবল, আমি মেয়ে মানুষ। একা একা পুরুষ লোকের ঘরে যাওয়া ঠিক নয়। বৈঠক ঘরে একাধিক পুরুষের আসর। ওখানে যুব-বৃদ্ধ পুরুষেরা বসে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করছে। এ সময় বৈঠক ঘরে যাওয়া অনুচিত। এরূপ চিন্তা করে মেয়েটি বৈঠক ঘরের দরজায় জোর শব্দ করে করাঘাত করল। তাতে কোনো কাজ হলো না। দরজায় দ্বিতীয়বার করাঘাত করল মেয়েটি।

বৈঠক ঘর থেকে পঞ্চানন কুশারী কান খাড়া করে বুঝতে পারল, দরজার বাইরে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চানন উঠে দাঁড়াল। খানিকটা বিস্মিত হয়েই ধীর পায়ে

Edited by Ripon Sarkar

হেঁটে হেঁটে চলে আসলো দরজার কাছে। দরজার দুই ডানায় হাত রেখে মাথা বের করে ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে কেউ নেই। কিন্তু অদুরেই আলো আধারীতে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় গাছতলায়। পঞ্চানন বেরিয়ে পড়ল বৈঠক ঘর থেকে। খানিক হেঁটে গাছ গোড়ার কাছে গিয়ে বুঝতে পারল, একজন মেয়ে মানুষ দক্ষিনমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘোমটা মাথায়। পঞ্চানন পেছন দিক থেকে মেয়েটিকে বলল, "আপনি কে? রাতের বেলায় এ গাছতলায় দাঁড়িয়ে কেন?"

মেয়েটি এদিকে না ফিরেই বলল, "আমার পতিকে আপনারা হত্যা করেছেন। তাই আমার পতির শোকে আমি এ এলাকায় ঘুরে বেড়াতেছি, হত্যাকারীকে চিহ্নিত করতে চাই?"

পঞ্চানন বিস্ময়বোধ করে বলল, "কে আপনার পতিকে হত্যা করেছে? কোথায়? কিভাবে?"

জগন্নাথ কুশারী আমার পতিকে হত্যা করেছে। চাতালে তার লাশ আমি দেখতে পেয়েছি।

এটা আপনার ভুল ধারণা, জগন্নাথ কুশারী আপনার পতিকে হত্যা করেনি। আপনার পতিকে বিষাক্ত সাপে কেটেছে। বরঞ্চ তিনি জঙ্গল থেকে বহন করে এনে চাতালে শুয়ারে রাখে এবং মৃত ব্যক্তির সৎকার করে।

মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে বলল, "আপনার মুখে সত্য কথাটি শুনে আমার ভুল ভেঙ্গে গেল। আমার এরূপ আচরণের জন্য আমাকে মাফ করে দেবেন। তবুও এ রাত বিরেতে আপনাদের একটি বিশেষ উপকার করার জন্য এখানটায় এসেছি।"

কি উপকার, বলুন?

আজ রাতই মতিবাবুর লোকেরা আপনাদের বাড়ীতে আক্রমন করবে। তারা অনেকলোক নিয়ে আসবে। উদ্দেশ্য, অপনাদের দেশ ছাড়া করা। আপনারা সজাগ থাকবেন। আমি চললাম।

এ কথা বলে মেয়েটি বিলীন হয়ে গেল অন্ধকারে।

পঞ্চানন চিন্তিত মনে বৈঠক ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। মনে মনে ভাবলেন, এ দেখছি বড় মুশকিল। সনাতনী মূর্তি পূজারকরা আমাদেরকে সহ্য করতে পারছে না। এরূপ চিন্তা করতে করতে পঞ্চানন লক্ষ্য করল বৈঠকঘরের চালায় কে যেন ঢিল ছুঁড়ছে। পঞ্চানন, জগন্নাথ, শুকদেব, দীন নাথ তারা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেল বৈঠক ঘরের চালায় ঢিল ছোঁড়ার শব্দ শুনে। পঞ্চানন খানিক সময় অপেক্ষা করে রেগে মেগে দ্রুত পায়ে হেঁটে বৈঠক ঘরের দরজা খুলে দিয়ে মুখ বের করে জোর কণ্ঠে বলল, "কে আপনারা? কেন বৈঠকঘরে ঢিল ছুঁড়েছেন? কি আমাদের অপরাধ?"

মতিবাবু তেড়ে মেড়ে জোর পায়ে হেঁটে পঞ্চাননের সামনে এসে জোর কণ্ঠে বলল, "আমরা এ তল্লাটেরই লোক। তোমাদের দেশ ছাড়া করতে তোমাদের বাড়ীতে আক্রমন করার জন্য নিদের্শ দিয়েছি। এজন্যেই তারা তোমাদের বৈঠকঘরে ঢিল ছুঁড়েছে।

পঞ্চানন বলল, কেন? কি আমাদের অপরাধ?

Edited by Ripon Sarkar

তোমাদের অপরাধ তোমরা যবন, ম্লেচ্ছ তোমরা পীর আলীর বংশধর। তোমরা এ'ও মনে রেখ, তোমরা যদি এ দক্ষিন ডিহি ছেড়ে না যাও, তবে আমার লোককে আমি আদেশ করব যেন তারা তোমাদের বাড়ীর আগুন লাগিয়ে দেয়।

এ কথা বলে মতিবাবু দলবল নিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে গেল পীর আলীর বাড়ীর সীমানা থেকে।

পঞ্চানন হতাশ মনে কিংকর্তব্যমিমূঢ় হয়ে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে বৈঠকঘরে চলে আসে। জগন্নাথ কুশারী বসা থেকে দাঁড়িয়ে জোর পায়ে হেঁটেই পঞ্চাননের কাছে এসে বলল, "ঘটনাটা কি বাবা? এরা কারা? কেন আমাদের বাড়ীতে ঢিল ছুঁড়লো।"

পঞ্চানন খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, "ওরা মতিলাল চক্রবর্তীর লোক। রূপসায় তাদের বাস। আমাদের দেশ ছাড়া করতে আমাদের বাড়ীতে ঢিল ছুঁড়ছে। আমাকে শাসিয়ে বলল, "যদি আমরা দক্ষিন ডিহি ত্যাগ করে না যাই তবে তারা আমাদের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেবে।"

জগন্নাথ তাজ্জব হয়ে বলল, "এতো সাংঘাতিক ভয়ানক কথা। এটা বড় অমানবতা। সেজন্যে তাদের ভয় পেলে চলবে না। আমরা তাদের মোকাবেলা করব।"

পঞ্চানন রাগ দেখিয়ে বলল, "কি করে করবে? ওরা সংখ্যায় অনেক।"

শুকদেব আরো বেশী রাগ দেখিযে বলল, "সেজন্যে কি আমাদের বাপ দাদাদের ভিটে ভূমি ছেড়ে চলে যাব?"

দীননাথ কুশারী বলল, " আমি এসব গোলমাল সহ্য করতে পারব না। তাদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে প্রয়োজনে দেশত্যাগ করাই উত্তম।"

পঞ্চানন বলল, "কাকাবাবু ঠিকই বলেছে। দেশত্যাগ করাই উত্তম। যেখানে জীবনের নিরাপত্তা নেই, সেখানে না থাকাই ভালো।"

শুকদেব বলল, "তোমরা কাপুরুষের মতো কথা বলছ। কখনো আমরা বাপদাদাদের ভিটেভূমি রেখে কোথাও যাব না।"

জগন্নাথ বলল, "শুকদেব ঠিকই বলেছে। মরতে হয় এখানেই মরব। আমাদের ভিটে ভূমি রেখে কোথাও যাব না।"

এই কথা বলে শুকদেব ও জগন্নাথ বৈঠক ঘর থেকে উঠে দ্রুত পায়ে চলে গেল।

পঞ্চানন খানিক চিন্তা করে দীন নাথের দিকে তাকিয়ে বলল, "কাকাবাবু, এ তল্লাটে আমি থাকছি না। আজ রাতই চলে যাব অন্য কোথাও। ভাগ্য উন্নয়নেরও চেষ্টা করতে হবে।"

দীন নাথ বলল, "তাহলে বাপু আমাকেও তোমার সংগে নিয়ে যাও।"

পঞ্চানন বলল, "আপনি যেতে চাইলে আপত্তি করব না।"

দীণ নাথ বলল, "আজ রাতই চলো আমরা রওনা হয়ে যাই। কাল যেন আর দুষ্ট লোকের মুখ না দেখতে হয়।

পঞ্চানন বলল, "তাই হবে কাকাবাবু । "ভোর সকালেই আমরা রওনা হয়ে যাব। তখন কাক পক্ষীও আমাদের দেখবে না।"

Edited by Ripon Sarkar

দীননাথ অবলিলায় বলল, "রাত শেষ হতে তো তেমন বাকী নেই। আমরা বরঞ্চ এখনই রওনা দিতে পারি। ভয় নেই। বিধাতা আমাদের সংগে আছেন। তিনি আমাদের সাহায্য করবে।"

পঞ্চানন কথা না বাড়িয়ে থলের মধ্যে কাপড় চোপড় রাখছে অবলিলায়। কিছু চিড়া-মুড়ি-গুড়ও রাখল থলের মধ্যে। সর্বশেষ লোহার তৈরী একটি বল্লম রাখল থলেতে। অতঃপর একটি বাঁশের শক্ত লাঠি হাতে নিয়ে দীননাথকে বলল, চলুন কাকাবাবু। বাইরের আলো বাতাস আমাদের ডাকছে। এখন আর দেরী করা ঠিক হবে না।

দীননাথ একটু বিস্ময়বোধ করে পঞ্চাননের দিকে তাকিয়ে বলল, "থলেতে বল্লম ঢুকিয়ে নিলে কেন পঞ্চানন? লাঠিও হাতে নিলে, এটার কি দরকার?"

কাকাবাবু আপনি এসব বুঝবেন না। পথে ঘাটে কতো কিছুর ভয় আছে, উঁচু নীচু বন-বনানী দিয়ে হেঁটে যেতে হবে কলকাতায়। দিন-রাত কদিন যায়, কে জানে? ভাগ্যিস নৌকা অথবা অন্য কোনো যানের ব্যবস্থা হলে তো ভালো।

কিন্তু লাঠি আর বল্লম দিয়ে আমরা দু'জন বিপদ এড়াতে পারব?

সৎ সাহস থাকলে অবশ্যই পারব। এখন চলুন বেরিয়ে পড়ি?

একথা বলে দীননাথ ও পঞ্চানন বৈঠকঘর থেকে বেরিয়ে চলে আসলো রাস্তায়।

তখন পশ্চিম আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ডুবো ডুবো। পৃথিবীর মাটিতে অন্ধকার নেমে আসছে ক্রমশ। বুড়ো তারকা গুলো অলস হয়ে বসে আছে আকাশে। পঞ্চানন বলল, "কাকাবাবু, এখানটায় অন্ধকার এখনো কাটেনি। ভোর হতে হয়তো আরও ঘণ্টা আধেক লাগবে। আমাকে দেখে দেখে আসুন।"

দীননাথ বলল, তাই করছি। কিন্তু এখানটায় দুদিকে ঝোপ ঝাড়। হিস্র পশুদের ভয়তো আছেই। তার উপর ভূত টুতের ভয় তো ফেলে দেওয়া যায় না। পঞ্চানন কোনো কথা বললো না।

খানিক পথ হেঁটে এসে দীননাথ থমকে দাঁড়াল। বাঁদিকে কিছুলোককে এদিকে আসতে দেখে দীননাথ ওদিকে তাকিয়ে রইল। লোকগুলোর মধ্যে চারজনের কাঁধে বাঁশের খাপের তৈরী মাচাঙের মতো খাটে মৃত ব্যক্তির লাশ। চারজন কাঁধে চাপিয়ে মৃত মানুষের লাশ নিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে নদীর ধারে। দীননাথ ওদিকে তাকিয়ে রইলো বিস্ফারিত চোখে। লাশের পেছনে ক'জন মেয়ে মানুষ কপালে করাঘাত করে উচ্চ শব্দে কাঁদছে অবলিলায়। ওই লোকজন যখন দীননাথের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো তখন দীননাথ তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করে বলল, "কে মারা গেল গো, কি হয়েছিল?"

একজন লোক উত্তর দিল, কালাজ্বরে মারা গেছে। নদীর পাশে চিতায় যাচ্ছি লাশ নিয়ে।

দীননাথ মনে মনে ভাবল, সবই বিধাতার ইচ্ছা।

পঞ্চানন খানিক পথ এগিয়ে থেকে দূর থেকে দীননাথকে ডেকে বলল, "কাকাবাবু, ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন যে, হেঁটে আসুন এদিকে।

Edited by Ripon Sarkar

দীননাথ দ্রুত পায়ে হেঁটে পঞ্চাননের কাছে গিয়ে বলল, লোকটি কালাজ্বরে মারা গেছে। ওরা লাশ নিয়ে যাচ্ছে চিতায়।

পঞ্চানন একটু রাগ দেখিয়ে বলল, ওসব দেখে কি হবে? অনেক দূরের পথ। দ্রুত পায়ে হাঁটুন।

দীননাথ কোনো কথা বলল না। পঞ্চানন খানিক পথ হেঁটে এসে দীননাথের দিকে তাকিয়ে বলল, সামনের বন্ধুর পথ। সাবধানে হেঁটে আসুন । এই পথটুকু পেরিয়ে যেতে পারলে নদীর ওপারে গিয়ে মাইল তিনেক পথ হাঁটলে আমরা কলকাতার সীমানায় পৌঁছে যাব।

দীননাথ কোনো কথা না বলে পঞ্চাননের পিছু পিছু হেঁটে হেঁটে চলে আসে নদীর ঘাটে। ঘাটপাড়ে ছোট বাজারের কাছে বট বৃক্ষের নীচে ছনের চালার তলায় চায়ের দোকানের সামনে টুলে বসে কেউ কেউ চা পান করছে। আবার কেউ বা বট বৃক্ষের নীচে ছায়ায় খেয়া পাড়ের নৌকোর অপেক্ষায় জিরোয়। পঞ্চানন ও দীননাথ ওই বট বৃক্ষের নীচে চায়ের দোকানের সামনে টুলের একাংশ খালী দেখে ওখানে অবলিলায় বসে পড়ে। তাকিয়ে থাকে ওপাড়ের খেয়া পারের নৌকার দিকে।

খেয়া যখন ঘাটে এসে লাগল তখন যাত্রীরা হুর হুর করে বট বৃক্ষের তলা থেকে নেমে গেল খেয়া নৌকার কাছে। তড়িঘড়ি করে নৌকাতে চেপে বসল সবাই। পঞ্চানন মনে মনে ভাবল, এসেছি তো বিদেশ, বিভুঁই। কোথায় ঠাঁই মিলে বিধাতা জানে। পাশে নৌকোর গুলুইয়ের কাছে বসে ক'জন হাত নেড়ে চেড়ে গল্প করছে চুটিয়ে। ওদের মধ্যেই একজন দার্শনিকের মতো ভাব ধরে তাকিয়ে আছে পঞ্চানন ও দীননাথের দিকে। তার নাম সদানন্দ। পরনে ধুতি। বয়স চল্লিশোর্ধ। সদানন্দ মনে মনে ভাবল, ওরা দু'জন তো এ তল্লাটের কেউ নয়। দেখেতো তাই মনে হয়। মনে হয় দু'জনই শিক্ষিত। পুরোহিত। ওদের সান্নিধ্যলাভে কল্যান হতে পারে। এই মনে সদানন্দ গলুইর কাছ থেকে সরে এসে নৌকোর পাটাতনে ওদের কাছে এসে পঞ্চাননের দিকে তাকিয়ে বিনয়ের সাথে বলল, "নমস্কার ঠাকুর জি।"

পঞ্চানন বলল, "নমস্কার।"

সদানন্দ একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "মনে হচ্ছে এ তল্লাটে আপনারা আর কখনো আসেননি। আপনাদের দেখে তাই মনে হচ্ছে।

পঞ্চানন দীননাথের দিকে তাকিয়ে খানিক সময় চুপ থেকে মাথা তুলে সদানন্দকে বলল,"বিধাতার ধরায় মানুষের কোথাও যেতে নিষেধ নেই।"

দিননাথ অবলিলায় বলল, "পঞ্চানন ঠিকই বলেছে, এ' এলাকায় আমরা নতুন এসেছি।"

সদানন্দ মনে মনে ভাবল, তাদের দেখেতো মনে হচ্ছে অসাধারণ মানুষ তারা। তাদের চাওয়া পাওয়া, কথা বার্তার মধ্যে কেমন যেন দেবত্ব ভাব। ওরা দেবতাওতো হতে পারে। অনেক সময় দেবতারাও মানুষের বেশ ধারন করে পৃথিবীর মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য ধরায় নেমে আসে। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা পুন্য লাভের

Edited by Ripon Sarkar

উপায় হতে পারে। এই মনে সদানন্দ বিনয়ের সাথে দীননাথের দিকে তাকিয়ে বলল, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছে করছেন আপনারা?"

পঞ্চানন একটু হতাশভাব দেখিয়ে বলল, "কোথায় যে আমরা যাব, সেটা মনস্থির করতে পারছি না আমরা।"

সদানন্দ হাসি খুশি মনে অবলিলায় বলল, "যদি মনে কিছু না করেন তবে আমাদের এলাকায় এসে ক'দিন কাটিয়ে যান।"

পঞ্চানন অবলিলায় বলল "আপত্তি করব না। তবে জায়গাটা কোথায়?"

সদানন্দ অবলিলায় বলল, গোবিন্দপুর। হরিজন এলাকায় ওখানে অধিকাংশই গরীব লোক।"

পঞ্চানন অবলিলায় বলল , "দেবতারা গরীব লোকদেরই বেশী পছন্দ করেন। কেননা গরীব লোকেরা দেবতাদের তুষ্ট করতে ভুল করে না।"

সদানন্দ মনে মনে ভাবল, তাহলে কি ওরা দু'জন দেবতা। হয়তো বা তাই হতে পারে।

ঘাটে এসে খেয়া নৌকো যখন কূলের সাথে ধাক্কা খেয়ে লাগল তখন পঞ্চানন ও দীননাথ নৌকোর পাটাতন থেকে উঠে দাঁড়াল। সদানন্দ দীননাথকে হাতে ধরে উঠিয়ে বলল, "আস্তে করে নৌকো থেকে নামবেন, কূলের মাটি পিচ্ছিল, পড়ে যেতে পারেন?"

দীননাথ কোনো কথা বললো না।

পঞ্চানন হেঁটে হেঁটে যেতে যেতে বলল, "এখান থেকে কত দূরে গোবিন্দপুর?

সদানন্দ বলল, "বেশি দূর হবে না। মাইলেক পথ দূর হবে। পায়ে হেঁটে যেতে কষ্ট হচ্ছে ঠাকুর।"

না, না, ভালোই লাগছে হাঁটতে। চারদিকে ফসলের মাঠ, পথের ধারে ফুল ফলের গাছ, ভালোই লাগছে।

ঠাকুরের হাঁটতে অসুবিধা হলে বেয়ারা দিয়ে পালকি পাঠিয়ে দেই।

না, না, এর দরকার হবে না।

এ সময় দীননাথ লক্ষ্য করল, বেশ কিছু যুবা পুরুষ লোক এদিকে বেশ দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে। ওদের এভাবে আসতে দেখে দীননাথ মনে মনে একটু ভয় বোধ করল। ভাবল, কোনো ডাকাত-টাকাতের কবলে পড়িনিতো। পঞ্চানন ওদিকে তাকিয়ে থেকে সদানন্দকে বলল, "ওই যে এদিকে দ্রুত পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসছে ওরা কারা?"

সদানন্দ বিনয়ের সাথে বলল, "ওরা আমাদেরই লোক। আপনাদের সম্মান প্রদর্শন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এদিকে আসছে। দেবতাদের সম্মান করতে হয় কি-না। সেজন্যে।

দীননাথে মনে মনে ভাবল, বিধাতার খেলা বুঝা মুশকিল। আমরা হলেম নিজ তল্লাট থেকে বিতাড়িত যবন, ম্লেচ্ছ। কিন্তু এখানটায় এসে হয়ে গেলেম দেবতা।

Edited by Ripon Sarkar

সদানন্দ উচ্চ স্বরে শব্দ করে আগত যুবা পুরুষদের বলে দিল, ঠাকুরদের সাথে এখন কোনো কথা বলা যাবে না। গন্তব্যে পৌঁছলে, আরাম আয়াশের পর ঠাকুরের অনুমতিক্রমে কথা বলা যাবে। যুবাপুরুষদের মধ্যে একজন বলল, "ঠাকুরদের হাঁটিয়ে নেওয়াটা অপরাধ। পালকি দিয়ে নেওয়া শ্রেয়। আমরা সংগে করে পালকি নিয়ে এসেছি।"

সদানন্দ বলল, "ঠাকুরের সেবা কারাই আমাদের আনন্দ।"

পঞ্চানন মনে মনে ভাবল, ছিলাম কুশারী হয়ে গেলাম ঠাকুর। মনে হয় বিধাতার আশির্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হয়েছে। এরূপ চিন্তা করে পঞ্চানন মুখ উপর করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়ে দীননাথের দিকে তাকিয়ে বলল, "কাকাবাবু পালকিতে চেপে বসুন?"

দু'জনই পালকিতে চেপে বসল অবলিলায়। সদানন্দ বেয়ারাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "উঁচু নিচু পথে আস্তে ধীরে যেও। ঠাকুরদের অসুবিধা যেন না হয়।"

দীননাথ মনে মনে আনন্দ বোধ করে পালকির পর্দা ফেলে দিলেন। পঞ্চানন একটু বিরক্তি বোধ করে দীননাথের দিকে তাকিয়ে বলল, "কাকাবাবু, নড়াচড়া কম করুন। আমাদের আচরনে যেন ওরা আমাদেরকে হেয় না করে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।"

দীননাথ নড়েচড়ে চুপচাপ বসে রইলেন পঞ্চাননের কথা শুনে।

খানিক পথ যাওয়ার পর পঞ্চানন লক্ষ্য করল, পালকি যেন চার বেয়ারা ভূমিতে বসিয়ে দিল অবলিলায়। জায়গাটা মনে হলো কোনো বাড়ির আঙিনা। পালকির দরজার কাছে ক'জন পুরুষ মানুষের পা দেখা যায় একত্রে। সদানন্দ ওই মানুষজনদের সরিয়ে দিয়ে অতিথিদের দিকে তাকিয়ে বিনয়ের সাথে বলল, "ঠাকুর, এখানেই পালকি থেকে নামতে হবে।"

এ কথা বলে সদানন্দ পালকির পর্দা সরিয়ে দিলে পঞ্চানন ও দীননাথ পালকি থেকে নেমে গেল অবলিলায়। সদানন্দ ঠাকুরের হাত ধরে, উঠোনে চারদিকে একবার ঘুরনি দিয়ে টালির চালার একটি ঘরের নিয়ে সাজানো গোছানো একটি পালঙ্কে বসিয়ে দিয়ে পঞ্চাননের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠাকুর, পালঙ্কে খানিক সময় বিশ্রাম করুন।" এ কথা বলে সদানন্দ দরজার শিকল লাগিয়ে দিয়ে বাইরে চলে গেল ।

দীননাথ একটু ভয় পেয়ে পঞ্চাননের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিছুইতো বুঝতে পারছিনা। দরজার শিকল লাগিয়ে আমাদের বন্দি করে রাখল। কোনো বিপদে পড়িনিতো পঞ্চানন।

পঞ্চানন একটু ধমকের সুরে দীননাথকে বলল, "চুপ করুন কাকাবাবু? আমরা ভয় পেলে ওরা আমাদের ভক্তি করবে না। আমাদের ওরা দেবতা জানে। কোনো কথা বলবেন না।"

দীননাথ চুপ।

খানিক বাদে দরজার শিকল খোলার শব্দ শুনল দীননাথ। দরজার দু' অংশ ফাঁক হয়ে গেল সাথে সাথে। দীননাথ একটু ভিতু মনে সপ্রতিভ হয়ে দরজার দিকে তাকাল।

Edited by Ripon Sarkar

পঞ্চাননও ওদিকে তাকাল। লক্ষ্য করল, সদানন্দ একজন বৃদ্ধাকে নিয়ে আসছে। মনে হল বৃদ্ধা ভয়ানক অসুস্থ।

সদানন্দ বৃদ্ধাকে হাতে ধরে পালঙ্কের কাছে এনে পঞ্চাননের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠাকুর, তিনি আমার মা। সব সময়ই অসুস্থ থাকে। তার জন্যে একটু আশির্বাদ করুন ঠাকুর।"

পঞ্চানন খানিকক্ষণ চোখ বুজে নিঃশব্দে ধ্যানরত রইলেন আসন করে বসে থেকে। দীননাথও সেভাবেই বসলেন। সদানন্দ বৃদ্ধাকে নিয়ে বাজপড়া মানুষের মতো দাঁড়িয়ে রইল পালঙ্কের সামনে।

খানিক বাদে পঞ্চানন চোখ মেলে তাকালেন বৃদ্ধার দিকে। কিছুটা মন্ত্র তন্ত্র পড়ার ভাব দেখালেন। অতঃপর বললেন "সদানন্দ তোমার মায়ের সব রোগ সেরে যাবে। ধ্যান মগ্ন হয়ে আমি তাই দেখতে পেয়েছি।"

সদানন্দ আনন্দ মনে বৃদ্ধাকে নিয়ে চলে গেল ঘরের বাইরে।

কিন্তু আবারও দরজায় শিকল লাগিয়ে দিল অন্য একজন যুবাপুরুষ এসে।

পঞ্চানন কান খাড়া করে বুঝতে পারল, ঘরের বাইরে উঠোনে অনেক পুরুষ মাহিলার কথা বার্তা হচ্ছে। দীননাথ খানিকটা ভীতু মনেই নিঃশব্দে বসে আছে পালঙ্কে। তাকিয়ে দরজার দিকে। পঞ্চানন কোনো কথা না বলে ধীরে ধীরে পালঙ্ক থেকে নেমে দীননাথের দিকে তাকিয়ে বলল, কাকাবাবু আপনি পালঙ্কেই বসে থাকুন। নড়াচড়া করবেন না। আমি খানিক বাদে আসব।"

দীননাথ কোনো কথা বললেন না। হেঁটে দরজার কাছে গিয়ে দরজায় আস্তে করে ধাক্কা দিতেই দরজার শিকল পরে গেল এবং দরজা খুলে গেল। পঞ্চানন উঠোনের দিকে তাকালেন। উঠোনে জমায়েত লোকজনদের দেখে মনে মনে খানিকটা আনন্দবোধ করলেন পঞ্চানন। উঠোনের মানুষজন হাস্যোনজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে রইল পঞ্চাননের দিকে। সদানন্দ আনন্দচিত্তে একটি হাতল ওয়ালা চেয়ার দরজার কাছে এনে পঞ্চাননের দিকে মাথা অবনত করে তাকিয়ে বিনয়ের সাথে বলল, "ঠাকুর আরাম কেদারায় বসুন?"

পঞ্চানন দু পা ঝুলিয়ে দিয়ে চেয়ারের দুই হাতলে দু'হাত রেখে আরাম করে বসল। দুহাত জোর করে কপালে ঠেকিয়ে নরম সুরে উঠোনের লোকজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "নমস্কার।"

উঠোনের লোকজন একত্রে বলে উঠল নমস্কার। পঞ্চানন নরম সুরে উঠোনের লোকজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি আনন্দবোধ করছি আপনাদের আমার প্রতি মধুর ব্যবহারে। আপনাদের আপ্যায়নে এবং আমার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের জন্য। সেজন্যে আমি আপনাদের ভালো কামনা করছি বিধাতার কাছে। পাশাপাশি তা'ও আমি আশা করি যে সমাজবোধ আর জীবনবোধ আপনাদের ভালো থাকতে হবে। আপনাদের শিক্ষিত হতে হবে, জ্ঞানী হতে হবে। এ কথা বলে পঞ্চানন চেয়ারে বসে পড়লেন।"

সদানন্দ খানিক দূর থেকে পঞ্চাননের দিকে দু'পা এগিয়ে এসে উপস্থিত লোকজনের দিকে তাকিয়ে বলল, ঠাকুর আমাদের এখনে থাকবে। ঠাকুরের পরামর্শ

Edited by Ripon Sarkar

নিয়ে আমরা চলব। ঠাকুর আমাদের মনিব। আমরা ঠাকুরের সেবা করব। আমাদের সেবায় মুগ্ধ হয়ে ঠাকুর যেন এখানেই থাকেন সেজন্যে আমরা সকল ব্যবস্থ্যা করব।

উপস্থিত লোকজন সদানন্দের কথা শুনে হাঁ সূচক সায় দিল।

পঞ্চানন চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকজনদের দিকে হাস্যোজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে ঘরে ঢুকে গেল অবলিলায়। দীননাথ একটু আলস্যভাব দেখিয়ে পঞ্চাননের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাপু এখানটায় তো বেশ ক'দিন হয়ে গেল। কোথায় যাবে, কি করবে- এসব নিয়ে কোনো কিছু ভাবছ?"

পঞ্চানন অবলিলায় বলল, সেতো ভাবছি, কিন্তু সে যাই হোক, জয়দেবকে দেখতে বড়ই ইচ্ছে করছে। আপনি রূপসায় গিয়ে জয়দেবকে নিয়ে আসুন?"

বলো কি পঞ্চানন। জানা নেই শুনা নেই এই বিদেশ বিভূঁই জয়দেব আর বৌমাকে নিয়ে আসব। খাওয়াবে কি?

সে আপনি ভাববেন না। বিধাতা খাবারের ব্যবস্থা করে দেবেন। দীননাথ একটু চিন্তা করে বলল, "সে বাপু তুমি বোঝ? তা আমি কি এক্ষুনি চলে যাব?"

এ সময় যাওয়াটা মন্দ হবে না।

তাহলে বাপু আমি চল্লেম।

এ কথা বলে দীননাথ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পঞ্চানন মনে মনে ভাবলেন, এখানটায় থেকে যাত্রা শুরু করতে হবে। জীবন যুদ্ধ করতে হবে। সুদূরের দিকে তাকাতে হবে। সুদূরকে জয় করতে হবে। এসব চিন্তা করতে করতে দরজার দিকে তাকাতেই দেখে সদানন্দ এদিকে আসছে। পেছনে চল্লিশোর্ধ্ব একজন ভদ্রলোক। তা দেখে পঞ্চানন একটু নড়েচড়ে আসন করে গুরু গম্ভীর ভাব নিয়ে বসল। সদানন্দ দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে পঞ্চাননের দিকে তাকিয়ে বিনয়ের সাথে বলল, নমস্কার ঠাকুর।"

পঞ্চানন একটু হাসি মুখে সদানন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, "নমস্কার"। তো পেছনের ভদ্রলোকটি কে সদানন্দ?

অপু বাবু। অর্থাৎ অপুচন্দ্র বিশ্বাস। অনেক সমস্যা নিয়ে এসেছে আপনার কাছে।

কি সমস্যা?

অপু বাবু মাথা নত করে বিনয়ের সাথে বলল, "দশ বৎসরের বেশী হবে বিয়ে করেছি, কিন্তু এ পর্যন্ত ভগবান সন্তান দেন নি। আমার সহায়, সম্পদ অঢেল। কিন্তু এগুলো দেখা শুনা করার লোক নেই। আমার অক্ষর জ্ঞান তেমন নেই। বিদেশীরা এসে কখন আমার এসব জমি-জিরেত দখল করে নেয়, বলা যায় না। তাই আপনার এখানে এলেম এসব জানাতে।"

পঞ্চানন খানিক সময় চুপ থেকে বলল, ভারি ভয়ানক কথাতো। ভেবে দেখতে হবে কি করা যায়।" সদানন্দ বিনয়ের সাথে অনায়াসে বলল, " ঠাকুরের দয়া পাওয়ার জন্যে অপু বাবু এখানে এসেছে। যদি কিছু বুদ্ধি-শুদ্ধি দিয়ে অপু বাবুর সমস্যা সমাধান করা যায় তো সেদিকে একটু ঠাকুরের নজর দেওয়া উচিৎ।"

Edited by Ripon Sarkar

অপু বাবু অবলিলায় বলল, "আমার ইচ্ছে ঠাকুর আমার বাড়ীতে চলে যাবে। ওখানে ঠাকুর যদি আমার জমি জিরেত সম্পদের দিকে একটু খেয়াল দেন তো আমি দুশ্চিন্তা মুক্ত হবো।"

সদানন্দ রেগে মেগে আগুন হয়ে বলল, "এটা কেমন কথা অপু বাবু? ঠাকুর এসেছে আমার বাড়ীতে। এখানটায় ঠাকুর দিনযাপন রাতযাপন করছে, আর আপনি ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রস্তাব দিচ্ছেন, এটা কেমন কথা?"

পঞ্চানন নরম সুরে বলল, রাগ করো না সদানন্দ। বিধাতার ইচ্ছে সবই হয়। বিধাতার রূহ মানুষের রূহের সাথে মিশ্রিত। অপু বাবুর সহায় হওয়া মানবিক কর্তব্য। তা তোমার যদি এ বিষয়ে কোন আপত্তি থাকে সেটা তুমি বলো?

সদানন্দ বিনয়ের সাথে বলল, "আমার কোনো আপত্তি নেই। ঠাকুরের সেবা করাই আমার ধর্ম। ঠাকুরের ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে।

এই কথা বলে সদানন্দ ঠাকুরকে নমস্কার দিয়ে চলে গেল ঘরের বাইরে।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অপু বাবু দরজার দিকে পা বাড়াতেই পঞ্চানন বলল, দাঁড়াও অপু বিশ্বাস? কোথা যাচ্ছ তুমি? তোমাকে তো আমি যেতে বলিনি?

অপু বাবু বিনয়ের সাথে বলল, "এটা ঠাকুরের দয়া।"

পঞ্চানন অবলিলায় বলল, "আমি তোমার প্রতি মুগ্ধ, সন্তোষ্ট আমি তোমার বাড়ীতে থাকব। কিন্তু আমার কিছু কথা তোমাকে মানতে হবে।

"অপু বাবু অবলিলায় বলল, সে কি বলছেন ঠাকুর। আপনার সব কথা আমার জন্যে শিরোধার্য্য। যে কোনো বিষয়ে আপনার কথার কোনো ব্যতিক্রম হবে না ঠাকুর।"

পঞ্চানন বলল "ঠিক আছে। তাহলে তুমি এখন যাও? এখন আমি বিধাতার সন্তে ষ্টির জন্য মালাজপ করব।

অপু বাবু মাথা নত করে চলে গেল ঘর থেকে।

পঞ্চানন মনে মনে চিন্তা করল, বিধাতা বুঝি আমার প্রতি মুখ তুলে তাকিয়েছে। বিধাতাকে ধন্যবাদ। সদানন্দের চোখে আমি দেবতা অপু বাবুর চোখেও আমি দেবতা। অর্থাৎ এ তল্লাটের সবার চোখে আমি দেবতা। আমি কাউকেই শত্রু জানি না। সবাই আমাকে দেবতা জেনে মান্য করে। এটা বিধাতারই ইচ্ছে। এটার প্রতি আমার আগ্রহ থাকা উচিৎ। এই মনে করে পঞ্চানন পালঙ্ক থেকে নেমে ঘরের মেঝে পায়চারি করতে করতে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে পালঙ্কের দিকে তাকাল। পালঙ্কের পাশে জানালাটা খোলা। বাইরের চাঁদের আলোতে কামিনীফুলের গাছটি দেখা যাচ্ছে জানালা দিয়ে। পঞ্চানন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরে শব্দ বিহীন প্রকৃতি। মধ্য আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। চারদিকে নিরব, নিস্তব্ধ। পঞ্চানন মনে মনে ভাবছে, আমাদের পূর্ব পুরুষ পীর আলী বলেছেন, নিরব নিরিবিলিতে জীনদের চলা ফেরা হয় পৃথিবীতে। ওসব জিনদের মধ্যে ভালো মন্দ আছে। মন্দ জিনেরা পৃথিবীর মানুষদের ভয় দেখিয়ে থাকে। কিন্তু বিধাতা সহায় থাকলে কিছুই করতে পারে না। এই মনে করে পঞ্চানন হাঁটছে ক্ষেতের আইল ধরে অপু বাবুর বাড়ীর দিকে। পঞ্চানন অদূরেই লক্ষ্য করল, ঘন

Edited by Ripon Sarkar

বৃক্ষলতার ফাঁকে হারিকেনের আলো দেখা যায়। মনে হলো যেন আলোটা এদিকেই আসছে। পঞ্চানন থমকে দাঁড়ালো। কিছুটা ভয়ও পেল মনে। আলোটা যতই কাছে আসছে ততই আলোটায় অস্পষ্ট তিনজন মানুষের অবয়ব দেখা যাচ্ছে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে। পঞ্চানন ভয় না পেয়ে মনে মনে বিধাতাকে স্মরণ করতে লাগলেন। মনে মনে ভাবলেন, এ সময়টায় ভুত-প্রেতের চলাফেরা করতে কোনো বাধা নেই। ভুত, প্রেতগুলো বিভিন্ন প্রাণীর অবয়ব ধারন করে, মানুষকে ভয় দেখায়। আমিও হয়ত এমনই সমস্যায় পড়ে গেলাম। এসব ভেবে-টেবে পঞ্চানন দু'পা এগিয়ে বাতিটার কাছে যেতেই বুঝতে পারল, কাকাবাবু জয়রাম এবং শান্তনা দেবী আসছে এদিকে। ওদের দেখে পঞ্চনন মনে মনে একটু আনন্দবোধ করে কাকাবাবু দিকে তাকিয়ে বলল, "এতো রাতে আসাটা ঠিক হয়নি কাকাবাবু? পথে কতোকিছুর ভয় থাকে।"

দীননাথ অবলিলায় বলল, "কি আর করি বাপু, রুপসায় এখনো আমাদের উপর সনাতনীদের অত্যাচার চলছে পথে ঘাটে। ভাবলাম, যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততোই মঙ্গল। তাই এলাম।"

পঞ্চানন বলল, "ভালোই হয়েছে। কিন্তু আমাদের অবস্থানের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। সদানন্দের বাড়ীতে এখন আর নেই। এখন আমি যাচ্ছি অপু বাবুর বাড়ীতে। তোমরা আমাকে দেখে দেখে এসো।"

দীননাথ কোনো কথা বললো না।

শান্তনা দেবীও এতোরাতে কোনো কথা বলার প্রয়োজন মনে করল না।

পঞ্চানন হাঁটছে অপু বাবুর বাড়ীর দিকে। বাঁদিকে ছাতার মতো একটি বয়স্ক গাব গাছ। গাব গাছের পাতায় ডালে অন্যগাছের লতার পাতার বেষ্টনী। গাছতলার দুর্বাঘাসের গালিচা। গাছটির চারদিকে খানিক দূর দূর ছোট ছোট গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে শান্ত্রীর মতো। পঞ্চানন সেদিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল। শান্তনা দেবী, জয়দেব ও দীননাথও দাঁড়াল। বেশ অনেকক্ষণ সময় অতিবাহিত হলেও পঞ্চানন ওখান থেকে এক কদমও নড়ছে না। শুধু বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে ওই গাব গাছটির দিকে। দীননাথ মনে মনে ভাবছে। এ-কি কান্ড! পঞ্চানন যাচ্ছে না কেন? সারারাত হেঁটে হেঁটে এসেতো খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। শান্তনাদেবী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ছে মনে মনে। কিন্তু পঞ্চাননের সাথে রাগ করে কথা বলার সাহস পাচ্ছে না শান্তনা দেবী। জয়রাম এখানটায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অধিক ক্লান্ত বোধ করে ধৈর্য্যহারা হয়ে অবলিলায় পঞ্চাননকে বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে থেকে গাব গাছের দিকে তাকিয়ে কি দেখছেন বাবা? আমারতো এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ব্যথা করছে?"

পঞ্চানন গুরুগম্ভীর ভাব দেখিয়ে বলল, "ভবিষ্যৎ?"

ভবিষ্যৎ! এ কি বলছেন বাবা আপনি! গাছতলায় ভবিষ্যৎ! আমিতো এটার কোনো কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝবে। কিছুদিন পরেই বুঝবে।

Edited by Ripon Sarkar

এই বলে পঞ্চানন খুব দ্রুত পায়ে হেঁটে গাব গাছতলার পশ্চিমমুখী হয়ে আসন করে বসল। চোখ বুজে বিধাতাকে স্মরন করতে লাগল মনে মনে। শান্তনা দেবী বাঁদিকে, জয়দেব ডান দিকে এবং দীননাথ পেছনে পঞ্চাননের পাশে বসল।

তখন সকাল হয় হয়। পুব আকাশে লালরঙের বাহার। অপুবাবু পুব আকাশের দিকে খানিক তাকিয়ে মনে মনে ভাবছে, ঠাকুর কি তাহলে সদানন্দের বাড়ীতে রয়ে গেল। আমার কাছে মিথ্যে বলল। না! না! ঠাকুর মিথ্যে বলতে পারে না। ঠাকুর দেবতা, ঠাকুর পরমেশ্বর, আমরা ধারনা ভুল। এই মনে করে অপুবাবু হাঁটতে লাগল দক্ষিণ দিকে। খানিক পথ হেঁটে গাবতলায় পঞ্চাননকে চোখ বুজে ধ্যানরত অবস্থায় দেখে ওদিকে বিস্ফারিত চোখে খানিক সময় তাকিয়ে খুব দ্রুত পায়ে হেঁটে পঞ্চাননের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বলল, "ঠাকুর আমার কোনো ভুল হয়নি তো! আপনি এখানটায়, এই গাবতলায়।" পঞ্চানন ক্ষীনস্বরে বলল, "আমি আর তোমার বাড়ীর দিকে এগুতে সক্ষম হইনি,ওপারের ডাক এসে গেছে। আমার পরলোকগমনের পর আমার মৃতদেহের এখানেই সমাধি কর। আমার অবশিষ্ট কাছ আমার পুত্র জয়রাম করবে। এই বলে পঞ্চানন দুব্বাঘাসের মধ্যেই ঢলে পড়লেন।

শান্তনাদেবী বাজপড়া মানুষের মতো তাকিয়ে রইলেন পঞ্চাননের দিকে। দীননাথ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, এ -কি হলো গো! আমার কেন এমনটা হলো না?

অপুবাবু পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলেন, খানিক দূরে একদল বাদক বাদ্য যন্ত্র বাজাতে বাজাতে এদিকে আসতেছে। জয়দেব ওদিকে তাকিয়ে আছে। শান্তনাদেবী ও দীননাথের ওদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। অপুবাবু ওঠে দাঁড়ালেন। তাকালেন ওদিকে। বাদকদল গাবতলার কাছাকাছি এলে অপুবাবু খানিক পথ হেঁটে বাদকদলের সর্দারের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত বোধ করল। মনে মনে বাদক সর্দারের পরনে কমলা রঙের পোশাক মাথায় পাগড়ি, শরীর ওদোম। অপুবাবু বিস্ময়াভুত হয়ে সর্দারের দিকে তাকিয়ে নম্রভাবে বলল, আপনাদেরতো এ তল্লাটে আর কখনো দেখেনি। এখানে কেন এসেছেন আপনারা?"

বাদক সর্দার বলল, "পঞ্চানন আমার বন্ধু। তার মৃত্যুর সংবাদ পেয়েই আমি এখানটায় এসেছি। তার সমাধি এখানেই হবে। এই ছিলো তার শেষ ইচ্ছে।"

জয়রাম বিস্ময়বোধ করে বলল, "ঠিক ঠিক। বাবা মৃত্যুর আগে এই কথাই আমাদের বলেছেন।"

অপু বাবু অবলিলায় বলল, "তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। এই গাবতলা ও এর আশপাশে সব জমি-জিরেত আমারই। এসব আমি ঠাকুরকে দিয়ে দিলেম। এতে সামান্যও ঠাকুরের আর্শিবাদ পেলে আমি তুষ্ট।"

জয়রাম বলল, "বাবার অনুপস্থিতিতে আপনাদের কল্যান সাধনে আমি সর্বদাই সচেষ্ট থাকব।"

শান্তনাদেবী কোনো কথা বললেন না।

অপু বাবু অবলিলায় জয়দেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "বড় আনন্দবোধ করছি ঠাকুর আপনার আশির্বাদ পেয়ে।

Edited by Ripon Sarkar

এই বলে অপু বাবু পেছন দিকে তাকিয়ে দেখেন, বাদক দলের কেউ নেই। কোনো বাদ্যযন্ত্রের শব্দও শোনা যাচ্ছে না। বিস্ময়াভূত হয়ে অপু বাবু বিনয়ের সাথে জয়রামের দিকে তাকিয়ে বলল, "এ- কি কান্ড! বাদক দল সব গেল কোথায়? এখানে তো কেউই অবশিষ্ট নেই। ওরা সব গেল কোথায়, ঠাকুর?"

জয়রাম বলল, "ওরা মানুষ নয়, স্বর্গীয় দূত। ওরা যেখান থেকে এসেছে সেখানেই চলে গেছে।

অপু বাবু মনে মনে ভাবল, আমি বড়ই ভাগ্যবান। শুধু দেবতাদের দেখা পাই। পরকালে আমার বাস হবে স্বর্গে। এরূপ চিন্তা করে জয়রামকে নমস্কার দিয়ে অপুবাবু চলেন গেল বাড়ীর দিকে।

জয়রাম মনে মনে চিন্তা করল, বিধাতার ইচ্ছে ব্যতিরেকে কোনো কিছু হয় না এ ধরায়। সূর্য উদিত হয় আর অস্তমিত হয় বিধাতার ইচ্ছায়। পাখীরা উড়ে বেড়ায় বিধাতার ইচ্ছায়, গাছের পাতা নড়ে বিধাতার ইচ্ছায়, রাতের বেলায় আকাশে তারকা ফুটে বিধাতার ইচ্ছায়, চাঁদ পৃথিবীতে আলো ছড়ায় বিধাতার ইচ্ছায়। পৃথিবী বিধাতার তৈরি করা বাগান। এ বাগানে শুধু নদ-নদী, খাল-বিল, বন-বনানী। পাখীরা ওই বন - বনানীতে ঘুরে বেড়ায় নিজ ইচ্ছায়। নদী বয়ে যায় তার আপন গতিতে। আকাশের তারাগুলো হেসে হেসে দেখে তা। আহা! কি সুন্দর এই পৃথিবী! কিন্তু এসব দেখে, ভেবে কি হবে? পৃথিবীর মানুষতো এসব নিয়ে কখনো ভাবে না। যা ভাবে তা হচ্ছে জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, পেশা, উন্নতি সুনাম, সুখ্যতি এসব নিয়ে। আমিতো ওই মানুষেরই একজন। আমার মধ্যেও থাকতে হবে সমাজবোধ পরিবেশবোধ, রাষ্ট্রবোধ এবং মানুষের কল্যান সাধনে স্বীয় চিন্তা। এসব ভাবতে ভাবতে জয়রাম ঘুমিয়ে পড়ে বিছানায়। তখন অনেক রাত। শান্তনাদেবী ডান দিকে তাকিয়ে দেখল, জয়রাম ঘুমে বিভোর। ঠান্ডা বাতাস বইছে চারদিকে। মনে হলো যেন, জয়রাম শীতে কাঁপছে। শান্তনা দেবী ওদিকে এগিয়ে গেল। জয়রামের গায়ে কাঁথাটা জড়িয়ে দিল। জয়রামের শিয়রে এসে পঞ্চানন মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে জয়রামকে স্বাদ বলল, বাবা জয়রাম, ঘুম থেকে জাগ গ্রহণ বর। ভারত বর্ষে বিদেশীরা আসতেছে। তোমাকে সমাজ সচেতন হতে হবে। রাষ্ট্রবোধ থাকতে হবে। জেগে উঠ এখনই।

খানিক বাদে শান্তনাদেবী ঘরে ঢুকে জয়রামের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কেমন যেন শব্দ হচ্ছে জয়রামের মুখ থেকে। বিস্ফারিত চোখে খানিক জয়রামের দিকে তাকিয়ে শান্তনাদেবী ওদিকে গেলেন। জয়রামের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে শান্তনাদেবী জয়দেবকে বলল, "বাবা উঠ উঠ। এখন শুয়ে থাকার সময় নয়। উঠ।" এ কথা বলে শান্তনা দেবী চলে গেল।

জয়রাম হাত পা নাড়াচাড়া করে ঘুম থেকে জেগে শুয়া থেকে উঠে বিছানায় বসল। তখন সূর্য পুব আকাশে উঁকি দেয়নি। উঠি উঠি করছে। তল্লাটের মানুষজন এখনো ঘুমে। জয়রাম বিছানা ছেড়ে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে দরজার কাছে এসে পেছনে মুখ ফিরিয়ে একবার মায়ের দিকে তাকাল। শান্তনা দেবী তখনও ঘুমে।

Edited by Ripon Sarkar

জয়রাম বাড়ীর আঙিনা দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে চলে আসে গাবতলায়। পঞ্চাননের সমাধির দিকে এক নজর তাকিয়ে মনে মনে ভাবলেন, বাবার বাক্য গুলো আমার জন্য শিরধার্য্য। ওগুলো পালন করতে হবে অক্ষরে অক্ষরে। ওগুলো আমার জীবনে সনাম সুখ্যাতি ও উন্নতি এনে দিবে। এসব ভাবতে ভাবতে জয়রাম লক্ষ্য করল, বনফুলের ছোট ছোট গাছের কাছে একটি মেঠো পথ। জয়রাম ওদিকে তাকাল। পাশেই ছোট ছোট গাছে গাছে হলুদ ফুলগুলো মৃদু মৃদু বাতাসে দুদোল দুলছে। এর মাঝে বড় গাছটির আড়ালে আলো আধারিতে মানুষ্য অবয়কের মূর্তি দেখে জয়রাম ভয় পেয়ে যায় মনে মনে। বিস্ময়বোধ করে। ও সামনে এগোয়। মনে মনে ভাবে, ভয় কিসের, বিধাতা তো আমার সংগেই আছেন। তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন। খানিক সময় এসব চিন্তা করে জয়রাম ধীরে ধীরে এগুতে থাকে ওই বড় গাছটির দিকে। কিন্তু গাছতলায় ওই মানুষটা নেই। সরে গেল মেঠো পথের দিকে। জয়রাম মেঠো পথের দিকে এগুতে থাকে। সামনে পানি শূন্য শুকনো গর্ত। ওই গর্তে নেমেই উপরে দিকে যেয়ে মেঠো পথে উঠতে হয়। জয়রাম গর্তে নেমে মেঠো পথের দিকে তাকাতেই দেখে ওই মানুষটি একটি নারী। মেয়ে মানুষ। যুবতি। কিন্তু ওই যুবতির শুধু পেছন দিকটুকু দেখা যায়। মাথায় কাপড় নেই। মেঘলা চুল গুলো কোমর অবধি মৃদু মৃদু বাতাসে নড়ছে, উড়ছে। জয়রাম ওই যুবতিকে দেখে মনে মনে বিস্ময়েবোধ করল। ভাবল, এ তল্লাটে তো এমন মেয়ে মানুষ আর কখনো দেখিনি। আদপে কি এটা মেয়ে মানুষ, না অন্যকিছু। এই মনে করে জয়রাম হাঁটতে থাকে যুবতির পেছন পেছন। তখনও যুবতিটি জয়রামকে দেখেনি। যুবতি হাঁটছে দক্ষিন দিকে। খানিক হাঁটার পর যুবতিটি থমকে দাঁড়াল। ভাবল কেউ যেন ওকে লক্ষ্য করছে। খানিক এরূপ চিন্তা করে আবার হাঁটতে থাকে সামনের দিকে। সমুখেই গঙ্গা। গঙ্গার পূর্ব দিকে সূর্য উঠি উঠি করছে। এখনো এখানটায় পুরাপুরি রাতের অন্দকার কাটেনি। যুবতি মেঠো পথ থেকে নেমে গন্ধ পাড়ের কাছে শুকনো জায়গায় খানিক দাঁড়িয়ে চারদিকে একবার মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। কোথাও কেউ নেই। তখন গঙ্গার পানি স্থির। একটু ঢেউও নেই পানিতে। আলো আধারিতে তা দেখা যায়। যুবতি ওই পানির দিকে তাকলো। নিজ অবয়র স্পষ্টই দেখায় ফটিক জলে। চোখ দুটো টানা টানা, ভ্রু ধনুকের মতো, অবয়রে পরাগ মাখা। এসব চিন্তা করে যুবতি একটু হাসল। আবারও চারদিকে একবার তাকাল। কোথাও কেউ নেই। তারপর মাথা থেকে আঁচলের কাপড়টি নামিয়ে কোমড়ের কাছে বাঁধল। এক পা পানিতে রেখে পূব আকাশে সূর্য দেবতার দিকে তাকিয়ে দু হাত জোর করে প্রনাম করল ইশারায়। সূর্য দেবতাকে প্রনাম শেষে ধপা ধপ পা ফেলে গঙ্গার পানিতে সমস্ত শরীর ভিজিয়ে একবার ডুব দিল অবলিলায়। তখন পুব আকাশে সূর্য উঁকি দিয়েছে লাল মালা পড়ে। এখন সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সর্বত্র। যুবতি স্নান সেরে পাড়ে উঠে উপরের দিকে আসতেই দেখে একজন পুরুষলোক মেঠো পথের ধারে দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। যুবতি লজ্জা পেল মনে মনে। জয়রাম অন্যদিকে তাকিয়ে। গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে জয়রাম মনে মনে ভাবল, ধর্মশাস্ত্রে যুবতি মেয়ের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকা পাপ। আমি যুবতির দিকে তাকাব না। গাছের

Edited by Ripon Sarkar

আড়ালে নিজ দেহকে লুকিয়ে রাখব। মেয়েটি যখন দেখবে কোথাও কেউ নেই তখন অবলিলায় মেঠো পথ দিয়ে হেঁটে চলে যাবে। কিন্তু মেয়েটির অবয়র যে আমাকে পাগলপাড়া করে তুলেছে। আমার যে খুবই ভালো লাগছে মেয়েটিকে। আমার ইচ্ছে মেয়েটির দিকে আমি শুধুই তাকিয়ে থাকি। এই মনে জয়রাম সুপুরুষের মতো বুক টানা দিয়ে একটু জোর কদমেই গাছের আড়াল থেকে গঙ্গার দিকে মেয়েটির দিকে আসতে লাগল। মেয়েটিও জয়রামের দিকে আসতে লাগল। ওরা যখন কাছাকাছি এসে গেল তখন মেয়েটি জয়রামকে হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে একটু লজ্জা ভাব দেখিয়ে বলল, "ঠাকুর আপনি?

এই সাঁঝ সকালের নির্মল বাতাস বড়ই পবিত্র। এ সময় হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।"

এ সময় আমি এখানটায় আসায় আপনার প্রাত ভ্রমনের কোনো অসুবিধা হয়নি তো।

না, না, তা হবে কেন? বরঞ্চ আমি তো তোমাকে দেখে আনন্দ বোধ করছি। ভালো লাগছে তোমাকে।

আনন্দ!

হ্যা আনন্দ।

তাহলে আমি কি ঠাকুরে সেবা করার কোনো সুযোগ পাব?

ঠাকুর নয়, বলো অন্যকিছু।

অন্যকিছু?

আমার মন বলছে, বিধাতা তোমাকে আমার জন্যে এ ধরায় প্রেরণ করেছে। বিধাতাতো সবকিছুই করতে সক্ষম।

তোমার নামতো আমার জানা হলো না?

আমার নাম সুধারানী।

নামটা তোমার চমৎকার।

আমি কি এখন বাড়ী যেতে পারি?

বাড়ী তোমাকে যেতে হবে না সুধারাণী?

তহলে?

আমার ঘরে যাবে।

সে কি করে হয়?

তুমিই আমার জীবন সঙ্গিনী। বিধাতার দয়ার তুমি আমি স্বামী-স্ত্রী। বিধাতা আমাদের সাক্ষী।

শাস্ত্র মতে এটা কি সঠিক?

শাস্ত্র মতে আনুষ্ঠানিকতা অপরিহার্য নয়।

সমাজ বলতে একটা কথা আছে না?

আমাদের বন্ধনকে সমাজ তুচ্ছ জ্ঞান করার কোনো সুযোগ নেই।

আমার পিতা মাতা?

Edited by Ripon Sarkar

যখন জানবে তুমি আমার স্ত্রী তখন তোমার পিতা মাতা মুগ্ধ সন্তোষ্ট হবে।

লোক মুখে কু কথাতো আটকিয়ে রাখা যাবে না।

লোকেরা আমাদের দেবতা জানে সুধারাণী।

এ কথা বলে জয়রাম দু' কদম এগিয়ে সুধারানীর হাতে আলতো ভাবে ধরে হাঁটতে থাকে মেঠো পথ ধরে বাড়ীর দিকে। তখনও মাঠে-ঘাটে মানুষজন কাজে বেরোয়নি খুব বেশী। কিন্তু বাঁদিকে তাল গাছটার দিকে তাকাতেই জয়রাম লক্ষ্য করল, একজন প্রৌঢ় বয়সের লোক তাল গাছের পাশ ক্ষেতের আইল ধরে জোর কদমে এদিকে আসছে। জয়রাম ওদিকে না তাকিয়ে বাড়ীর দিকে হাঁটছে। সুধারানী ওদিকে লক্ষ্য না করে আনন্দ মনে জয়রামের সাথে হাঁটছে। দু দিকে মেঠো পথের কৃষ্ণচূড়া গাছের লাল টুকটুকে ফুলগুলো যেন তাকিয়ে আছে জয়রাম আর সুধারাণী দিকে। গাছের পাখীগুলোও যেন জয়রাম ও সুধারানীর দিকে তাকিয়ে বলছে স্বাগতম, স্বাগতম। ওই গাছ গুলোর মাঝখান থেকে লোকটি মেঠো পথে উঠে তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে জয়রাম ও সুধারানীর কাছাকাছি এসে জোর গলায় বলল, "সুধারানী?"

সুধারানী মুখ ফিরিয়ে তাকাল। কোনো কথা বলল না।

জয়রামও মুখ ফিরিয়ে লোকটির দিকে তাকাল। লোকটি ধীর পায়ে জয়রামের দিকে এগিয়ে এসে দু হাত জোর করে কপালে ঠেকিয়ে বিনয়ের সাথে বলল, "ঠাকুর, আপনি?

জয়রাম কোনো কথা বলল না।

সুধারানী অবলিলায় বলল, "বাবা, ঠাকুর আমাকে বিধাতাকে স্বাক্ষী রেখে বিয়ে করেছে। আমি এখন তার স্ত্রী। আমি তারই ঘরে যাচ্ছি।"

সুধারানীর মুখে এ কথা শুনে লোকটি কোনো দুঃখ বোধ না করে একটু আনন্দ মনেই বলল, এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি এজন্য আনন্দিত। লোকটি মনে মনে আরও চিন্তা করল, আমিতো হরিজন পল্লীর একজন গরীর লোক। ঠাকুর দেবতা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। ঠাকুরের সেবা করে সুধারানী সুখী হবে। এ কথা চিন্তা করতে করতে লোকটি অন্যদিকে চলে গেল।

সুধারানী বাড়িতে এসে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে শান্তনা দেবীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

শান্তনা দেবী আনন্দ মনে সুধারানীর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মনে মনে ভাবল, বিধাতা এখানে আকাশের চাঁদের আলো দিয়ে বাড়ীময় আলোকিত করেছে। এ আলোতে আমি মুগ্ধ, আহলাদিত।

জয়রাম কোনো কথা না বলে বাড়ীর আঙ্গিনা থেকে বের হয়ে বাড়ীর পাশে দেবদারু গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করল, বড় সড়কের মাঝখানে সাদা চামড়ার এক বিশাল দেহী লোক ক'জন সঙ্গী সাথী নিয়ে এদিকে আসছে।

জয়রাম মনে মনে বিস্ময় বোধ করে বিস্ফারিত চোখে ওদিকে খানিক তাকিয়ে বড় সড়কের দিকে পা বাড়ালো অবলিলায়।

Edited by Ripon Sarkar

সাদা মানুষটি জয়রামকে জোর পায়ে এদিকে আসতে দেখে একটু ভীতু মনে চোখ থেকে গগলসটা নামিয়ে মৃদু হাসির ভাব দেখিয়ে ওদিকে তাকাল।

জয়রাম অবলিলায় সাদা মানুষটিকে বলল, এ তল্লাটে আপনাদের আর কখনো তো দেখিনি।

সাদা মানুষটি একটু হাসি দিয়ে জয়রামের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি এ তল্লাটে নতুন। আর কখনো আসিনি। আপনাদের উন্নতি সাধনে নতুন কিছু বাণী নিয়ে এসেছি।

জয়রাম বলল, "সে কি নতুন বাণী? বলুন?

সাদা মানুষটি বলল, "আপনাদের এলাকার উন্নতি, জমি জমার হিসেব-নিকেশ মাপ ঝোঁক।

সেতো ভালো কথা। শিক্ষামূলক কথা।

আমরা শিক্ষা ও জ্ঞান দেওয়ার জন্যই সুদূর পাশ্চাত্য থেকে এখানে এসেছি। আমরা আপনাদের কল্যান চাই।

জয়রাম মনে মনে চিন্তা করল, এটাতো খুবই ভালো কথা। তল্লাটের সবাই আমাকে ঠাকুর বলে সম্মান করে। আমার কথা পালন করে, লালন করে। সাদা মানুষটির কথা শুনলে আমার উপকার হতে পারে। এই চিন্তা করতে করতে জয়রাম দিগন্তের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলেন কিছু যুবা পুরুষলোক এদিকে এগিয়ে আসছে।

জয়রাম ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল।

যুবা পুরুষের সবাই জয়রামের কাছে এসে একত্রে কপালে জোড় হাত তুলে প্রণাম করে বলল, ঠাকুর নমস্কার'। এ কথা বলে তাদের একজন বলল, "এই সাদা চামড়ার মানুষটি দেখে আমরা এখানে এসেছি। আমরা জানতে চাই এই লোকটি কে?

জয়রাম বলল, "উনি খুবই ভালো মানুষ। এই তাল্লাটের উন্নতি সাধনে আমাদের উপকার করতে আমাকে উপদেশ দিচ্ছে।"

যুবা পুরুষজন কোনো কথা বললো না।

সাদা মানুষটি মনে মনে চিন্তা করল, জয়রামকেতো এলাকার সবাই খুব সম্মান করছে। এলাকার সবার নেতা জয়রাম। এমন মানুষ দিয়ে আমাদের স্বার্থ রক্ষা হবে। তাকেই আমাদের দরকার। এই মনে করে সাদা মানুষটি মিষ্টি হাসি দিয়ে জয়রামের দিকে তাকিয়ে বলল, " আমাদের সাহেব মি হোষ্টিং খুবই ভালো লোক। আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনি চলুন আমার সাথে আমাদের লাল কুঠিরে। ওখানেই সব কথা হবে।

জয়রাম মনে মনে চিন্তা করল, " এটাই তো মোক্ষম সময়। এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে ভুল হবে। এই মনে করে জয়রাম অবলিলায় বলল, চলুন আপনাদের কুঠিরে। সেখানেই সব কথা হবে।"

সাদা মানুষটি বাঁদিকে জিপ গাড়ীটির দিকে তাকিয়ে ড্রাইভারকে ইশারায় বলল, গাড়িটি এদিকে নিয়ে আস?"

ড্রাইভার গাড়িটি ষ্টার্ট দিয়ে গাড়ীটি সাদা মানুষটির সামনে নিয়ে আসল।

Edited by Ripon Sarkar

সাদা মানুষটি বাঁদিকে মুখ ফিরিয়ে জয়রামকে বলল,"উঠুন গাড়ীতে।"

জয়রাম চেপে বসল গাড়ীতে।

গাড়ী থেকে নেমেই সাদা মানুষটি তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে কুঠিরের ভিতরে চলে গেল। মি, হোষ্টিংকে স্যালুট দিয়ে দু কদম এগিয়ে একটি চেয়ার টেনে হোস্টিংয়ের সামনে বসল। কিছু আলাপচারিতার পর একজন সিপাহীকে ডেকে সাদা মানুষটি বলল, "বাইরের লোকটিকে ডেকে কুঠিরের ভিতরে নিয়ে আস?"

জয়রাম কুঠিরের ভিতরে প্রবেশ করে দুই হাত নাকের কাছে নিয়ে মিষ্টার হোষ্টিংকে বলল, "নমস্কার।"

মিষ্টার হোষ্টিং বলল, "গুড মর্নিং"

সাদা মানুষটি হোস্টিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "জয়রাম খুব ভালো লোক। এ তল্লাটের সব মানুষ তাকে নেতা হিসেবে মানে। শিক্ষাদীক্ষাও ভালো আছে। আমাদের আদেশ নিষেধ ভালো বুঝবে। তাকেই আমিনগিরি চাকুরীটা দিলে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।"

মিষ্টার হোষ্টিং মাথা ঝাঁকালো।

জয়রাম মনে মনে চিন্তা করল, বিধাতা বুঝি ভাগ্য পরিবর্তনে রাজি হয়েছে। তাদের কুঠিরের পক্ষে জমি-জিরেত দেখার আমিনগিরির কাজটা পেলে আমার অনেক স্বত্বেব কোনো অসুবিধা হবে না।

খানিক বাদে সাদা মানুষটি জয়রামের দিকে তাকিয়ে বলল, "এতে আপত্তি আছে জয়রাম?"

জয়রাম অবলিলায় বলল, "আপনাদের সান্নিধ্য লাভে আমি অধিক জ্ঞান অর্জন করতে পারব বলে আশা করি।"

মিষ্টার হোষ্টিং বলল, " থ্যাংক ইউ। তুমি যথেষ্ঠ বুদ্ধিমান আছ বলে আমি মনে করি।"

সাদা মানুষটি জয়রামের দিকে তাকিয়ে বলল,"এসো জয়রাম।"

জয়রাম দাঁড়িয়ে সাদা মানুষটিকে বলল, "চলুন।"

সাদা মানুষটি কুঠির হতে বাইর হয়ে হাত উপর তুলে শাহাদাৎ আঙ্গুলটি দিগন্তের দিকে নির্দেশ করে জয়রামকে দেখিয়ে দিয়ে অবলিলায় বলল, "এ তল্লাটেই শুধু নয় সমস্ত কলকাতার ভূ-সম্পত্তির হিসেব- কিতেব পত্তনি দেওয়া নেওয়া, তালুকদারি দেওয়া নেওয়ার, জায়গিরদারী দেওয়া নেওয়া বাৎসরিক রেন্ট নেওয়া এবং কুঠিরে জমা দেওয়া এসব দায়িত্ব তোমার এবং এজন্য এই কুঠিরে বড় রুমটি তুমি এ কাজ করার জন্য সেরেস্তা হিসেবে ব্যবহার করবে। কি? পারবে না?

জয়রাম অবলিলায় বলল, "পারব।"

সাদা মানুষটি বলল, "গুড।"

এ কথা বলে সাদা মানষটি কুঠিয়ের ভিতর চলে গেল। জয়রাম খানিকক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে বাঁদিকে তাকাল। ওই ঘরের দিকে পা বাড়াল। ওই ঘরটি লাল মাটির দেওয়াল ঘেরা টালি দিয়ে তৈরী চালা। মাচাং আছে দেওয়ালের উপরে। জয়রাম

Edited by Ripon Sarkar

ঘরটির ভিতরে প্রবেশ করল। লক্ষ্য করল একটি বড় গোল টেবিল। চারটি চেয়ার এবং তিনটে আলমারী। জয়রাম গোল টেবিলের ডান দিকে মাঝখানে একটি হাতলওয়ালা চেয়ারে বসল।

মিটার হোষ্টিং কুঠির হতে বাইর হতে বাঁদিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই জয়রামকে দেখে একটু হেসে দু কদম এগিয়ে গিয়ে বলল, "মি জয়রাম, গুড, ভেরি গুড।"

এ কথা বলে মি, হোষ্টিং চলে গেল।

জয়রাম আয়েশ করে চেয়ারে বসে থেকেই মাথা ঘুরিয়ে এদিক সেদিক তাকাল। কখনো চেয়ার থেকে উঠে রুমটির ভিতরে হেঁটে হেঁটে আলমারীর কাছে গিয়ে কাগজপত্রে হাত দিয়ে দেখতে লাগল। অধিকাংশ কাগজপত্রই এই তল্লাটের জমিজমার হাতে আঁকা নকশা। এসব দেখে টেখে জয়রাম সেরেস্তার বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকাল। তখন পশ্চিমাকাশে সূর্য ডুবো ডুবো। অন্ধকার নেমে আসছে এখানকার ভূমিতে। জয়রাম খানিক চিন্তা করে মেঠো পথ ধরে যাত্রা করল বাড়ীর দিকে।

বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি গিয়ে জয়রাম লক্ষ্য করল, একজন লণ্ঠন হাতে এদিকে আসছে। বেশ জোর পায়েই এদিকে আসছে। জয়রাম থমকে দাঁড়াল। খানিক ওদিকে তাকিয়ে থেকে জয়রাম বুঝতে পারল, তিনি হরিহর বাবু, পাশের বাড়ীর লোক।

হরিহর জোর পায়ে হেঁটে জয়রামের কাছে এসে নমস্কার দিয়ে বলল, "ঠাকুর বড় বিপদ হয়ে গেছে। বৌ ঠাকুরানী আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে?

জয়রাম বিস্ময়বোধ করে কপালে চোখ তুলে বলল, "কি হয়েছে হরিহর বাবু? বলো আমাকে।

বড় বিপদ না হলেও ছোট্ট বিপদ। আপনার দুই ছেলে নীলমনি ও দর্পণারায়ণ ভীষণ জ্বরে ভুগছে। জ্বর সেরে সেরে আসে। মুখে আবোল তাবোল কথা বলে। এখন কথা বলা বন্ধ। বৌ ঠাকুরানী কোনো উপায় উপায়ন্তর না দেখে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

জয়রাম চিন্তিত মনে বলল, "এ পর্যন্ত কোনো ঔষধ—পথ্যি সেবন করিনি ওরা।"

সে বৌ ঠাকুরানীই ভালো জানেন।

চলো, শিগ্‌গির বাড়ী চলো।

জয়রাম বাড়ী ঢুকতেই সুধারানী একটু এগিয়ে এসে জয়রামের দিকে তাকিয়ে বলল, ছেলে দু' টো আমার এখনো জ্বরে কাতরাচ্ছে, আবোল— তাবোল বকাবকি করছে। গোবিন্দ পুরের বড় বাজারের কবিরাজ শশাঙ্ক বাবুকে ডেকে এনেছি। নাড়ী টিপে দেখছেন। ওষধ —পথ্যি দেবেন।

জয়রাম কান পেতে সুধারানীর কথাগুলো শুনে একটু দ্রুত পায়েই হেঁটে নীলমনি ও দর্পণারায়নের পালঙ্কের কাছে চলে গেলেন। কবিরাজ শশাঙ্ক বাবু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, " ঠাকুর, নমস্কার।"

জয়রাম চিন্তিত মনে বলল, "কেমন দেখছেন কবিরাজ বাবু আমার পুত্রদের।

শশাঙ্ক বাবু বিনয়ের সাথে বলল, "জ্বরটা তেমন মারাত্মক নয়। দু তিন দিন পরই সেড়ে যাবে। ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমি কিছু ঔষধ পথ্যি দিয়ে যাচ্ছি, ওগুলো সেবন করলে শিগগির ভালো হয়ে যাবে।

Edited by Ripon Sarkar

এ কথা বলে শশাঙ্ক বাবু নমস্কার দিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

জয়রাম পাশের পালঙ্কের কাছে গিয়ে শরীরের জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে সুধারানীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমিনগীরির কাজ খুবই কষ্টের। সারা দেশের খবর রাখতে হয়। ইংরেজ মনিবও আমাকে খুব সম্মান করে। কি আর করি বলো, ছেলেদের ভবিষ্যতের জন্যই এতো কিছু করা। বাবা লোকান্তরিত হয়ে গেছে। হঠাৎ, কখন আমার কি হয়ে যায়, তাতো বলা যায় না?

এ কথা বলে জয়রাম পাশের রুমে গিয়ে পালঙ্কে বসতে বসতে সুধারানীর দিকে তাকিয়ে বলল, "দাদা ঠাকুরের কক্ষে কখনো যাওয়া হয় না। তার শরীর স্বাস্থ্যের খবরও নিতে পারি না। আমার অনুপস্থিতিতে দাদা ঠাকুরকে তুমি দেখাশুনা করো।

সুধারানী একটু চিন্তিত মনে জয়রামকে বলল, "দাদা ঠাকুরের শরীর ভালো নেই। একবার আপনাকে স্মরণ করছিলো। তা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি।

এমন কথাটি বলা খুবই প্রয়োজন ছিল সুধারানী।

এ কথা বলে জয়রাম একটু দ্রুত পায়েই হেঁটে দীননাথের রুমে ঢুকে গেল অবলিলায়। তখন দীননাথ অবশ শরীরটা নিয়ে কাঁথা গায়ে দিয়ে চোখ বুজে থেকে মনে মনে বিধাতারে স্মরণ করছিল। জয়রাম দু কদম এগিয়ে দীননাথের শয্যাপাশে গিয়ে আস্তে স্বরে বলল, "দাদা ঠাকুর , ঘুমিয়ে পাড়ছেন। দীননাথ ক্ষীন স্বরে বলল, "ঘুমতো চোখে আসে না। শরীরে শক্তি পাই না। খেতেও কোনো ইচ্ছে হয় না। তাই চোখ বুজে থেকে বিধাতাকেই মনে স্মরণ করছি। তোমাকেও আমি মনে মনে স্মরন করছিলাম।

সে কথা সুধারানী বলেছে দাদা ঠাকুর।

যা তোমাকে বলতে আমার খুবই ইচ্ছে করছে তা হলো, আমার জীবন তো সায়াহ্নে পৌছে গেছে। কখন মরে যাই বলতে পারি না। তোমার প্রতি নির্দেশ রইল, এখন যে অবস্থায়ই থাক না কেন, তোমার পূর্ব পুরুষদের ভুলো না। তাদের আত্মার শান্তির জন্য বিধাতার মাহিমা কীর্তন করো। প্রতিমা পুজো করো না। এক বিধাতার উপর বিশ্বাস রেখো। দীননাথের এসব কথাগুলো জয়রাম মনোযোগসহ শুনলেন। খানিক বাদে জয়রাম লক্ষ্য করল, দীননাথের চক্ষু বন্ধ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। হাত পা সটান। মনে হলো যেন দীননাথ চিরনিদ্রায় শায়িত। কিন্তু জয়রাম মনে মনে ভাবলেন, দাদা ঠাকুরের প্রচণ্ড ঘুম এসেছে। তার সম্মুখে শব্দ না করে ঘুমুতে দেওয়া উচিত। এই মনে করে জয়রাম চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পেছন দিকে তাকাতেই দেখে দরজার বাইরে দু'জন লোক খুবই সন্তর্পনে পায়চারি করছে। জয়রাম সেদিকে পা বাড়াল। জয়রামকে দেখে দু'জনই এক সাথে নমস্কার দিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "ঠাকুর, আমরা খুব বিপদে আছি। গোবিন্দপুরের পাশে মোছো বজারে আমদের জমিদার বাড়ীর উপর এক ইংরেজ সাহেবের নজর পড়েছে। তিনি আমাদের বাড়ী দখল নিতে চায়। বলে কি-না, আমাদের বাড়ীটি তার বাংলো হলে ভালো হবে। তারপর আমাদের দলিল পত্র পরীক্ষা করল।

Edited by Ripon Sarkar

মধু বলল, "ঠাকুর, দূর থেকে শুনেছি আপনি দেবতা, আপনি মানুষের কল্যান করেন। এ কথা রাষ্ট্র হয়ে ঘুরছে সারা তল্লাটে। আপনি আমাদের একটু দয়া করুন।

যদু বলল, "আপনিতো লাল কুঠিরের আমিন। তল্লাটের জমি জিরেতের জমি জমার হিসেব নিকেশ আপনিই করে থাকেন। আমাদের প্রতি একটু দয়া করুন ঠাকুরজি।

জয়রাম মনে মনে চিন্তা করল, জমিদার বাড়ীর প্রতি ইংরেজ সাহেবের নজর পড়েছে। এটা কেমন কথা । এটাতো নিজ চক্ষে একবার দেখা দরকার। এই মনে করে জয়রাম অবলিলায় বলল, "তোমাদের বাড়ীটি দেখা দরকার, এর সাথে দলিল দস্তাবেজ। কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করা যাবে।

যদু বলল, ঠাকুর যদি আমাদের বাড়ীতে আসতে চানতো আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব।

মধু বলল, "আমাদের বাড়ীতে ঠাকুরের পায়ে ধুলো পড়লে বাড়ীর মাটি খাঁটি হয়ে যাবে।

জয়রাম বলল, " তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি এক্ষুণি আসছি।

এই বলে জয়রাম বাড়ীর ভিতরে চলে গেল।

মধু চিন্তিত মনে যদুর দিকে তাকিয়ে বলল, ভগবান বুঝি আমাদের দিকে মুখ ফিরে তাকাল।

যদু কোন কথা বলল না। খানিক বাদে জয়রাম হাতে একটি বেতের লাঠি নিয়ে যদু আর মধুর সামনে এসে বলল, চলো তোমাদের বাড়ীতে। এ কাজ শেষ করে আমাকে আবার লাল কুঠিরের সেরেস্তায় বসতে হবে।

যদু আর মধু কোনো কথা না বলে হাঁটতে থাকে বাড়ীর দিকে।

তখন প্রচণ্ড রোদ চারদিকে।

জয়রাম মনে মনে আবারও চিন্তা করলেন, ইংরেজ সাহেবের চোখ পড়েছে জমিদার বাড়ীতে। সে তো ভালো কথা নয়। ইংরেজ সাহেবরা যাকে ধরে তাকে গিলেই ফেলে। কিন্তু তাদের হাত থেকে রক্ষা করি কিভাবে জমিদার বাড়ী। দেখা যাক কি করা যায়।

মধু হাত তুলে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে জয়রামকে বলল, "ঠাকুর, ওই যে দেখেন চারদিকে নারকোল আর সুপরীর গাছে পরিমন্ডিত পুরাতন দালান ঘর ওটাই আমাদের জমিদার বাড়ী।

জয়রাম চোখ তুলে ওদিকে তাকাল। কোনো কথা বললো না।

যদু বলল, "ঠাকুরের দয়া হোক আমাদের প্রতি। অন্যথায় মাঠে মারা যাব।

জয়রাম বিচক্ষণতার সাথে সাহস দেখিয়ে বলল, "তা হবে ক্ষণ, দেখা যাক, কি করা যায়।'

জমিদার বাড়ীর নিকট এসে জয়রাম থমকে দাঁড়াল। চারদিকে বার বার চোখ ঘুরিয়ে তাকাতে লাগল। জমিদার বাড়ীর ফটকের দুদিকে সিংহের মাথার আকৃতি দেওয়ালে দুদিকের শেষাংশ। ভিতরে দু, দিকে শান বাঁধানো দুটি পুকুর। পুকুরের

Edited by Ripon Sarkar

চারদিকে নারকোল সুপরীর ও অন্যান্য গাছের সারি। দুই পুকুরের মাঝখান দিয়ে বেশ চওড়া ইটা বিছানো রাস্তা। রাস্তার শেষ অংশে জমিদার বাড়ীর সিঁড়ি। এগুলো এতাক্ষণ জয়রাম চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন।

মধু একটু আনন্দ মনে জয়রামের কাছে এগিয়ে বলল, "ঠাকুর আর একটু পথ এগিয়ে আসুন। ওখানে ঘাটের পাশে বকুল তলায় গিয়ে পাতানো চেয়ারে আমরা বসব। এ সময় ডাবের জল পান করা স্বাস্থ্যের জন্য উপাদেয়।

জয়রাম হেঁটে হেঁটে বকুল তলায় চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, এ বাড়ীতে ঢোকার সময় ফটকের উপরে আমার চোখে পড়ল, হরিচরন আচার্য" এই লোকটি তোমাদের কে হন।

যদু বলল, আমাদের দাদা। তিনিই এ বাড়ী করেছেন। তিনি আমাদের বাবা গুরু চরনকে রেখে লোকান্তরিত হলে এর কিছুদিন পরই আমাদের পিতা গুরুচরন আমাদের ছোট রেখে কালাজ্বরে মারা যায়। এরপর আমরা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠি এবং এ বাড়ীসহ জমি জিরেত দেখা শুনা করে আসতেছি।

জয়দেব অবলিলায় বলল, "বেশ বেশ। তো তোমাদের দলিল দস্তবেজ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাতাপত্র দেখাও দেখি,।

যদু বলল, "তা দিচ্ছি ঠাকুর।

এই বলে যদু বাড়ীর ভিতরে চলে গেল। মধু একটি ডাব কেটে জয়রামের হাতে তুলে দিয়ে বলল ঠাকুর, পান করুন মিষ্টি জল। এ ডাবের জল ভারি মিষ্টি। একবার খেলে আরেক বার পান করতে ইচ্ছে করে।

যদু তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে একটি কাপড়ের থলে হাতে করে নিয়ে আসে এবং থলে থেকে কিছু দলিলপত্র ও ছিঁড়া ফাঁড়া কাগজপত্র জয়রামের হাতে তুলে দিয়ে বলল, "ঠাকুর এই ধরুন, আমাদের কাগজপত্র। এর বাইরে আমাদের কাছে কিছুই নেই।

জয়রাম বলল তাই,

এই বলে জয়রাম দলিল পত্রগুলো দেখাতে দেখতে বলল, বহুদিনের খাজনা বাকী পড়ে আছে। ইংরেজ সাহেব তো ঠিকই বলেছে। বাড়ীটি নিলামও হয়ে যেতে পারে।

যদু চিন্তিত হয়ে বলল," এখন তাহলে কি উপায় হবে আমাদের বাড়ীর।"

মধুও বলল, এখন তাহলে কি উপায় হবে আমাদের বাড়ীর।

জয়রাম খানিক চিন্তা করে বিচক্ষণতার সাথে বলল, উপায় একটা আছে, সেটা তোমরা গ্রহণ করবে কি না তোমাদের ব্যাপার।

মধু অবলিলায় বলল, সেটা কি ঠাকুর আপনার বাক্য আমাদের জন্য শিরধার্য্য। আমরা আপনার কথা আক্ষরে আক্ষরে পালন করব।"

যদু বলল, ঠাকুর আমাদের দেবতা। আমরা ঠাকুরের শুধু আর্শিবাদ কামনা করি।

জয়রাম অবলিলায় বলল, "তোমাদের বাড়ীটি আমার বাড়ীর সাথে বিনিময় করলে ইংরেজ সাহেবের হাত থেকে তোমাদের বাড়ীটি রক্ষা করতে পারি। তাতে তোমাদের আপত্তি থাকলে বলতে পার?

Edited by Ripon Sarkar

মধু খানিকক্ষণ চিন্তা করে ক্ষীনস্বরে জয়রামের দিকে তাকিয়ে বলল," ঠাকুরের ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছে। ঠাকুর খুশি থাকলে আমরা আপত্তি করব না।

যদু কোনো কথা বললো না।

জয়রাম আনন্দচিত্তে বলল, "তাহলে আজ কালের মধ্যেই তাই করে ফেল। সেজন্যে ইংরেজ সাহেবের সাথে যত রকম বুঝাপড়া আছে তা আমি করব।"

যদু ক্ষীণ স্বরে বলল,তাই হবে ঠাকুর।"

জয়রাম লক্ষ্য করল, জমিদার বাড়ীর অদূরে ইংরেজ সাহেবের জীপ গাড়ীটি দাঁড়িয়ে আছে। ইংরেজ সাহেব গাড়ী থেকে নেমে এদিকেই আসতেছে।

জয়রাম ওদিকে খানিক বিস্ফরিত চোখে তাকিয়ে জমিদার বাড়ীর গেইটের নিকটে ইংরেজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, " গুড ইভিনিং।

ইংরেজ সাহেব বলল, " গুড ইভিনিং।

এ কথা বলে ইংরেজ সাহেব মনে মনে একটু বিস্ময় বোধ করল জয়রামকে দেখে। জয়রামের পেছনে যদু আর মধু। সেদিকেও ইংরেজ সাহেব তাকাল।

জয়রাম অবলিলায় একটু সাহস দেখিয়েই ইংরেজ সাহেবকে বলল, এ বাড়ী এখন আমার। আমার বাড়ীর সাথে প্রয়াত হরিচরনের বাড়ী বিনিময় করেছি। কেমন হলো মি. হান্টার।

মি. হান্টার চিন্তা করল, জয়রাম আমাদের সেরেস্তার আমীন। এ এলাকার সব কিছু তার হাতে। আমাদের বসও তাকে খুব বিশ্বাস করে। তার সাথে বিবাদ করা বোকামী। এই মনে করে মি হান্টার বলল, "গুড। ভেরি গুড। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

এই বলে মি. হান্টার তার গাড়ীটি ঘুরিয়ে চলে গেল।

জয়রাম খানিক মি. হান্টারের গাড়ীর দিকে তাকিয়ে থেকে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মধু আর যদুর দিকে তাকিয়ে বলল, কেমন হলো এখন বলো দেখি। ইংরেজ সাহেবের এ বাড়ীর প্রতি আর কোনো মোহ রইল না। তোমরা আজ চলে যাও আমার বাড়ীতে। আমি লাল কুঠিরের সেরেস্তার কাজ শেষ করে অদ্য রাতেই এ বাড়ীতে সপরিবারে এসে যাব।

মধু বলল, " তাই হবে ঠাকুর।"

জয়রাম লাল কুটিরের দিকে যেতে যেতে একটু আকাশের দিকে তাকাল। মনে মনে ভাবলেন, বিধাতাকে অনেক ধন্যবাদ। তিনি আমাদের চলার পথকে সহজ করে দিয়েছে। যেদিকে তাকাই সেদিকেই বিধাতাকে দেখতে পাই। তিনি আমদের যথেষ্ট সম্মান দান করছেন। বুদ্ধি দিচ্ছেন, প্রজ্ঞা দিচ্ছেন, কোথায় কিভাবে কথা বলতে হবে সেটাও তিনি মস্তিস্কে এনে দিচ্ছেন। প্রতিটি কাজেই সফলকাম হচ্ছি। প্রতিটিতেই আমরা বড় সৌভাগ্যবান। তল্লাটের সবার চোখে আমরা হলেম দেবতা, বিধাতার প্রেরিত দূত। কিন্তু আমাদের পূর্ব পুরুষের কথা কেউ যদি জেনে যায় তবে আমরা হবো যবন, ম্লেচ্ছ। সে কথা কখনো রাষ্ট্র করা যাবে না। সে কথা লুকায়ে রাখতে হবে অন্তরে।

Edited by Ripon Sarkar

এ কথা ভাবতে ভাবতে জয়রাম লক্ষ্য করল, দুজন তাগড়া যুবক খুব দ্রুত পায়েই হেঁটে সেরেস্তার দিকে আসতেছে। সেদিকে জয়রাম বিস্ফারিত চোখে তাকাল। যুবক দের গায়ে কোনো জামা নেই। উদোম।

একজন যুবক সেরেস্তার দরজা দিয়ে ঢুকে জয়রামের দিকে তাকিয়ে বলল, " ঠাকুর নমস্কার। সব কাজ সমাধা করে এসেছি ঠাকুর।"

জয়রাম একটু হেসে বলল, " কি কাজ সমাধা করেছ সেটা বলবেতো।

যুবকদের সর্দার বলল, ঠাকুর, আপনার বাড়ীর যাবতীয় আসবাবপত্র, তৈজসপত্র কাপড় চোপড়, লোটা কম্বল সবকিছু জমিদার বাড়ীতে নিয়ে গেছি এবং আপনার বাড়ীতে যদু আর মধুরাও এসে গেছে। এটাই ঠাকুরকে জানাতে এখানে এসেছি।

জয়রাম হাসি মুখে যুবকদের দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে তো তোমাদের কিছু দিতে হয়।

অন্যযুবক বলল, "ঠাকুর আমরা হরিজন পল্লীর গরীব লোক। আপনি দয়া করলে আমাদের অনেক কিছুই করতে পারেন।

যুবক সর্দার বলল, "ঠাকুরের সেবায় আমরা সর্বদাই বহাল থাকব। ঠাকুরের কৃপা হোক আমাদের উপর।"

জয়রাম বলল, তোমাদের প্রতি আমার কৃপা আছে। অদ্য তোমাদের পারিশ্রমিক স্বরূপ এই তল্লাটের দক্ষিনাংশের কিছু পতিত জমি আছে, তা পঞ্চাশ বিঘার মতো হবে। তা তোমাদের আমি ভোগ দখলের ব্যবস্থা করে দেব। ওই জমি-জিরেত তোমরা চাষবাদ করে চলতে পারবে।

এ সময় মি হান্টার জিপ গাড়ীটি নিয়ে সেরস্তার দরজার নিকট রেখে একটু আনন্দ মনে সেরেস্তার দিকে আসতে থাকলে যুবক সর্দার ও অন্যান্যরা চলে যায় অবলিলায়।

মি, হান্টার সেরেস্তায় ঢুকেই হাসি মুখে জয়রামকে বলল, "গুড ইভিনিং মি, জয়রাম।"

জয়রাম বলল, "গুড ইভিনিং।

আজকের এই সুন্দর সন্ধ্যা তোমার জন্য অতি চমৎকার মি, জয়রাম। বিবাট বিলিংয় হবে আজ থেকে তোমার। তুমি ভালো থাক হে জয়রাম।"

ভালো তো সব সময়ই থাকি।

আজকে তোমাকে একটু উপকার করতে চাই আমি।

কি উপকার মি, হান্টার।

আমার জীপ গাড়ী দিয়ে তোমার নতুন বাড়ীতে তোমাকে পৌঁছে দিতে চাই।'

এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু এ সময়টায় যে আমি হাঁটি। সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য উপাদেয়।

তাহলে আমি উঠি মি, জয়রাম।

এই বলে মি, হান্টার দ্রুত পায়ে হেঁটে সেরেস্তা থেকে বেরিয়ে গেলেন অবলিলায়।

জয়রামও সেরেস্তা থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে নতুন বাড়ীর সীমানার মধ্যে। বাড়ীর পুরাতন নারকেল আর সুপরির গাছগুলো শান্ত্রীর মতো দাঁড়িয়ে

Edited by Ripon Sarkar

জয়রামকে মনে মনে বলতেছে, স্বাগতম স্বগতম জয়রাম। এ বাড়ীর উপযুক্ত ব্যক্তি তুমিই।

জয়রাম আনন্দচিত্তে ইমারতের সিঁড়ির কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। বাড়ীর ভিতরে ঝগড়া ফ্যাসাদের শব্দ ভেসে আসে জয়রামের কানে। জয়রাম মনে মনে ভাবল, একি কান্ড। নতুন বাড়ীতে প্রথম দিন ঢুকতেই ঝগড়া বিবাদের শব্দ। সেতো ভালো কথা নয়। সিঁড়ি গোড়ায় দাঁড়িয়ে জয়রাম এরূপ ভাবতে ভাবতে উপরের দিকে তাকাল। কাউকে না দেখে সিঁড়ি ভেঙ্গে দু তলায় উঠে বাঁদিকে তাকাতেই দেখে সুধারানী চিন্তিত মনে পালঙ্ক থেকে নেমে তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে এসে কিছুটা রাগ মনেই জয়রামের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি আর পরাছি না আপনার ছেলেদের নিয়ে। এ' বাড়ীতে আসার পর থেকে শুধু এটা সেটা নিয়ে ঝগড়া ফ্যাসাদ নিয়ে লেগেই আছে। আমার কথা মোটেই গ্রাহ্যি করে না ওরা।

কোন্ ছেলেদের কথা বলছ সুধারানী?

নীলমনি আর দর্প নারায়নের কথা বলছি।

অ, ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি ওদিকে।

সুধারানী কথা না বলে অন্য রুমে চলে গেলেন।

জয়রাম মনে মনে চিন্তা করলেন, আমার তো অনেক বয়স হয়েছে। প্রৌঢ়ত্বে পৌছে গেছি। ছেলেরা অনেক বড় হয়েছে। ওদের সাথে মেজাজ খারাপ করে কথা বলা ঠিক হবে না। এই মনে জয়রাম উত্তর দিকের বড় কক্ষটিতে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জয়রাম লক্ষ্য করল, নীলমনি ও দর্প নারায়ন দু জন দু মুখি হয়ে বসে আছে। জয়রাম খানিক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে অবলিলায় কক্ষে ঢুকেই একটু ধমকের সুরে দর্প নারায়নের দিকে তাকিয়ে বলল, বড়রা বড়ই থাকে চিরকাল। বড়দের অশ্রদ্ধা করতে নেই। নীলমনির সাথে ঝগড়া না করে তুমি তার বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারতে দর্প।

দর্প নারায়ন রেগে মেগে বলল, "আমি এখানটার থাকছি না বাবা?

জয়রাম বলল, কেন? কি হয়েছে তোমার। আমাকে বল?

আপনাকে বলে লাভ নেই। আপনি সব সময় শুধু নীলমনির পক্ষেই কথা বলেন।

এসব কি বলছ দর্প? তোমরাতো আমার কাছে সবাই সমান। তোমাদের সবাইকে আমি ব্যবসা বানিজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছি। বৃটিশ বেনিয়াদের দেওয়ানী কাজে বহাল করেছি। তোমরা এখন তল্লাটে সবচে উচু মানের পুরুষ। আর তোমরা কি-না ভাইয়েরা ভাইয়েরা ঝগড়া করছ। এসব মোটেই ভালো নয় দর্প?

দর্প নারায়ন আবারও রেগে মেগে বলল, ওসব ভালো কথা আমি বুঝিনা। আমি আর এখানটায় থাকছি না।

জয়রাম অবাক হয়ে বলল, "এসব কি বলছ দর্প।

আমি ঠিকই বলছি।

এ কথা বলে দর্প নারায়ন কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

নীলমনি চুপচাপ অন্যদিকে মুখ রেখে বসে পালঙ্কে।

Edited by Ripon Sarkar

জয়রাম একবার নীলমনির দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে চলে আসলেন নিজ রুমে।

সুধারানী একটু দ্রুতপায়েই জয়রামের দিকে হেঁটে এসে জয়রামকে বলল, "ওদের থামাতে পারলে তুমি?

জয়রাম কোনো কথা না বলে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে পালঙ্কে গিয়ে বসলেন। শরীরটা ভালো লাগছে না মনে করে পা দুটো পালঙ্কের উপর তুলে সটান হয়ে বিছানায় শু'লেন জয়রাম। সুধারানী খানিকটা বিচলিত হয়ে জয়দেবের শয্যাপাশে গিয়ে বসে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বিনয়ের সাথে বলল, "নীলমনি আর দর্পের ঝগড়াটা মিমাংসা করতে পারলেন? ওদের নিয়ে আমিও খুব উদ্বিগ্ন।

জয়রাম কথা বলছেনা।

সুধারানী মনে মনে ভাবল, সারাদিনের পরিশ্রমে তিনি অতিশয় ক্লান্তি বোধ করছেন। তার চোখে ঘুম এসে গেছে। তিনি ঘুমিয়ে থাকুক এই মনে সুধারানী পালঙ্ক থেকে দু'পা নামিয়ে পাশের রুমের দিকে পা বাড়ালেন। দরজার কাছে আসতেই সুধারানী কান খাড়া করে শুনতে পেলেন, নীলমনি আর দর্পের ঝগড়ার রেশ এখনো রয়ে গেছে। এখনো তারা তর্কাতর্কি করছে। খানিকক্ষণ ওদের তর্কোতর্কি শুনে সুধারানী ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্ব কক্ষে গিয়ে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে রইলেন। ঘুমুতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু ঘুম আসছে না। সুধারানী বিছানা থেকে উঠে বসলেন। এদিকে সেদিকে তাকিয়ে পা দুটো নড়াচড়া করে পালঙ্ক হতে নামলেন। মেঝে খানিকক্ষণ পায়চারি করতে করতে মনে মনে ভাবলেন, নীলমনি আর দর্পের ঝগড়ার কোনো শব্দ পাচ্ছি না কানে। এতোরাতে ওরা হয়ত ঘুমে পড়েছে। এই মনে করে সুধারানী ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে চলে আসে নীলমনি আর দর্পের কক্ষের দরজার কাছে। দর্প এখনো ঘুমোয়নি। নীলমনি ঘুমে বিভোর। সুধারানী তা দেকে তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে চলে আসে নিজ কক্ষে।

তখন সকাল হয় হয়। সুধারানী দুতলার বারান্দার রেলিংয়ে হাত রেখে আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশের তারাগুলো বিলীন হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। বাবান্দার কাছে ঘন পল্লবে পরিবৃত আম গাছের মগডাল হতে দু টি পাখী উড়ে গেল কিছুক্ষণ আগে। বাড়ীর দেওয়াল সংলগ্ন সরকারী রাস্তায় দু' চারজন পথিককে হেঁটে যেতে দেখল সুধারানী। পূব আকাশের সূর্যটাও উঠি উঠি করছে। সুধারানী ওসব দেখে দেখে ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ডানদিকের রুমটিতে অবলিলায় ঢুকে পড়ল। জয়রামে দিকে তাকিয়ে দেখল, জয়রাম এখনো ঘুমোচ্ছে। একটুও নড়চড় নেই। সটান শুয়ে আছে। সুধারানী ওদিকে এগিয়ে গেল। জয়রাম কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিয়ে ডেকে বলল, "এই উঠ ? প্রাত ভ্রমনে যাবে না। সকালের সূর্য উঁকি দিয়েছে পুব আকাশে।

জয়রাম কথা বলছে না। নড়াচড়া করছে না।

সুধারানী অনেকক্ষণ ডেকেডুকে যখন বুঝতে পারলেন জয়রাম জাগবে না, মরে গেছে। তখনই সুধারানী হাউমাউ করে কেঁদে উঠল জয়রামের শয্যাপাশে বসে।

Edited by Ripon Sarkar

সুধারানীর চিৎকার শুরে নীলমনি এবং দর্পের ঘুম ভেঙ্গে গেল। এই সাঁঝ সকালে দু'জনই দিকবিদিক চিন্তা না করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে মায়ের কাছে এসে উচ্চ স্বরে বলল,"কি হয়েছে, কি হয়েছে মা? বাবার কোনো কিছু হয়েছে? ডাক্তার ডাকতে হবে।

সুধারানী কেঁদে কেঁদে বলল, "তোদের বাবা মরে গেছে। ঘুমের মধ্যেই মরে গেছে।"

নীলমনি বাজপড়া মানুষের মতো দাঁড়িয়ে রইল জয়রামের দিকে তাকিয়ে।

দর্প নারায়ন খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটু রাগ ভাব দেখিয়ে বলে উঠল, বাবা মরেছে তো বেশ হয়েছে। বাবার অনুপস্থিতে যাবতীয় সহায় সম্পদের একটা বন্টন হয়ে যাবে। ঝগড়া ফ্যাসাদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

এ কথা বলে দর্প নারায়ন নিজ কক্ষে চলে গেল দ্রুত পায়ে হেঁটে।

সুধারানী মনে মনে আঁচ করতে পারলেন কিছুলোক বাড়ীর গেইটের কাছে সুরগোল করছে। এই মনে করে সুধারানী বারান্দার দিকে হেঁটে আসলেন দ্রুত পায়ে। বারান্দার রেলিংয়ে হাত রেখে গেইটের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কিছু সংখ্যক লোক গেইটের ওপাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকা ডাকি করছে গেইট খুলে দিতে। এরূপ দেখে সুধারানী সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচ তলায় নেমে দ্রুত পায়ে হেঁটে গেইটের খিল খুলে দিলেন অবলিলায়। লোকগুলো হুর হুর করে গেইট দিয়ে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে দুতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে চলে আসে জয়রামের লাশের কাছে।

লোকগুলো নিঃশব্দে হুর হুর করে দ্রুত পায়ে হেঁটে জয়রামের লাশের কাছে চলে আসায় খানিকটা অবাক হলেন সুধারানী। সুধারানী একটু অনুযোগ করেই তাদের একজনকে বললেন, আপনারা কেমন মানুষ, বলা নেই কয়া নেই, তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে এখানে এসে গেলেন?

তাদের একজন বিনয়ের সাথে সুধারানীকে বলল, "আমরা জয়রামের লাশ নিতে এসেছি। পঞ্চাননের পাশেই তাকে সমাধিস্থ করা হবে।

এই বলে তারা লাশটি খাটে তুলে দ্রুত পায়ে হেঁটে জয়রামের লাশ নিয়ে গেইট ডিঙ্গিয়ে চলে গেলেন।

সুধারানী নিঃশব্দে তাদের দিকে অপলোক তাকিয়ে রইলেন খানিক।

দর্প নারায়ন একটু দ্রুত পায়ে হেঁটে সুধারানীর কাছে এসে অবলিলায় বলল, "ভালোই হলো। পড়শীরা এসে যখন বাবার সৎকার করল, এটা বাবার সৌভাগ্য। আমরা বেঁচে গেলাম এসব ঝামেলা থেকে।

সুধারানী রাগ দেখিয়ে ধমক দিয়ে বলল, এটা ঠিক বলোনি দর্প। তোমার বাবার সৎকার তো তোমাদেরই করা উচিৎ।

নীলমনি এগিয়ে এসে বলল, "মা ঠিকই বলেছে। বাবার সৎকার আমাদেই করতে হবে। দর্প নারায়ন ঠান্ডা মাথায় বিচক্ষণতার সাথে বলল, "সে আমরা করব। তবে এখন না, বাবার পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থারর সম্পত্তি আমাদের মধ্যে ভাগা ভাগি হয়ে গেলেই আমরা স্ব স্ব স্থানে গিয়ে বাবার জন্য করব।

Edited by Ripon Sarkar

সুধারানী অবলিলায় বলল, "এ সময় এমন প্রস্তাব করা তোমার ঠিক হয়নি দর্প।

দর্প নারায়ন বিচক্ষণভাব দেখিয়ে বলল,"বাবা যখন লোকান্তরিত। তার সহায় সম্পত্তির আমাদের মধ্যে বন্টন করা এখনই মোক্ষম সময়।

নীলমনি মনে মনে চিন্তা করল, দর্পকে শাসন করার মতো এখন কেউ নেই। মাকে তো দর্প মোটেই ভয় পায় না। ওর সাথে তর্ক করা বৃথা। এই মনে করে নীলমনি নম্রভাব দেখিয়ে দর্প নারায়নকে বলল, বেশতো, বাবার সম্পত্তি বন্টন করতে চাও তো এখনই কর। তাতে আমার আপত্তি নেই। তা তুমি কিভাবে করতে চাও দর্প?

সুধারানী রেগে মেগে বাঘ হয়ে বলল, না, আমার জীবদ্দশায় কেউ সম্পত্তির ভাগাভাগি করতে পারবে না। আমি মরে গেলে তা তোমরা করে নিও। এখন তোমাদের একত্রেই থাকতে হবে। পতি অমূল্য রতন আমার কাছে।

দর্প একটু রাগ দেখিয়ে বলল, এসব তোমার পতি ধন নয়, এখন আমরা রোজগার করেছি, ব্যবসা বানিজ্য করছি।

নীলমনি নম্রভাবে বলল, "এমন কঠোর কথা বলো না দর্প। তাতে বাবার আত্মা কষ্ট পাবে।

দর্প রাগ দেখিয়ে বলল, " তোমাকে জ্ঞান দিতে হবে না? তুমি চুপ থাক?"

খানিক দূর থেকে মায়াবতী দুই ভাইয়ের তর্ক করতে শুনে একটু এগিয়ে এসে নীলমনির দিকে তাকিয়ে বলল, "এসো, এসো, ঘরে এসো। দর্পের সাথে কথা বলা বৃথা।

এই বলে মায়াবতী হাত চেপে ধরে নীলমনিকে ঘরের দিকে টেনে নিয়ে আসল।

দর্প নারায়ন খানিক রাগ চোখে তাকিয়ে থেকে অন্যদিকে চলে গেল।

নীলমনি পালঙ্কে বসতে বসতে বলল, "বড় ভাইকে নিয়ে আমি বড়ই চিন্তিত। সে কুশারী পরিবারের মযার্দার প্রতি অদৌ সম্মান দেখায় না।

মায়াবতী একটু হেসে বলল, "এখনতো তোমরা কুশারী নও। তোমাদেরকে সবাই ডাকে ঠাকুর বলে।

নীলমনি অবলিলায় বলল, "সে কতজন কত কথাই বলবে। কিন্তু আমরা মূলত কুশারী। এখন হয়ে গেলাম ঠাকুর।

সে কথা ভেবে - চিন্তে কি হবে। এখন তোমার নিজের কথা ভাব। তোমার ছেলে রাসমনির কথা ভাব।

তাতো বটেই কিন্তু দর্প গোয়াড় আর পাগল যাই হোক, ওকে নিয়েতো ভাবতে হবে। আরও সহায় সম্পত্তি বাড়াতে হবে। শুনেছি, মেছোবাজারে বিষ্ণুচরন শেঠ একবিঘা জমি বিক্রি করবে। জায়গাটা আমি দেখেছি সমভূমি এবং উঁচু সুন্দর বাড়ী হবে। ওটাও আমি কিনে ফেলব। সে জমিটুকু কিনতে পারলে ঠাকুর পরিবারের মযার্দা আরও বৃদ্ধি পাবে।

সে তুমি যা ভালো বোঝ।

নীলমনি কোনো কথা না বলে আলমারী থেকে কেরোলিন কাপড়ের নীল রঙের ফুল সার্টটা বের করে জটপট গায়ে পরে নিল। ওই আলমারীর পাশে লোহার সিন্দুকের

Edited by Ripon Sarkar

কাছে দু'পা এগিয়ে সিন্দুক খুলে টাকার থলেটা সার্টের ভিতরের পাকেটে রাখল। তারপর মায়াবতীর দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে বলল,"যাচ্ছি মেছোবাজারে। আশির্বাদ করো।"

মায়াবতী একটু এগিয়ে এসে নীলমনির বুকে হাত রেখে মায়াবী চোখে তাকিয়ে বলল, "আকাশে মেঘ জমেছে প্রচুর। মনে হয় বৃষ্টি পড়া শুরু হবে এক্ষুনি। সংগে ছাতাটা নিয়ে যাও।

বৃষ্টির জল খুবই পবিত্র। বৃষ্টির জলে প্রকৃতির বৃক্ষ লতা শুদ্ধ হয়, মানুষের মনও শুদ্ধ হয়। না হয় পড়ুক না দু' চার ফোটা গা গতরে। আর তুমি যখন বলছ ছাতাটা বগল তলায় নিয়েই যাচ্ছি।

ভালো। আর শোন, আসার পথে সুনয়নার জন্যে কিছু আমলকি আর কিছু টক ফল ফলাদি নিয়ে এসো।

আনব, আনব এখন তাহলে আমি আসি।

এই বলে নীলমনি তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে দুতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে ভূমিতে নেমে গেইট পেরিয়ে চলে আসে রাস্তায়। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। আকাশে মেঘের ডাকে গুড় গুড় শব্দ হচ্ছে কতক্ষণ বাদে বাদে। ফোটা ফোটা বৃষ্টিও পড়ছে কখনো কখনো। নীলমনি একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে ছাতাটা ফুটিয়ে মাথায় তুলে মনে মনে ভাবলেন, যদিও মাইলেক দূর মেছোবাজার তবুও হেঁটে যাওয়া ঠিক হবে না। ঠাকুর পরিবারের একটা মর্যাদা আছে না।

এসময় একটি টম টম এসে নীলমনির সামনে থামল। ঘোড়ার গাড়ীর চালক নীলমনির দিকে তাকিয়ে বলল, ঠাকুর টমটমে চাপেন। আপনাকে পৌঁছে দেই গন্তব্যে।

নীলমনি ঘোড়ার গাড়ির সামনে একটু এগিয়ে বলল, "মেছোবাজারে যেতে কত নিবে ওপানন্দ।"

ওপানন্দ একটু হেসে বলল, "ঠাকুরের মর্জি যা হয় তাই দেবেন। এক পয়সার বেশী তো দেবেন না? একটু বসসিস টকসিস যদি দেন তো তাও আপনার মর্জি।"

শোন, আমি মেছোবাজারে গিয়ে খানিক অপেক্ষা করে পরে তোমার টম টম দিয়ে বাড়ীতে ফিরব। তাতে কি তোমার কোনো অসুবিধে হবে?

তা হবে না। ওই যে বল্লেন অপেক্ষা করবেন, সেজন্যে কিছু বাড়িয়ে দিতে হবে না?

তা দেব, তা দেব। আসা যাওয়া দুই পয়সা এবং অপেক্ষার জন্য এক পয়সা। মোট তোমাকে তিন পয়সা দেব, তো তুমি রাজি?

রাজি তো বটে। এর সাথে কিছু বকসিস দিলে আনন্দ বোধ করব ঠাকুর।

সে দেখা যাবে "ক্ষণ।

ঠাকুর চেপে বসুন টম টমে।

নীলমনি টমটমে চেপে ছাতাটায় ভর করে গদিতে আয়েশ করে বসলেন।

টম টম চললো মেছোবাজারের দিকে। রাস্তার দুদিকে এ্যাবড়ো থ্যাবড়ো ঘন ছোট ছোট গাছে পরিবৃত অসমতল ভূমি। নীলমনি ওদিকে ভাব আবেগে তাকালেন। পশ্চিম

Edited by Ripon Sarkar

আকাশে সূর্যটা অনেক আগেই নুয়ে পড়েছে। এখানটায় সূর্যের আলোও কমছে ধীরে ধীরে। হঠাৎ নীলমনির পাশে শূন্য গদিতে একটি হনুমান লাফ দিয়ে এসে ধপ করে বসে পড়ল। নীলমনি ওদিকে মুখ ফিরালে হনুমান গোবেচারীর মতো নীলমনির দিকে তাকিয়ে রইল। নীলমনি একটু নড়ে চড়ে বসে ওপানন্দকে ডেকে বলল, "ওহে নন্দ, আজকাল দেখছি তুমি হনুমান নিয়েও টম টম চালিয়ে যাও। হনুমানের ভাড়া দেবে কে?

ওপানন্দ পেছনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসি দিয়ে রশিকতা করে বলল, "হনুমানের ভাড়া ঠাকুরকে দিতে হবে না।

নীলমনিও রশিকতা করে বলল, "আচ্ছা আচ্ছা, আজকাল দেখছি তুমি অনেক কথা শিখেছ। তা রুজি রোজগার মনে হয় ভালো হচ্ছে আজকাল।

তা ভগবানের ইচ্ছায় ভালো চলছি।

এ সময় হনুমানটা লম্ফ দিয়ে রাস্তার পাশে ঘন পল্লবে পরিবৃত একটি গাছে চলে গেল।

নীলমনি একটু রশিকতা করে বলল, তোমার হনুমানকে তো গন্তব্যে পৌঁছে দিলে, আমার পথ আর কতটুকু?

এইতো ঠাকুর, এসে গেছি। বড় জোর মিনিট পাঁচেক সময় লাগবে।

নীলমনি চুপ।

খানিক পথ পেরিয়ে বটবৃক্ষের তলায় এসে টমটম থামিয়ে ওপানন্দ পেছন দিকে। মুখ ফিরিয়ে নীলমনিকে বলল, "ঠাকুর, নামুন।"

নীলমনি নেমে গেল টমটম থেকে।

ওপানন্দের দিকে তাকিয়ে নীলমনি বললেন, আমি যাচ্ছি মেছো বাজারের দিকে আমি না আসা অবধি আমার জন্য অপেক্ষা কর।

ওপানন্দ গা ঝাঁকিয়ে হাঁসূচক ভাব দেখাল।

বিষ্ণুচরন দুতলার বারান্দায় হাত রেখে দক্ষিণ দিকে বিস্ফারিত চোখে খানিক তাকিয়ে বুঝতে পারলেন যিনি টমটম থেকে নামছেন। তিনিই ইংরেজদের হুকুম বাহক দেওয়ান নীলমনি। তা দেখে বিষ্ণুচরন দুতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নেমে খানিক পথ হেঁটে নীলমনিকে নমস্কার দিয়ে বলল, "আসুন নীলমনি মহাশয়, আপনার অপেক্ষায়ই এতোক্ষণ প্রহর গুনছিলাম।

আজ্ঞে এসেই গেলুম।

একটু চলুন আমার ঘরে। একটু মিষ্টি মুখ করেনতো।

সে হবে' ক্ষন। আগে চলুন দেখি আপনার জমি। জমির চৌহদ্দিটা একটু দেখতে হবে না?

সে দেখবেন। আসুন?

এই বলে বিষ্ণুচরন খানিক পথ হেঁটে আমগাছ তলায় দাঁড়ালেন।

আমতলার সীমানা থেকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন, এটাই সেই জমি যেটা আপনার কাছে বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম।

Edited by Ripon Sarkar

নীলমনি ঠাকুর অবলিলায় বললেন, "জমি আমার পছন্দ হয়েছে। থলেটা হাতে দিয়ে বল্লেন, থলেতে পাঁচ হাজার টাকা আছে। তা বায়না বাবদ দিলেম। বাকী টাকা রেজিস্ট্রির সময় দেব।"

বিষ্ণুচরন হাত দিয়ে টাকার থলেটি নিলেন।

নীলমনি ঠাকুর বললেন, গুনে নিন টাকা গুলো, ভুলটুল হতে পারে কি – না।

সে আমি দেখে নেব।

তাহলে চলি শেঠবাবু। দেখা হবে পরে।

বিষ্ণুচরন নমস্কার বলে চলে আসলেন ঘরে।

ওপানন্দ টমটম চালাতে চালাতে বলল, "যে কাজে আসছেন সে কাজ কি হয়েছে ঠাকুর?"

নীলমনি বলল, "তা পুরোটা হয়নি তবে হতে যাচ্ছে। সেজন্যে তোমার ভাবনা নেই। তোমার ভাড়া ও বকসিস পুরোটাই দিয়ে দেব।

ওপানন্দ একটু হেসে বলল, "তা বলছি না ঠাকুর।

নীলমনি টমটমে বসে থেকে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবল, বিধাতা সব কাজেই চলার পথ সহজ করে দিচ্ছে। অর্থে– স্বত্বেও এগিয়ে যাচ্ছি প্রতিদিনই। সেজন্য বিধাতার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

খানিক পথ এসে ওপানন্দ টম টম থামিয়ে পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে নীলমনি ঠাকুরকে বলল, "ঠাকুর গন্তে ব্যে এসে গেছি। নামুন?

নীলমনি বিস্ফারিত চোখে তাকাল বাড়ীর দিকে। বাড়ীর মধ্যে কেমন যেন শোরগোল হচ্ছে। ওদিকে একটু তাকিয়ে দেখতো।

ওপানন্দ খানিক ওদিকে তাকিয়ে আনন্দ মনে বলল, "তাই তো দেখছি ঠাকুর।" মনে হয় কোনো বিয়ে টিয়ে হচ্ছে।

বিয়ে! বলিস কি–রে ওপা। আমার বাড়ীতেতো বিয়ে দেওয়া নেওয়ার মতো কেউ নেই।

তাহলে একটা কিছুতো হবেই।

নীলমনি চোখ থেকে চশমা নাকের ডগার দিকে নামিয়ে বাড়ীর দিকে বিজ্ঞ মানুষের মতো তাকিয়ে টমটম থেকে এক পা নামিয়ে দিলেন ভূমিতে। তারপর পকেটে হাত দিয়ে টাকা বের করে টমটমের ভাড়া চুকিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ীর গেইট পেরিয়ে সোজা চলে আসলেন মায়াবতীর কাছে। মায়াবতী অনন্দ মনে হাসি দিয়ে নীলমনিকে বলল, "আকাশের চাঁদ আজ ঘরে এসে গেছে পতি। সমস্তবাড়ী জুড়ে আলোতে আলোকময়।

নীলমনি একটু ধমক দিয়ে বলল, "এসব কি বলছ মায়া? আমিতো এর আগা–মাথা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

মায়াবতী অবলিলায় বলল, "সুনয়নার ছেলে হয়েছে। রাসমনি বাবা হয়েছে।"

নীলমনি আনন্দে দিশেহারা হয়ে লাফ দিয়ে উঠে বলল, "এ যে মহা আনন্দ" মহা আনন্দ। ঘরে ঘরে মিষ্টি বিতরণ কর। এতো শুধু আলো নয়, এটা যে স্বর্গের দ্বার। তার নাম হবে দ্বারকানাথ।

Edited by Ripon Sarkar

মায়াবতী আনন্দ মনে বলল, "তাই হবে পতি। তাই হবে।

তা সুনয়নার শরীর কেমন আছে?

ভালো আছে।

এ' সময়টায় রাসমনি গেল কোথায়?

কাজ সেরে এখনো ফিরেনি। তোমার পুত্রের কাজ আর কাজ। বলি এতো কাজ দিয়ে হবে টা কি? বিধাতা কি আমাদের কম দিয়েছে? ওকে বলে দিও, দ্বারকানাথের কোনোকিছু হলে তো আমি বাড়ী থেকে সবাইকে বের করে দেব।

মায়াবতী বাধা দিয়ে বলল, "থাম, থাম, ওই দেখ রাসমনি এদিকে আসছে।"

রাসমনি নিজ রুমে ঢুকতেই নীলমনি আনন্দ মনে একটু কৃত্রিম রাগভাব দেখিয়ে রাসমনির দিকে তাকিয়ে বলল, "সারাদিনতো ইংরেজদের কাজ–কাম নিয়েই ব্যস্ত থাকিস, নিজেদের দিকেওতো একটু খেয়াল রাখা দরকার।"

এতো বড় একটা মহানন্দ বয়ে যাচ্ছে বাড়ী জুড়ে তুমি কি না বিকাল গড়িয়ে রাত হয়ে গেল – এখনো বাইরে।"

রাসমনি অবলিলায় বলল, "এলামতো বাড়ীতে। তুমি শুধু শুধু রাগ করছ কেন?

আনন্দে, আনন্দে, মহানন্দে। তুমি কি কোনোই খবর পাওনি?

পেয়েছি।

তাহলে এক্ষুনি যাও? বৌমাকে দেখে এসো। দ্বারকানাথের খবরও নিয়ে এসো।

যাচ্ছি।

এই বলে রাসমনি চলে গেল খানিক দূরে বর্গক্ষেত্রের মতো ভূমিতে ছোট্ট একটি ঘরে।

মায়াবতী একটু এগিয়ে এসে নীলমনিকে বলল, "উঠ, খাবে?"

নীলমনি সেদিকে খেয়াল না করে কান খাড়া করে শুনতে পেল সর্ব দক্ষিণের রুমটিতে চিল্লা–চিল্লির শব্দ হচ্ছে। নীলমনি বুঝতে পারল চিল্লা–চিল্লির শব্দগুলো দর্প নারায়নের। নীলমনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। খানিকটা দ্রুত পায়েই হেঁটে গেলেন ওদিকে।

দর্প নারায়ন নিজ রুমের দরজার দিকে নীলমনিকে আসতে দেখে সে চিল্লা –চিল্লির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল স্ব–ইচ্ছায়।

নীলমনি একটু রাগ দেখিয়েই বলল, রাততো কম হয়নি দর্প? এতো রাতে হই হুল্লোড় করার মানেটা কি?

আমার ইচ্ছে আমার ঘরে আমি যা–ইচ্ছে তাই করব, তাতে তোমার কি?

এসব কি বলছিস দর্প?

বেশতো আমাকে তুমি সহ্য করতে না পারলে পৃথক করে দাও?

না? পৃথক হওয়া যাবে না। আমি যতদিন বেঁচে থাকব তত দিন একত্রেই থাকতে হবে।

তুমি কি আমাকে স্বপ্নে নিয়ে যাবে যে তুমি বেঁচে থাকাকালীন পৃথক হওয়া যাবে না?

Edited by Ripon Sarkar

তুই কি বলতে চাস?

আমি তোমার সংগে থাকব না। হিসেব কিতেব করে আমার অংশ আমাকে দিয়ে দাও, আর তা হবে আমার ইচ্ছে মাফিক।

নীলমনি মনে মনে চিন্তা করলেন, দর্পের আচরন খুবই রূঢ়, অমার্জিত এবং অমানবিক। তার সাথে ভালো কথা বলা বৃথা। এই মনে করে নীলমনি হতাশ চোখে দর্পের দিকে তাকিয়ে বলল, "তাই হবে দর্প, তাই হবে।

তা কখন হবে?

হিসেব– কিতেব করতে হবে না? তা করেই তোর অংশ তোকে দিয়ে দেব?

তা আর তোমাকে করতে হবে না। তা আমি করেই রেখেছি। তুমি বললেই আমি সেই হিসেব কিতেবের ফর্দ খুলে দেখাতে পারি?

তাই না– কি? হিসেব– কিতেবের ফর্দটা খুলে দেখা?

হিসেব– কিতেবের ফর্দে শুধু আমার অংশের কথা লেখা। পড়ে শুনাব?

পড়ে শোনা?

দর্প নারায়ণ অবলিলায় বলল, "কিছুদিন আগে তোমাকে একলক্ষ টাকা দিয়েছি এর বিনিময়ে এই পাথুরঘাটার বাড়ীটি তুমি ছেড়ে দেবে এবং এর আশপাশের দেবোত্তর সম্পত্তিরও তুমি দাবী করতে পারবে না। ওগুলো আমারই থাকবে এবং সদ্য ক্রয়কৃত জোড়া সাঁকোর বাড়ীতে তুমি চলে যাবে?

এটাই কি তোর আলাদা হয়ে যাওয়ার ফর্দ? এটা পেলে কি তুই খুব খুশী হবি?

তাই হবো। বৈ–কি?

তাহলে তাই হবে। আমি চলে যাব জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে।

রাসমনি একটু দূর থেকে দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে নীলমনির দিকে তাকিয়ে একটু রাগ দেখিয়েই বলল, "এটা তোমার কেমন বিচার বাবা? কাকাকে সব সম্পত্তিই দিয়ে দিলে।

নীলমনি রাগ দেখিয়ে বলল, "চুপ থাক্ রাসমনি?

দর্পকে তার মতো থাকতে দে। বিধাতা যা করে তা ভালোর জন্যই করে।" মায়াবতী এগিয়ে এসে খানিক মেজাজ দেখিয়ে বলল, "আমাদের এতো বড় সর্বনাশ হয়ে যাবে, তা আমরা সহ্য করে নেব, আর তা বিধাতা ভালোর জন্য করবে। এটা কেমন কথা পতি?

নীলমনি ঠান্ডা মাথায় বলল, রাগ করো না মায়াবতী। সব বিষয়েই বিধাতার প্রতি বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য।

রাসমনিও মায়াবতী কোনো কথা না বলে চলে গেলেন রুমে।

খানিক বাদে নীলমনিও ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে চলে আসলেন নিজ কক্ষে। তাকালেন মায়াবতীর দিকে। মায়াবতী দক্ষিণদিকে মুখ দিয়ে পালঙ্কে শুয়ে আছে হতাশ মনে। নীলমনি কোনো কথা না বলে মায়াবতীর পাশে শুলেন অবলিলায়। খানিক সময় হাঁশপাশ করে উঠে গেলেন। মনে হলো যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। নীলমনি খানিক চিন্তা করে পালঙ্ক থেকে নেমে মেঝে দু' পা হেঁটে টেবিলের উপর থেকে পানির গ্লাসটা

Edited by Ripon Sarkar

হাতড়িয়ে নিলেন। অল্প পানি পান করে মুখ ফিরিয়ে মায়াবতীর দিকে তাকালো। মায়াবতী গভীর ঘুমে । নীলমনি ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হেঁটে হেঁটে দরজার কাছে আসলেন। দরজার খিল খুলে ধীর পায়ে হেঁটে বারান্দায় এসে রেলিংয়ে ধরে মনে মনে ভাবলেন, এ বাড়ীর আম – কাঁঠালের গাছগুলো অনেক পুরাতন। নিত্যিদিনই গাছগুলোর সাথে দেখা হতো। ওই গাছগুলোতে পাতার ফাঁকে ফাঁকে চিকন ডালে বসে পাখীরা কিচির মিচির ডাকতো। প্রতিদিনই এখানটায় দাঁড়িয়ে পুব আকাশের লালসূর্যটা উদিত হতে দেখতাম। আজও মনে হচ্ছে পুব আকাশে সূর্য উঠি উঠি করছে। সকালের পাখীরা উড়ে উড়ে যাচ্ছে খাবার সন্ধানে। আমাদের এ বাড়ীতে আর দেরী করা চলে না। এই মনে করে নীলমনি তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে পালঙ্কের কাছে গিয়ে মায়াবতীকে জোর গলায় ডেকে বললো "উঠ, উঠ, মায়াবতী? সকাল হয়েছে। আমাদের বেরোতে হবে এক্ষুনি।

মায়াবতী খানিকটা অস্থির মনে শুয়া থেকে উঠে নীলমনিকে বলল, "ভোর সকালে ডাকাডাকি কেন? অন্যদিনে তো এমন করে ডাক না।"

অন্যদিন আর আজকের দিক এক নয় মায়াবতী। রাসমনিকে ডাক, বৌমাকে ডাক, আমার দাদুভাইকে ডাক?

কেন– এতো ডাকাডাকি কেন?

এ বাড়ীতে আর এক দন্ডও থাকতে চাই না মায়াবতী? দর্প ঘুম থেকে জাগার আগেই চলে যেতে চাই।

রাসমনি ঘুম ঘুম চোখেই এদিকে এসে বলল, বাবা ঠিকই বলেছে মা। এ বাড়ীতে আর এক দন্ডও থাকা ঠিক হবে না।

দর্প নারায়নের আচরনে অতিশয় কষ্ট পেয়েও এ সময় মনে মনে খানিক আনন্দবোধ করলেন নীলমনি। হোষ্টিং সাহেব অনেকবার বলেছে তোমার বাড়ীতে বেড়াতে যাব। কিন্তু আমি সাড়া দেয়নি। এবার সাড়া দেব। মেছো বাজারের বাড়ীটি খুবই সুন্দর। এখানটায় অতিথি আপ্যায়নে কোনো অসুবিধে হবে না। এছাড়া এখানটায় সাহিত্যচর্চা করা যাবে। ছোট একটি লাইব্রেরীও করা যাবে এর একটি রুমে। পারস্যের কবিদের কবিতা ও কাব্য চর্চা করা যাবে এখানটায়।

মায়াবতী হাস্যোজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে এদিকে এগিয়ে এসে নীলমনির দিকে তাকিয়ে বলল, কি ভাবছ এখানে দাঁড়িয়ে?

নীলমনি চোখ ঘুরিয়ে মায়াবতীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আনন্দবোধ করছি মনে মনে আর বিধাতাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের এরূপ ঐশ্বর্যের জন্য। এসো? আমার পিছু পিছু এসো।

মায়াবতী কোনো কথা না বলে নীলমনির পিছু পিছু যেতে লাগল।

নীলমনি দু'তলার একটি বড় রুমে গিয়ে থামলেন। মায়াবতীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এ রুমের মেঝে বিছানো যে কার্পেটটি দেখছ তা পারস্য থেকে আনা। এটা অনেক দামী কার্পেট। আর যে এ রুমের চারদিকে আসবাবপত্র দেখছ তা লাহোর থেকে আনা। দেখছতো কেমন কারুকাজ করা এসব আসবাবপত্র। এ তল্লাটে এসব আসবাব পত্র কোথাও নেই।

Edited by Ripon Sarkar

মায়াবতী কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে নীলমনিকে বলল, "এ বুড়ো বয়সে এতো দামী দামী আসবাবপত্র আর কার্পেট আনার কি দরকার ছিল।

নীলমনি একটু হেসে বলল, আমাদের একটা পূর্ব ঐতিহ্য আছে না। সেটাকে তো রক্ষা করতে হবে। এসো, আমার সংগে এসো।

আবার কোথায় যাব?

এসো?

খানিক হেঁটে পাশের একটি রুমে গিয়ে মায়াবতীর দিকে তাকিয়ে নীলমনি বলল, "এ রুমটিতে রাসমনি থাকবে আর ওই যে দেখছ ছোট ছোট রুম, ওগুলোতে থাকবে আমাদের হুকুম বাহকগন।

তাহলে আমরা থাকব কোথায়?

আমরা থাকব নীচতলায় একটি রুমে। কেন, অসুবিধে হবে?

তা হবে না। কিন্তু...

কিন্তু কিছুই নেই? আমরা বুড়ো হয়ে গেছি। এ বেলায় বিধাতার গুণকীর্তন করে যেতে পারলেই হলো।

খানিক চিন্তা করে নীলমনি বলল, "রাসমনিকে দেখছি না যে। ও কোথায় গেল।

মায়াবতী একটু রাগ দেখিয়ে বলল, "ও আর কোথায় যাবে, ওয়ারিং হেসটিংয়ের হুকুম তামিল করে আসবে। তাতে সারারাত পার হয়ে গেলেই তাতে কি? ইংরেজরাতো উড়ে এসে জুড়ে বসেছে সমস্ত ভারতবর্ষে। এটা মোক্ষম অত্যাচার?

নীলমনি খানিকটা নম্রভাব দেখিয়ে মায়াবতীকে বলল, ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমন অত্যাচার বলো না মায়াবতী। ওদের রাষ্ট্রশাসন থেকে অনেককিছু শিখার আছে। শুধু যে তারা তাদের দেহটুকু নিয়ে এদেশে এসেছে তাই নয়, তারা সংগে করে নিয়ে এসেছে তাদের রাষ্ট্র শাসনের প্রথা, আইন, তাদের সংস্কৃতি তাদের আদর্শ, তাদের আভিজাত্যতা, তাদের সাহিত্য, তাদের চরিত্র, জীবনবোধ যা না কি আমরা নতুনকিছু তাদের কাজ থেকে শিখতে পেরেছি, যা আমাদের অজানা ছিল সেটাকে তুমি অত্যাচার বলতে পার না মায়াবতী?

মায়াবতী দরজার দিকে তাকিয়ে থেকে রাসমনিকে এদিকে আসতে দেখে নীলমনির কথার জবাব না দিয়ে বলল, "ওই দেখ রাসমনি এদিকে আসছে।"

রাসমনি রুমে ঢুকেই নীলমনির পা ছুঁয়ে প্রনাম করে নম্রভাবে নীলমনিকে বলল, "বাবা, তোমার শরীরটা কেমন? আজ ক'দিন যাবৎ লক্ষ্য করছি দিন দিনই তুমি শুকিয়ে যাচ্ছ।"

নীলমনি অবলিলায় বলল, "বয়স হয়েছে। বুড়ো হয়েছি। শাশ্বত নিয়মেই তো সবাই চলতে হবে। সময় শেষ হয়ে গেলে কেউ পৃথিবীতে থাকতে পারবে না রাসমনি।"

অতোশতো চিন্তা করো না বাবা।

চিন্তাতো আমি করি না, কিন্তু চিন্তাতো আমাকে ছাড়ে না।

সে-কি চিন্তা বাবা?

Edited by Ripon Sarkar

সে ভালো চিন্তা, সে ভালো চিন্তা।

কি সে চিন্তা, আমাকে বলো বাবা।

আমার উত্তর সূরী হিসেবে দ্বারকানাথের মধ্যে আমি খুবই প্রজ্ঞা দেখতে পাচ্ছি। সেটা আমাকে খুবই আনন্দ দেয়। আমি মনে সুখ পাই। ওর প্রতি খেয়াল রাখিস বাবা।

শুনলাম তোমার চিন্তার বিষয় বাবা। এখন তুমি ঘুমোও।

এই বলে রাসমনি খানিকটা দ্রুত পায়েই হেঁটে নিজ রুমের দিকে পা বাড়াতেই অদূরেই মেঝের শেষ রুমের দিকে তাকাতেই রাসমনির কপালে চোখ উঠে গেল। এতো রাতেও দ্বারকানাতের ঘরে বাতি জ্বলছে। শুধু বাতিই জ্বলছে না, দ্বারকানাথের কণ্ঠে শব্দও শুনা যাচ্ছে। রাসমনি হাতের কব্জি উপুড় করে ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত তিনটে বেজে পঁচিশ মিনিট। বাঁদিকে খানিক হেঁটে বারান্দার দিকে এগিয়ে রেলিংয়ে হাত রেখে আকাশের দিকে তাকাল রাসমনি। আকাশে তারা গুলো চুপচাপ বসে আছে স্থির হয়ে। পৃথিবীতে তিলকালো অন্ধকার। রাসমনি ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দ্বারকানাথের রুমের দিকে সন্তর্পনে পা বাড়াল। তখনও দ্বারকানাতের রুমে শব্দ হচ্ছিলো। আলো জ্বলছিলো রুম জুড়ে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রাসমনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দরজায় আস্তে করে ধাক্কা দিয়ে বলল, "বাবা দ্বারনানাথ, এখনো ঘুমোওনি।

দ্বারকানাথ সপ্রতিভ হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে এসে অবলিলায় দরজা খুলে দিল। রাসমনি রুমে ঢুকে গিয়ে চোখ ঘুরিয়ে রুমের চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল অবলিলায়। খানিক দাঁড়িয়ে থেকে রাসমনি নম্রভাব দেখিয়ে দ্বারকাননাথকে বলল, "বাবা দ্বারকানাথ ,এতো রাতেও তোমার ঘরে বাতি দেখে আমি অতিশয় বিস্ময়বোধ করছি। তার সাথে তোমার মুখে শব্দ শুনেও। এতোরাতে তুমি কি করছ বাবা দ্বারকানাথ?

দ্বারকানাথ অবলিলায় বলল, "পড়ছি।

এতো রাতে পড়ছ।

হ্যা পড়ছি।

এ যে দেখছি মোটা মোটা ইংরেজী ভাষায় লেখা দামী দামী বই। এই বই তুমি কোথায় পেয়েছ?

ইংরেজ সাহেব দিয়েছে এবং আমি নিজেও সংগ্রহ করেছি।

এ যে দেখছি পারসি লেখা বই, কবিতার বই। এসব লেখা তুমি বুঝ?

হ্যা বুঝি। পারসি কবিতা আমার কাছে ভালো লাগে। পারসি সাহিত্য আমার পছন্দের।

ওই যে মোটা বই গুলো, ওগুলি কি?

ওগুলো ইউরোপীয় সাহিত্য ও হিসেব কিতেবের বই। বেশী - বেশী বই পড়লে অনেক কিছু জানা যায় বাবা।

Edited by Ripon Sarkar

রাসমনি বিস্ফারিত চোখে দ্বারকানাথের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তাই কর' বাবা, তাই কর।

এই বলে রাসমনি আনন্দচিত্তে দ্বারাকানাথের রুম থেকে বেরিয়ে নিজ রুমের দিকে চলে গেল।

তখন সকাল হয় হয়। দ্বারকানাথ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে একবার জানালার দিকে তাকাল। খানিক চিন্তা করে ধীর পায়ে হেঁটে জানালার কাছে গিয়ে জানালা খুলে দিয়ে বাইরে তাকাল। এখনো বাইরে অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি। চোখে সবকিছু দেখা যায় না বাইরে। আকাশের ক'টি তারা এখনো তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। এসব দেখে দ্বারকানাথ বাইর থেকে মুখ ফিরিয়ে জানালা বন্ধ করে দিয়ে বিছানার কাছে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল অবলিলায়। চোখ বুজে থেকে মনে মনে ভাবল, এখন আর ঘুমিয়ে লাভ নেই। ইংরেজ সাহেবের হিসেবটা মিলাতে হবে। তা না করলে ইংরেজ সাহেব মন খারাপ করবে। তারপর হেঁটে হেঁটে ফার্সি কবিতা পড়ব। হাফিজের কবিতা, শেখসাদীর কবিতা। বিদ্যার চেয়ে বড় সম্পদ কিছুই নেই। অধিক বিদ্যায় অধিক জ্ঞান আর অধিক জ্ঞানে অধিক বুদ্ধি। বুদ্ধি দিয়ে হওয়া যায় রাষ্ট্রের বড় কর্তা।

এরূপ চিন্তা করতে করতে দ্বারকানাথ ঘুমের ভাব ধরে শুয়ে রইলেন বিছানায়। খানিক বাদে পাশে পালঙ্কের সাথে লাগানো ছোট টেবিলটার কিনারে মোটা বইটি দ্বারকানাথের হাত সরাতে মেঝে পড়ে গেলে দ্বারকানাথ জেগে উঠে ঘুম থেকে। দরজার দিকে তাকায়। বেলা বেশ হয়েছে বলে মনে হলো দ্বারকানাথের কাছে। দ্বারকানাথ বিছানা থেকে উঠে বসল। বিছানা থেকে পা নামিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে দরজার কাছে গিয়ে দরজার খিল খুলে দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখে বড়দিদি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে পিতলের গোল থালায় সকালের নাস্তা নিয়ে।

তা দেখে খানিকটা বিনয়ের সাথেই বড়দিদিকে দ্বারকানাথ বলল, বেশ সময়ই হয়ত দাঁড়িয়ে আছ এখানে। আমাকে ডাকলেই তো পারতে?

বড়দিদি বিনয়ের সাথে বলল, "তোমার ঘুমের অসুবিধে হবে তো। সেজন্যে ডাকিনি।"

এসো। এসো, আমার টেবিলে নাস্তা রেখে যাও?

বড়দিদি ঘরে ঢুকে টেবিলে নাস্তা রেখে চলে গেল।

দ্বারকানাথ নাস্তার টেবিলে বসে মনে মনে ভাবল, ইংরেজদের সাথে সুসম্পর্ক রেখেই সব কাজ সমাধা করতে হবে। অর্থ আর সম্পদ ছাড়া প্রতিপত্তি পাওয়া যায় না। যেখানেই অর্থের সন্ধান পাওয়া যাবে সেখানেই হাত দিতে হবে। এই মনে ভেবে দ্বারকানাথ জটপট্ নাস্তা খেয়ে পোষাক পরে ঘরের দরজা পেরিয়ে বারান্দায় হেঁটে হেঁটে যখন সিঁড়ির কাছে যাচ্ছিল তখনই ডান পাশের রুমে উচ্চ স্বরে রাসমনিকে কথা বলতে শুনে দ্বারকানাথ কান খাড়া করে থমকে দাঁড়াল। রাসমনি উচ্চস্বরে বার বার বলতেছে, দ্বারকানাথকে আমি কত বার বলেছি, সহায় সম্পদ বিধাতা আমাদের অনেক দিয়েছে। তাইই যথেষ্ঠ। কিন্তু কে শুনে কার কথা দিন নেই রাত নেই শুধু অর্থের পেছনে দৌড়ায়?

Edited by Ripon Sarkar

লক্ষীরানী একটু অনুযোগ করেই বলল, তার মতে তাকে চলতে দাও। ওতো আর খারাপ কিছু করছে না।

রাখ তোমার আহলাদি কথা? নাওয়া নেই, খাওয়া নেই শুধু অর্থ আর সম্পদ। সম্পদ আর অর্থের দিকে ছুটা এসব করে বড় রকম কোনো অসুখ বিসুখে পড়ে যাবে। তখন বুঝবে।

লক্ষীরানী বলল, "সেতো এখন আর ছোট নয়, সে বড় হয়েছে, সংসার হয়েছে, সে যথেষ্টই বুঝে তার স্বাস্থ্য বিষয়ে।

দ্বারাকানাথ আমাদের কাছে চিরকালই ছোট লক্ষীরানী।

পিতা মাতার তপ্ত কথা কাটাকাটি করতে শুনে দ্বারকানাথ দু পা এগিয়ে ঘরে ঢুকে রাসমনির দিকে তাকিয়ে বিণয়ের সাথে বলল, "আমাকে কিছু বলছ বাবা। আমি কি কিছু ভুল কাজ করছি এ বেলায়। রাসমনি খানিক সময় চুপ থেকে দ্বারকানাথের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। বিদ্যে-বুদ্ধি অনেক হয়েছে। আমিতো বুড়ো হয়ে গেছি, তোমাকে জ্ঞান দেওয়ার মতো ভাষা এখন আমার নেই। কিন্তু পিতা হিসেবে কিছু কর্তব্য আছে তো।

দ্বারকানাথ খানিকটা বিরক্তবোধ করে বলল, "আমি এখন কাজে যাব, যেটা বলার সেটা বলে ফেল বাবা।"

রাসমনি অবলিলায় বলল, "নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ কখন বাড়ীতে আস, কখন বাড়ী থেকে যাও, তাও দেখি না। বৌমাও এ বিষয়ে নালিশ করে, এমন কি দেবেন্দ্রকেও একবার আদর সোহাগ করার সময়ও তোমার নেই। এটা কেমন কথা দ্বারকানাথ?

দ্বারকানাথ তাড়াহুড়া ভাব দেখিয়েই বলল, "অতোশতো শুনার সময় আমার হাতে নেই। বাবা পরে কথা হবে 'ক্ষন।

এই কথা বলে দ্বারকানাথ দ্রুত পায়ে হেঁটে দুতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে দ্রুত পায়ে হেঁটে গেইট পেরিয়ে চলে আসলো রাস্তায়।

দ্বারকানাথ হেঁটে হেঁটে যেতে যেতে মনে মনে ভাবল, এখানকার মানুষজন খুবই সরল সহজ। ওইসব মানুষজন আমাকে দেবতার মতো মানে। আমার কথায় উঠ বস করে। আমাকে ডাকে ঠাকুর। এ জন্যে ওদেরকে কম মজুরী দিয়ে কাজে খাটান যায় অতি সহজে। কলকাতা শহর এখন দিন দিনই বড় হচ্ছে। গড়ে উঠছে বড় বড় ইমারতাদি, বড় বড় অট্টালিকা, গড়ে উঠছে বড় বড় কারখানা, ফ্যাকটুরী কোমপানী আর এসবের শাসন শোষন করছে ইংরেজ সাহেবেরা। তারা হচ্ছে সব বিষয়ে আমার সহায়ক। এ বিষয়ে বিধাতাও আমাকে সাহায্য করছে বুদ্ধি শুদ্ধি দিয়ে। এ সময় পথিমধ্যে রাস্তার পাশে ছয়তলা ভবনের কাছে এসে দ্বারকানাথ ছয় তলা ভবনের উপরে দিকে মাথা উপুড় করে তাকালেন। ছয় তলার মধ্যে পাঁচ তলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পাঁচ তলায় বীমা অফিস। নিচ তলাগুলো অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ছয়তলা এখনো লেবাররা বিল্ডিং গড়ার কাজ করছে। এসব দেখে দ্বারকানাথ উপুড় থেকে চোখ নামালেন নীচের দিকে। ক'জন লেবার দ্বারকানাথকে দেখে আনন্দ মনে এদিকে এসে

Edited by Ripon Sarkar

ঠাকুর ঠাকুর বলে দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার দিল অবলিলায়। এদের মধ্যে শম্ভু বর্মন অবলিলায় একটু সাহস দেখিয়েই বিনয়ের সাথে বলল, "ঠাকুর উপুড়ের দিকে তাকিয়ে মনে হয় কিছু ভাবছেন।

দ্বারকানাথ একটু হাসি মুখেই বলল, "ভাবছিতো বটেই। এই বিল্ডিং কে করেছে সম্ভুনাথ?

সম্ভু বিনয়ের সাথে বলল, "ইংরেজ সাহেবরা" তিনতলা চারতলা এখনো খালি। ভাড়া হবে।

আমিও ভাবছি এমন একটি বিল্ডিং করব। তবে এদিকে নয়। গঙ্গার পাড়ে টেনারী করব। লবণের ফ্যাক্টরী করব। অন্য কোম্পানী করারও চিন্তা মাথায় আছে। তখন আমার অনেক লোকজনের দরকার হবে।

সম্ভুনাথ একটু আনন্দ চিত্তে বিনয়ের সাথে বলল, "সেজন্যে ভাববেন না ঠাকুর, লোক আপনাকে দিতে পারব যতো লাগে ততোই।

ঠিক আছে, সেজন্যে তোমাকে স্মরনে রাখব আমি।

এ কথা বলে দ্বারকানাথ ঘোড়া গাড়ীতে চেপে বসলেন অবলিলায়।

ঘোড়ার গাড়ী চলতে থাকে ইংরেজদের কুঠিরের দিকে। তখন মধ্যাহ্ন সময় আসন্ন। কুঠিরের বাইরে গেইটের সামনে ক'জন সৈনিক বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছে এদিক সেদিক হেঁটে হেঁটে। ঘোড়ার গাড়ী এদিকে আসতে দেখে গেইটের কাছে দাঁড়ানো সৈন্যরা সপ্রতিভ হয়ে ঘোড়ার গাড়ীর দিকে তাকিয়ে বুক টানা দিয়ে দাঁড়ালো সতর্কতার সাথে। দ্বারকানাথ ঘোড়া গাড়ী থেকে নেমে দ্রুত পায়ে হেঁটে সোজা চলে গেল কুঠিরের দুইটি রুমের পরের রুমটির ভিতরে। ইংরেজ সাহেব এদিকে তাকিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়ে একটু হাসি দিয়ে দ্বারকানাথের দিকে হাত তুলে সম্বোধন করে বলল, এসো দ্বারকানাথ, আমার পাশে এসে বসো। তোমার সাথে প্রয়োজনীয় কথা আছে।

দ্বারকানাথ একটু এগিয়ে ইংরেজ সাহেবের পাশের চেয়ারে খুব আয়েশ করেই বসলো।

খানিক সময় চুপচাপ বসে থেকে ইংরেজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে দ্বারকানাথ আনন্দ চিত্তে বলল, " ছোট লাট সাহেব, আপনাদের হুকুম তালিম করতেতো কখনো আমি পিছ পা হইনা। আমার বাপ দাদাও আপনাদের হুকুম কখনো অমান্য করেনি।

ছোট লাটসাহেব উদ্বীগ্ন চিত্তে দ্বারকানাথের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভারত বর্ষের চার দিকে জটিল আকার ধারন করছে দ্বারকানাথ। সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে তুমি কিছুই জান না?

দ্বারকানাথ ধীরস্থির মনে বলল, "কিছুটা আভাস পাচ্ছি বটে। কিন্তু তা করে সিপাহীরা আপনাদের কিছুই করতে পারবে না।

কিন্তু এর দমনের জন্যতো আমাদের সচেতন ও সর্তক থাকতে হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের সহযোগিতা আমাদের কাম্য। ভারত বর্ষ তো ছোট খাট দেশ নয় যে, এ টাকে অতি সহজেই দমন করা যাবে। তোমাদের সহযোগিতা ছাড়া কিছুই করতে পারব না।

Edited by Ripon Sarkar

আমরাতো সব সময়ই আপনাদের সহযোগিতা করে আসছি। এই সংকট মূহুর্তেও আপনাদের পাশে আছি আমরা।

শুনেছি মঙগল পাণ্ডে এক সিপাহী নাকি এই সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছে। যা না কি সমস্ত ভারত বর্ষে ছড়ে ছিটে যাচ্ছে। আরও শুনেছি পূর্ব বঙ্গের ঢাকায়ও সিপাহী বিদ্রোহের খবর পাওয়া গেছে।

সেখানে আমাদের লোকেরা খুবই উঠিগ্ন আছে।

দ্বারকানাথ একটু হেসে বললেন, উদ্বীগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই ছোট লাটসাহেব। ঢাকার সিপাহীরা আপনাদের শক্তির সাথে এবং বুদ্ধির সাথে কুলোবে না।

তারপরও চিন্তাতো মন থেকে দূর হয় না। তবে ইতোমধ্যে একটা কাছ করে ফেলেছি। তা হচ্ছে ষ্টীমার যোগে লেফটেন্যান্ট লুইসকে একটা নৌ সেনা সহ পাঠিয়ে দিয়েছি। লেফটেন্যান্ট লুইস ওখানে আমাদের সেনানায়ক লেফটেন্যান্ট ম্যাকমিলানের সাথে যোগ দিবে। সিপাহীদের বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। কি বলো, ঠিক কাজটিতো করেছি।

ঠিক কাজটিই করেছেন ছোট লাট সাহেব। সে- ই তো বলি, আপনাদের বুদ্ধির সাথে ওইসব সিপাহীদের বিদ্রোহ কিছুই করতে পারবে না। আপনারা বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত জাতি।

ছোট লাট সাহেব একটু হেসে বললেন, তুমিও বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত মানুষ দ্বারকানাথ।

আপনাদের আদর্শ ও সংস্কৃতিকে আমরা অনেক শ্রদ্ধা করে থাকি ছোট লাট সাহেব। আপনাদের আদর্শ ও সংস্কৃতি হতে অনেক কিছু জানার আছে। যা আমাদের জন্য প্রয়োজন ও উপকারী।

এইটুকু বোঝার জন্য তোমার প্রতি আমাদের গভীর বিশ্বাস। যা-না-কি তুমি আমাদের বিরুদ্ধে কখনো বিদ্রোহ করবে না। সেজন্য আমরা মনে মনে চিন্তা করে রেখেছি, পূর্ব বাংলার সিপাহী বিদ্রোহের পর সিংহভাগ ভূমির জমিদারী তোমার হাতে তুলে দেব আমরা।

তা আপনাদের মর্জি। তো আমার তো অনেক বয়স হয়েছে। ওই জামিদারী দেখার মতো এখন আর আমার বয়স নেই। তা আমার ছেলে দেবেন্দ্র দেখতে পারবে, ও করতে পারবে।

সে একই কথা- মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।

এ বলে ছোট লাট সাহেব খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকালেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। দিগন্তে লোক শূন্য মাঠ পথ প্রান্তর। ছোট লাট সাহেব চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। দরজার অদূরেই একজন সৈনিককে এদিকে দ্রুত পায়ে হেঁটে আসতে দেখে ছোট লাট সাহেব হেঁটে হেঁটে দরজার বাইরে চলে আসলেন। দ্বারকানাথ খানিকটা চিন্তিত মনে ছোট লাট সাহেবের পিছু পিছু হেঁটে চলে আসলেন ওই সৈনিকের নিকট।

Edited by Ripon Sarkar

সৈনিক কাপালে ডান হাতের আঙ্গুল ঠেকিয়ে স্যালুট দিয়ে ছোট লাট সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "স্যার, বিদ্রোহীদের দমন করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। সর্বত্র খবর নিয়ে দেখেছি, বিদ্রোহীদের উৎপাত এখন আর নেই। ওরা দমে গেছে। এখন আর আমাদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

ছোট লাট সাহেব হাস্যোজ্জ্বল চোখে সৈনিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "গুড নিউজ, ভেরি গুড নিউজ।

দ্বারকানাথ মনে মনে ভাবলেন, এমন সংবাদইতো আমি মনে মনে আশা করছিলাম। সেজন্যে বিধাতাকে ধন্যবাদ। এ বেলায় এখানটায় বসে থেকে লাভ নেই। ছোট লাট সাহেব এখন চিন্তামুক্ত। পূর্ব বাংলা কিছু কিছু জায়গায় জমিদারী এখন আমার আয়ত্বে এসে যাবে। কিন্তু এখানটায়ও আরও সম্পদ বাড়াতে হবে। অর্থ আর সম্পদ ছাড়া আজকাল কোনো ভালো কাজেরও সুফল পাওয়া যায় না। এসব ভাবতে ভাবতে দ্বারকানাথ একটু আনন্দ মনেই হেঁটে হেঁটে চলে আসলেন লাট সাহেবের কুটিরের দেওয়ালের বাইরে। ওখানে দ্বারকানাথকে বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সব সময়ই একটি টমটম দাঁড়িয়ে থাকে তিন রাস্তার মোড়ে। সহিস দ্বারকানাথকে এদিকে আসতে দেখে সপ্রতিভ হয়ে নিজ আসনে একটু নড়েচড়ে বসলো। দ্বারকানাথ একটু দ্রুত পায়েই হেঁটে এসে টমটমের মধ্যে চেপে বসল।

টমটম চলছে মেছো বাজারের দিকে। রাস্তার দুধারে দূর দূর হারিকেনের বাতি জ্বালানো ছোট ছোট দোকানঘর। মাথার উপর অন্ধকার। আকাশে তারকাগুলো ফুটে উঠেছে পাশাপাশি। খানিক পথ এসে দ্বারকানাথ একটি মিষ্টির দোকানের সামনে সহিসকে টমটম থামাতে বললো। সহিস টম টম থামালে দ্বারকানাথ অবলীলায় টমটম থেকে নেমে মিষ্টির দোকানে ঢুকে কিছু রসগোল্লা ও চমচম নিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে আবার টমটমে চেপে বসল। সহিস টমটম চালিয়ে যেতে যেতে একটু ভয় ভয় মনে দ্বারকানাথকে বলল, "ঠাকুর, মিষ্টি খেতে খুব পছন্দ করেন, তাই না?

দ্বারকানাথ একটু হেসে বললেন, আরে না, না। মিষ্টি আমার বৌমা সারদা দেবীর খুব পছন্দ এবং দেবেন্দ্রও খুব পছন্দ করে মিষ্টি। কেন? দেব তোমাকে দুটো মিষ্টি। তোমার মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করছে, দেব?

সহিস একটু লজ্জাবোধ করে বলল, না, না। এমনিতেই বল্লেম ঠাকুর, একটা কথা বলবো। আপনি অনুমতি দিলে বলতে পারি।

বলো।

আমারতো ভিটিভূমি ছাড়া এখানটায় কিছুই নেই। কষ্টে-সৃষ্টে চালাচ্ছি জীবন। একটু ফসলের জমি পেলে টেনে টুনে চলে যেতে পারতেম।

তা হবে ক্ষণ। এখন টম টম থামাও? বাড়ীর গেইটের কাছে এসে গেছি।

সহিস টমটম থামালো বাড়ীর গেইটের সামনে। দ্বারকানাথ মিষ্টির বাক্স নিয়ে টম টম থেকে নেমে তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে চলে গেল বাড়ীর ভিতরে।

সিঁড়িতে পা রেখে দ্বারকানাথ মনে মনে ভাবল, রাত অনেক হয়েছে। বৌমা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। সকাল বেলা ডেকে মিষ্টির বাক্সটা দিয়ে দেব ওকে। এই মনে

Edited by Ripon Sarkar

দ্বারকানাথ সিঁড়ি ভেঙ্গে দুতলার মেঝে পা ফেলতেই খানিকটা বিস্ময়বোধ করল দেবেন্দ্রের ঘরের দিকে তাকিয়ে। এতো রাতেও দেবেন্দ্রের ঘরের ভিতরে আলো জ্বলছে। মনে হয় হ্যাজাক লাইটের আলো। দ্বারকানাথ ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে দেবেন্দ্রের কক্ষের কাছে গিয়ে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইলো অবলিলায়। দেবেন্দ্র পারস্যের কমি হাফিজের কবিতা পড়ছে মেঝে হেঁটে হেঁটে। সারদার কণ্ঠও শুনা যাচ্ছে একটু একটু। দ্বারকানাথ খানিক এগিয়ে দেবেন্দ্রের কক্ষের দরজায় ধাক্কা দেয় অবলিলায়।

দেবেন্দ্র সচকিত হয়ে দরজার কাছে গিয়ে কোনো শব্দ না করেই দরজা খুলে দেয় অবলিলায়।

দ্বারকানাথ হাস্যোজ্জ্বল চোখে দেবেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, এতো রাতে তোমাদের ঘরে বাতি জ্বলতে দেখে আর তোমার মুখে মসনবীর কবির কবিতা পড়তে শুনে তোমাকে ডেকে ফেল্লাম অবলিলায়। এই ধর মিষ্টির বাক্সটা, বৌমা মিষ্টি খেতে খুব পছন্দ করে।

সারদা দেবী একটু এগিয়ে এসে মাথার ঘোমটা একটু টেনে দ্বারকানাথের পা ছুয়ে প্রনাম করল নিঃশব্দে।

দ্বারকানাথ অবলিলায় সারদা দেবীর দিকে তাকিয়ে গুরু গম্ভীর ভাব দেখিয়ে বলল, "পারস্য প্রীতি আমাদের পারিবাবিক কালচার, এটা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরও কালচার ছিল। তোমরা এ নিয়ে অনুশীলন করতে শুনে খুবই আনন্দবোধ করছি মনে মনে।

এ বলে দ্বারকানাথ আনন্দ মনে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে চলে গেল নিজ কক্ষে।

দেবেন্দ্র আনন্দ মনে সারদাদেবীর দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবাকে দেখে আমি খুবই ভয় পেয়েছিলাম মনে মনে। ভেবেছিলাম এতোরাতে জেগে থেকে কাব্যচর্চা করতে শুনে বাবা আমাকে ভৎসনা করবে।

সারদা দেবী কোনো কথা না বলে দু পা হেঁটে পালঙ্কের এক পাশে গিয়ে বসে পড়ে অবলিলায়। কথা না বলে এমনিভাবে সারদা দেবীকে পালঙ্কে গিয়ে বসে পড়তে দেখে দেবেন্দ্র খানিকটা বিস্ময়বোধ করে পালঙ্কের কাছে গিয়ে সারদা দেবীর পাশে বসে সারদা দেবীকে বলল, "সারদা , তুমি কি আমার সাথে রাগ করেছ?"

সারদা দেবী কথা বলে না।

খানিক বাদে দেবেন্দ্র আবারও বলল "সারদা তুমি কি আমার সাথে রাগ করেছ?"

সারদা কথা বলে না। চুপচাপ।

কি ব্যাপার, কথা বলছ না কেন? একেবারেই চুপচাপ বসে আছ। কথা বলো?

না আমি কথা বলবো না? আমি রাগ করেছি?

কেন? কি হয়েছে? তুমি মিষ্টি খেলে আমি আপত্তি করব না। খাও? মিষ্টি খাও?

না, আমি মিষ্টি খাব না।

তাহলে।

এ' বাড়ীতে কিছু করতে পারছি না। এটা একটা অন্যরকম বাড়ী।

অন্যরকম বাড়ী। মানে?

Edited by Ripon Sarkar

এ বাড়ীতে কোনো প্রতিমা নেই পুজা করার ঘর নেই। সনাতন নিয়ম রীতি কোনো কিছুই পালন করা হয় না এ বাড়ীতে।

দেবেন্দ্র খানিক সারদা দেবীর দিকে এগিয়ে সারদা দেবীকে চেপে ধরে বলল, "ও সেই কথা। এতে রাগ করার কি আছে। এ বাড়ীর বৌ যখন হয়েছ, এ বাড়ীর নিয়ম রীতিতো মেনে নিতেই হবে। এ যে বড় কর্তার হুকুম। বাবার আদেশ। এটা অমান্য করলে যে বাবার মনে কষ্ট হবে। এ ছাড়া আমরা এসব পুজা টুজা আমলে আনি না।

সারদা দেবী খানিক সময় দেবেন্দ্রের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে পালঙ্কে শুয়ে পড়ে অবলিলায়।

দেবেন্দ্র ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মনে মনে ভাবল, সকাল হতে আর বেশী বাকী নেই। প্রাতকালীন সময় বাতাস স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এই মনে দেবেন্দ্র সন্তর্পনে দরজা খুলে চলে আসে বারান্দায়। তখন বেল গাছের উপরের তারাগুলো স্পষ্টই দেখা যায় বারান্দায় থেকে। বেল গাছের গোড়ায় কয়েকটি কুকুর গোল হয়ে শুয়ে আছে সপ্রতিভ হয়ে। মনিবের উঠার শব্দ পেয়ে ওই কুকুর গুলো ঘুম থেকে জেগে যায় নিত্যদিনের মতো। দেবেন্দ্র ওদিকে তাকায়। খানিক সময় ওদিকে তাকিয়ে থেকে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে দু তলার সিঁড়ি ভেঙ্গে চলে আসে নীচতলায়। মনিবকে দেখে গাছ গোড়ায় কুকুর গুলো লেজ নেড়ে নেড়ে দ্রুত হেঁটে চলে আসে দেবেন্দ্রের কাছে। দেবেন্দ্র ওদিকে না তাকিয়ে দ্রুত হেঁটে চলে আসে বাড়ীর গেইটের কাছে। গেইটের পাশে রাস্তায় মানুষ জনের কোনো শব্দ শোনা যায় না কোথাও। অন্ধকারও তেমন কাটেনি। রাস্তার পাশের অন্যবাড়ীগুলোতে কারও রা শব্দ শোনা যায় না এসময়। দেবেন্দ হাঁটছে পূর্ব দিকে। ইটা বিছানো পথ। পেছনে কুকুরগুলো হাঁটছে লেজ নেড়ে নেড়ে। যেন মনে হচ্ছে মনিবকে পাহারা দিতে কুকুর গুলো একটুও কার্পন্য নেই।

খানিক পথ হেঁটে দেবেন্দ্র রাস্তার শেষ মাথার মোড়ে একটি জিপ গাড়ী এই সাত সকালে এদিকে আসতে দেখে একটু বিস্ময়বোধ করল মনে মনে। গাড়ীটি এদিকেই দ্রুত গতিতে আসছে খালি রাস্তায়। কোথাও কোনো মানুষজন নেই রাস্তার আশপাশে। এদিকে গাড়ীটি দ্রুত গতিতে আসতে দেখে দেবেন্দ্রের পেছনে কুকুরগুলো আগে ভাগেই ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল মনিবকে রক্ষা করতে। গাড়ীটি এসে রাস্তার এক পাশে দেবেন্দ্রের কাছে দাঁড়াল। দেবেন্দ্র একটু এগিয়ে গিয়ে ছোট লাট সাহেবকে চিনতে পেরে গুড মর্নিং বলে সম্মোধন করে বলল, "সাহেব আপনি? এই ভোর সকালে।

ছোট লাট সাহেব বলল, "দ্বারকানাথের কাছে এসেছি। তার সাথে কিছু কথা আছে। জরুরী কথা।"

বাবাতো অসুস্থ। ক'দিন যাবৎ বাবার শরীর ভালো যাচ্ছে না। বাবা হয়ত এখনো ঘুমে আছে।

ছোট লাট সাহেব মনে মনে চিন্তা করল, একবার দ্বারকানাথ বলছিল, আমার ছেলে দেবেন্দ্রই এখন সবকিছু দেখাশুনা করবে। এই মনে করে ছোট লাট সাহেব একটু আনন্দচিত্তে দেবেন্দ্রকে বলল " তোমার বাবাতো বুড়ো হয়েছে। কার্য সম্পাদন করা

Edited by Ripon Sarkar

তার জন্যে কষ্টের ৭ তুমিতো আছ। তোমার পিতার কার্য তুমিই এখন সম্পাদন করতে পার।"

তাতো বটেই। বাবার স্থলাভিষিক্ত হয়ে এখন থেকে আমি সব কাজ করব।

তো গাড়ীতে চেপে বসো দেবেন্দ্র। চলো কুঠিরে। তোমাকে অনেক দায়িত্ব দিবে আমি, যা তোমার বাবাকে দিতাম।

দেবেন্দ্র কথা বল্লো না।

ছোট লাট সাহেব একটু হেসে বলল, "কথা বলছ না কেন? উঠ গাড়ীতে।

দেবেন্দ্র মুখ উপুড় করে লাট সাহেবের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে দ্রুত পা চালিয়ে গাড়ীতে চেপে বসলো অবলিলায়।

ড্রাইভার গাড়ী ঘুরিয়ে কুঠিরের দিকে যেতে লাগল দ্রুত গতিতে।

দেবেন্দ্র অবলিলায় একটু তাড়াহুড়া ভাব দেখিয়ে গাড়ীতে বসে থেকেই বলল, "লাট সাহেব, আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে হবে আপনার কুঠির থেকে। ব্যবসা বানিজ্য, কোম্পানী, ফ্যকটরী সেগুলো একাই আমাকে সামাল দিতে হয়। সেজন্যে সময় দেওয়া আমার জন্যে দুরূহ।

লাট সাহেব একটু হাসি দিয়ে বলল, "সে তো আমি জানি দেবেন্দ্র, তোমাদের দিয়ে সবকিছুই সম্ভব। গড তোমাদের অনেক নলেজ দিয়েছে। আমরাও তোমাদের খুব বিশ্বাস করি।

কি জন্যে যে এই সাত সকালে আপনার কুঠিরে যাচ্ছি সে তো কিছুই বুঝতে পারলাম না।

বিনা কারণে তো তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি না ?

দেবেন্দ্র কথা না বাড়িয়ে চুপ।

লাট সাহেবও চুপ।

খানিক বাদে গাড়ীটি লাট সাহেবের কুঠিরের ফটক দিয়ে ঢুকে কুঠিরের দরজার কাছে গিয়ে ব্র্যাক কষে গাড়ীটি থামাল ড্রাইভার?

লাট সাহেব তড়িঘড়ি পায়ে গাড়ী থেকে নেমে দ্রুত হেঁটে চলে গেল কুঠিরের ভিতরে। দেবেন্দ্রও গাড়ী থেকে নেমে লাট সাহেবের পিছু পিছু হেঁটে গিয়ে প্রথম কক্ষে ঢুকে বড় টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসল।

খানিক বাদে লাট সাহেব পাশের কক্ষ থেকে এসে দেবেন্দ্রের সামনে হাতল ওয়ালা একটি চেয়ার টেনে বসল। পাশের রুম থেকে দু কাপ চা ও কিছু বিস্কুট টেবিলের উপর দিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এক বেয়ারা। লাট সাহেব মাথা হেলিয়ে বেয়ারাকে বলল, "তুমি যাও? দরকার হলে ডাকব।

বেয়ারা চলে গেল পাশের রুমে।

লাট সাহেব একটু হাসি দিয়ে দেবেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাদের বিদ্যে বুদ্ধি আমাদের কাছে প্রশংসনীয়। আমাদের স্বার্থের বাইয়ে তোমরা কোনো কিছুই কর না, তা পরীক্ষিত। যা তোমার বাবা - দাদারাও করেছে। এ বেলায় তুমি আমাদের পক্ষে সবকিছুই করবে বলে আমার বিশ্বাস। সেজন্যে তোমাকে কিছু দায়িত্ব দিতে চাই।

Edited by Ripon Sarkar

দেবেন্দ্র অবলিলায় বলল, "কি দায়িত্ব।"

লাট সাহেব ড্রয়ার টেনে একটি বড় ম্যাপ বের করে দেবেন্দ্রের সম্মুখে মেলে ধরে বলল, এটা হলো পূর্ব বাংলার ম্যাপ। পরগনার নাম এই ম্যাপে লিপি করা আছে। পূর্ব বাংলার কিছু পরগনার দায়িত্ব তোমাকে দিতে চাই। নিশ্চয় তাতে তুমি আপত্তি করবে না।

কলকাতায় বেশকিছু উঁচু দরের কাজ নিয়ে সর্বদাই ব্যস্ত থাকতে হয়, এর উপর পূর্ব বাংলার জমিদারী দেখার জন্য লোক লস্কর, আপনজন, বিশ্বস্তজন দেওয়া আমার জন্যে দুরুহ বটে।

তোমার সন্তানের সংখ্যাতো কম নেই। ওদেরই পূর্ব বাংলার দায়িত্ব দিয়ে দেবে।

দেবেন্দ্র অস্কুটভাবে খানিক সময় লাট সাহেবের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলেন, এটাতো বিরাট সুযোগ। পূর্ব বাংলায় আমাদের পূর্ব পুরুষদের বাস ছিল আর এখন লাট সাহেবের হুকুমে পেয়ে যাচ্ছি এরই কিছু অংশের জমিদারী। সে যাই হোক, এ নিয়ে আরও একটু ভেবে চিন্তে দেখতে হবে। এসব ভেবে দেবেন্দ্র হাস্যোজ্জ্বল চোখে লাট সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "মহাবতার, আপনার হুকুম আমাদের আশির্বাদ। আমি যথাযথ চেষ্টা করব আপনার বিশ্বস্থ হতে।

লাট সাহেব পূর্ব বাংলার ম্যাপের অংশ এবং টাইপ করা একটি দলিল হাতে দিয়ে বলল, এই তোমার ডকুমেন্ট।

দেবেন্দ্র পূর্ব বাংলার ম্যাপের অংশ বিশেষ ও দলিল হাতে পেয়ে আনন্দ চিত্তে মেছো বাজারের দিকে রওনা হলেন।

সারদা দেবী দুপুর গড়িয়ে বিকেল হওয়াতে মধ্যাহ্ন ভোজের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে মনে করে দুতলায় রেলিংয়ে হাত রেখে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছেন গেইটের দিকে।

টমটম গেইটের কাছে রাস্তায় থামতে দেখে সারদা দেবী আনন্দ মনে খাবারের কক্ষে ঢুকে গেল অবলিলায়।

দেবেন্দ্র তড়িঘড়ি করে টম টম থেকে নেমে দ্রুত পায়ে হেঁটে সিঁড়ি ভেঙ্গে দুতলায় উঠে খানিক সময় পালঙ্কে শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেস হয়ে খাবারের ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসতে বসতে সারদা দেবীর দিকে তাকিয়ে বলল, "রবিকে দেখছি না যে, ও-কি খেয়েছে?

সারদা দেবী কথা বল্লো না।

দেবেন্দ্র খানিক সময় অপেক্ষা করে আবারও বলল, "কি ব্যাপার, কথা বলছ না কেন? রবি কোথায়?

কি আর বলবো, ওকে নিয়ে যত ঝামেলা আমার। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, কোথায় যায়, কি করে তা কিছুই জানি না আমি। সারাদিন শুধু একাকি বসে থাকে ঘরে। কখনো কখনো বাড়ী থেকে বের হয়ে পাড়া ঘুরবে। কখনো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আকাশে দিকে তাকিয়ে, প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে কি সব চিন্তা করে। আমি এসবের কিছুই বুঝি না, জানি না। ওকে নিয়ে হচ্ছে আমার জ্বালা সব।

তা এখন ও কোথায়?

Edited by Ripon Sarkar

কোথায় হবে আর, হয়তো ওর ঘরে বসে দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়ে মালা জপ করছে।

দেবেন্দ্র খাবারের টেবিল ছেড়ে একটু দ্রুত পায়ে হেঁটে রবির কক্ষের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রবিকে ডেকে বলল, "বাবা রবি, দরজা খুলো, দরজা খুলো। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় অতিবাহিত। এসো, খাবে ।

রবি কথা বলে না।

আবারও দেবেন্দ্র দরজায় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বলল, "বাবা রবি, দরজা খুলো। তোমার জন্যে আমরা না খেয়ে বসে আছি। দরজা খুলো।

রবি পড়ার টেবিল ছেড়ে দ্রুত হেঁটে এসে দরজা খুলে দিলো অবলিলায়।

দেবেন্দ্র উৎসুক চোখে রবির দিকে তাকিয়ে বলল, "এসো বাবা রবি। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় অতিবাহিত। চলো খাবে। রবি কোনো কথা না বলে পড়ার টেবিলে বসে কলম দিয়ে খাতায় শুধু বার বার লিখছে-"জল পড়ে, পাতা নড়ে, জল পড়ে, পাতা নড়ে, এবং মুখেও বার বার বলছে জল পড়ে, পাতা নড়ে।"

দেবেন্দ্র খানিকটা রাগ করেই রবিকে বলল, "এসব রাখ বাবা, চলো খাবে।"

রবি কথা না বলে আগের মতো একই উক্তি -জল পড়ে, পাতা নড়ে। বলছে বার বার।

দেবেন্দ্র রেগে মেগে রবিকে ভৎসনা করে বলল, না খেয়ে মর,? নরকে যাও?।"

এ কথা বলে দেবেন্দ্র দ্রুত হেঁটে এসে খাবারের টেবিলে বসে খাবার খেতে মনোযোগ দিল।

খানিক বাদে সারদা এসে বাটি থেকে তরকারি দেবেন্দ্রের থালায় দিতে দিতে বলল, "কি, রবি এলো? রবিকে খাবারের টেবিলে আনতে পারলে?

না পারলেম না? আমাদের রবি পাগল হয়ে গেছে। ওর মাথায় গন্ডগোল আছে। কিসব আবোল-তাবোল কথা বলে।

ওকে কাজে লাগিয়ে দাও, ব্যবসায় বসিয়ে দাও।

দিলেমতো সেবার চামড়ার ব্যবসায় বসিয়ে। করলো? পারলো? মোকাম থেকে বেরিয়ে শুধু এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়।

তা করলে কি জীবন চলবে? কিছু একটাতো করতে হবে। নয়তো জীবন চলবে কি করে?

তাইতো আমিও ভাবছি।

পুনরায় একটু চেষ্টা চরিত্রী করে ওকে ব্যবসায় লাগিয়ে দাও।

এ সময় রবি তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে খাবারের ঘরে ঢুকে সারদা দেবীর দিকে তাকিয়ে বলল, "খেতে দাও মা। আমার প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

সারদা দেবী উৎসুক চোখে তাকিয়ে রবিকে বলল, "এসো, এসো। খাবার দিচ্ছি। অবশ্যই খাবে।

দেবেন্দ্র মধ্যাহ্নভোজের পাট চুকিয়ে একবার মায়ার দৃষ্টিতে রবির দিকে তাকিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে চলে আসলেন নিজ রুমের পালঙ্কের কাছে। পালঙ্কের পাশে

Edited by Ripon Sarkar

দখিণের জানালা খোলা। দেবেন্দ্র ওদিকে এগিয়ে গেল। জানালার ডানায় হাত রেখে ভূমিতে বাগানের দিকে তাকিয়ে দেবেন্দ্র লক্ষ্য করল, মৃদু বাতাসে অপরাজিতা ফুলগুলো দুদোল দুলছে। ক্লান্ত পাখীগুলো বাগানের বড় বকুলফুলের মগডালে বসে নিঃশব্দে বিশ্রাম নিচ্ছে অবলীলায়। দেবেন্দ্র ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিজ শয্যার কাছে এসে মনে মনে ক্লান্তবোধ করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। বিছানায় শুয়ে থেকেই মুখ ঘুরিয়ে রুমের দরজার দিকে তাকাল। রুমের দরজা খোলা। দরজা দিয়ে একটু একটু বাতাস আসছে রুমের ভিতরে। দেবেন্দ্র ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সটান শুয়ে চোখ বুজে রইলেন অবলীলায়। দেবেন্দ্র চোখ বুজে থেকেই মনে মনে লক্ষ্য করলেন, রুমের খোলা দরজার বাতাসের সাথে একজন বৃদ্ধমতন লোক রুমে প্রবেশ করে পালঙ্কে দেবেন্দ্রর মুখের কাছে দাঁড়িয়ে গুরু গম্ভীর ভাব দেখিয়ে দেবেন্দ্রের দিকে তাকাল। দেবেন্দ্রেও মুখ ঘুরিয়ে বৃদ্ধলোকটির দিকে তাকাল। বৃদ্ধলোকটির গায়ে আলখেল্লা, মুখে বুকের মধ্যাংশ পর্যন্ত সাদা ধবধবে দাড়ি। মাথায় টুপি। বৃদ্ধ লোকটি অবলিলায় বলল, দেবেন্দ্র, আমি তোদের আদি পুরুষ। পীর আলী। বিধাতার ইচ্ছায় অনেক কিছুই বিবর্তিত, পরিবর্তিত হয়ে থাকে। বিধাতা অসীম শক্তির অধিকারী। তার হুকুমে সবকিছুই হওয়া সম্ভব। বিধাতার সন্তুষ্ট প্রাপ্ত ব্যক্তিরা মৃত্যুর পর স্থানান্তরিত হয়ে কায়া পরিবর্তন করে নতুনভাবে আভির্ভূত হতে পারে। এরূপ করতে বিধাতার কোন কষ্ট হয় না। এতে বিধাতার হুকুমই যথেষ্ট। কেননা মানুষের আত্মার কোনো মৃত্যু নেই। মানুষের রূহ অক্ষয়, অব্যয়। রবি শুধু তোমাদের বাড়ীর রবিই নয়। সে পৃথিবীর রবি। তাঁর প্রতি যত্ন দৃষ্টিতে তাকিও। তাঁকে অবহেলা করো না। এই বলে পীর আলী মুখ ফিরিয়ে খুব দ্রুত গতিতে হেঁটে বাতাসের বেগে ঘর হতে বাহির হয়ে চলে গেল।

দেবেন্দ্র চোখ মেলে তাকাল। নিঃশব্দে মনে মনে ভাবতে লাগল, এ-কি দেখলাম আমি চোখ বুজে থেকে। বৃদ্ধলোকটি কে? আমাদের আদি পুরুষ বলে পরিচয় দিলেন তিনি। কিছু নীতি কথা বলে আমাকে অনুশাসনও করে গেলেন তিনি। কিন্তু বৃদ্ধলোকটির মধ্যে আমি যেন রবির রূপই দেখতে পেলাম। বৃদ্ধ বয়সে রবির অবয়বও যেন এমনটাই হবে। এরূপ ভেবে চিন্তে দেবেন্দ্র খানিকটা জোর গলায় দরজার দিকে তাকিয়ে ডাকল, সারদা, সারদা?

সারদা পড়িমরি করে দ্রুত হেঁটে দরজার কাছে এসে দেবেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, "এতো জোর গলায় আমাকে ডাকছ কেন? এমন করে তো কখনোই আমাকে তুমি ডাক না? কোনো কিছুই হয়েছে এ ঘরে।" দেবেন্দ্র ধরা গলায় বলল, "না, কোনোকিছু হয়নি।

তবে?

তবে তুমিতো আমার সবকিছু। আপদ-বিপদের সাথী, আনন্দ-উৎসবে সাথী। যে কোন বিষয়ে তোমার সাথে কথা বলা অপরিহার্য।

আসল কথাটা বলো, শুনি।

আমি মনে মনে খুবই আনন্দবোধ করছি এ সময়টায়।

হঠাৎ আনন্দবোধ করছ, কেন? কি এমন ঘটনা ঘটলো আনন্দবোধের?

Edited by Ripon Sarkar

আমার ইচ্ছে হচ্ছে, গোবিন্দপুরের হরিজন পল্লীর গরীব-দুঃখী মানুষজনদের কিছু দান-দক্ষিণা প্রদান করতে। এরূপ চিন্তার জন্যই মনে মনে আনন্দবোধ করছি।

ভালো। এতে অসুবিধা কোথায়। বিধাতাতো তোমাকে ধনেজনে, জ্ঞানে গুনে সব্যসাচী করে দিয়েছে। অর্থভান্ডারতো একেবারে ফুরিয়ে যাবে না। বিধাতাই তোমার অন্তরে এরূপ সুন্দর চিন্তা জাগরিত করে দিয়েছে।

এ বিষয়ে তুমি সায় দেওয়াতে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সারদা।

প্রানধিক, আপনার সুন্দর চিন্তা আমার এবং আমার সন্তানের জন্য আশির্বাদ। এতে তো আমারও আনন্দ আছে।

তার সাথে আরও একটি কথা আমার অন্তরে বাড়ি খাচ্ছে বার বার।

সেটা আবার কি?

আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমার আদি পুরুষের বাস রূপসায়, ফুলতলীতে যেতে। সেখানকার মানুষজদের দেখতে, সেখানকার প্রকৃতিকে অবলোকন করতে।

তাতে বাধা কোথায়? সেইটুকু করা তোমার জন্য অসাধ্য কিছুই নেই। সময় করে চলে যাবে ওখানে। ওখানের মানুষজনের কল্যান করতে পারলে তাও করবে। তাতে আমি আনন্দবোধ করব মনে মনে।

আরও একটি কথা তোমাকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম, বলবো সে কথা?

সেটি আবার কি কথা?

আমাদের রবিব কথা। ও ওর মতোই চলুক। ওকে নিয়ে আমাদের কোনো দুর্ভাবনা করার কিছু নেই। ওর মোটামুটি বয়স হয়েছে। দুনিয়ার আলো বাতাস ওর গায়ে লেগেছে। ওর ইচ্ছে মতোই ও চলুক। এতে আমাদের মাথা-ব্যথার কোন কারণ নেই।

এটা কেমন কথা বললে প্রানধিক। সন্তানের ভালো- মন্দ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা কি পিতা-মাতার কর্তব্য নয়?

তুমি ঠিকই বলেছ সারদা। কিন্তু রবির ব্যাপারটা ভিন্ন।

ভিন্ন! কেন?

জোর করে কাউকে কোনোকিছু করা যায় না। বিধাতা রবিকে যেভাবে পরিচালনা করে সেভাবেই চলুক রবি।

এ সময় তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে দুতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে নিজ রুমের দিকে যেতেই দেবেন্দ্র একটু শান্ত ভাবে ডাকল, "রবি?"

রবি সাথে সাথে দেবেন্দ্রের কথায় সাড়া না দিয়ে নিঃশব্দে বিচলিত মনে দেবেন্দ্রের নিকটে দাঁড়াল।

দেবেন্দ্র মায়ার সুরেই রবিকে বলল, "বিকেলের এ সময়ে কোথায় ছিলে?

রবি অবলিলায় বলল, "ও পাড়ায়। ওখানে পুকুরে পাড়ে অনেকগুলো গাছ আছে। ও গাছগুলোতে এ সময়টায় পাখীরা কিচির-মিচির গান করে। ও গান আমার বড় ভালো লাগে। আমি ওসব পাখিগুলোর সাথে কথা বলি।

দেবেন্দ্র বিস্মিতবোধ করে বলল, "পাখির সাথে কথা বলো। সে কেমন কথা।"

Edited by Ripon Sarkar

সে সত্যি কথা বাবা। সে কথা তোমার বিশ্বাস না হলে জগ বাবুকে জিগ্যেস করে দেখ?

জগবাবু আবার কে? ওকে তো চিনি না?

জগবাবুকে চিন না? জগ বাবু হলো জগদীশ চন্দ্র বসু। ও পাড়ায় থাকে। ও আমার বন্ধু। ও-ই তো বলল, "দেখ দেখ পাখিগুলো তোর দিকে কেমন করে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম তাই তো। তখন পাখিগুলো আমার সাথে কথা বলতে শুরু করল।

এ কথা বলে রবি দ্রুত পায়ে হেঁটে নিজ রুমে চলে গেল।

দেবেন্দ্র মনে মনে ভাবলো, পাগলে পাগলে সখ্য। পাখীর সাথে কথা বলে। বিধাতা আমাকে কোন যন্ত্রনায় ফেলল, জানি না।

এ কথা ভেবে দেবেন্দ্র চেয়ার থেকে উঠে একটু হেঁটে পালঙ্কে পা তুলে বিছানায় সটান হয়ে শুলো অবলিলায়।

সারদাদেবী ধীর পায়ে হেঁটে দেবেন্দ্রের শয্যাপাশে বসে বিব্রতবোধ করে বলল, "দেখলে দেখলে, রবিকে শুনলে ওর সব আজগুবি কথা। ও না কি পাখির সাথে কথা বলে।

তাইতো বলছি। তাই তো দেখছি।

ওকে দিয়ে কিছু হবে না।

এই কথা বলে সারদাদেবী একটু রাগ মনে দ্রুত পায়ে হেঁটে অন্য রুমে চলে গেল।

দেবেন্দ্র খানিক সময় পালঙ্কে শুয়ে থেকে চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে পালঙ্ক হতে নেমে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে দরজার কাছে ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে রবির রুমের দরজার কাছে এসে চুপিসারে দাঁড়াল। দরজার ফাঁক দিয়ে তাকাল রবির ঘরে অন্দরে। রবি ছবি আঁকছে। ওই ছবি, যেটি রবি কিছুক্ষণ আগে পড়ন্ত বিকেলে গাছের ডালে-পালে পাখির উড়োউড়ি দেখে আসছিল। দেবেন্দ্র ওদিকে নিঃশব্দে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছে, রবি সাধারণ মানুষ নয়, মহামানব।

এ সময় দেবেন্দ্র লক্ষ্য করল, কে যেন একজন পেছন দিক থেকে কাঁধে হাত দিয়েছে। কিন্তু রবির ছবি আঁকার চিত্রপট থেকে চোখ সরাচ্ছে না দেবেন্দ্র।

পাশে দাঁড়ানো অবন ঠাকুর, আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা দিয়ে দেবেন্দ্রকে বলল, "দাদা ঠাকুর, দাঁড়িয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে কি দেখছ?"

মাগন ঠাকুর অবলিলায় অবন ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "দাদা ঠাকুরের ছবি আঁকতে ইচ্ছে হচ্ছে কি-না সেজন্যে কাকাবাবুর ছবি আঁকা দেখছে।"

দেবেন্দ্র ওদের দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জাবোধ করে মৌনভাবে নিজরুমের দিকে চলে গেল।

অবন ও মাগন মুখ ঘুরিয়ে দেবেন্দ্রের দিকে খানিক তাকিয়ে অবলিলায় রবির কক্ষে ঢুকে গেল।

অবন ঠাকুর চিত্রপটের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভারি সুন্দর হয়েছে তো ছবিটি।"

Edited by Ripon Sarkar

রবি ঠাকুর বলল, "এখনো তো পুরোটা রং করা হয়নি। পুরোটা রং করা হলে তবেতো খুব সুন্দর হবে।

মাগন ঠাকুর একটু তাড়াহুড়োর ভাব দেখিয়ে বলল, "সময় মতো এটা প্রদর্শনীতে দিতে হবে। এর সময় শেষ হয়ে গেলে ছবি দিয়ে কি হবে?

অবন ঠাকুর বলল, "মাগন ঠিকই বলেছে।"

মাগন ঠাকুর বলল, "এর পর ওটা আমরা পাড়ায় মঞ্চস্থ করব।

রবি ঠাকুর একটু বিরক্তিভাব দেখিয়ে বলল, তা হবে ক্ষণ। আগের ছবির প্রদর্শনীটুকু হোক। পরে হবে নাটক।"

অবন ঠাকুর অপলক চোখে চিত্রপটের দিকে তাকিয়ে পই পই করে দেখছে চিত্রপটের ছবিটি। হঠাৎ ওর চোখে ধরা পড়ে গেল গাছের ডালপালের এক দিকে সবুজ পাতার রঙ হাল্‌কা হয়ে গেছে। গাছের উপরে পড়ন্ত বিকেলের আকাশটা আঁকা কেমন হালকা হয়ে গেছে। এই মনে করে অবন ঠাকুর অবলিলায় রবি ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "কাকাবাবু থাম, থাম। আমার মনে হয়, চিত্রপটের গাছের অগ্রে কিছুটা রঙ দিলে সুন্দর হবে।"

রবি ঠাকুর বলল, তাই করছি।

গগন ঠাকুর তাড়াহুড়ো ভাব দেখিয়ে বলল, "বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। এখন চলো যাই প্রদর্শনীতে।

রবি ঠাকুর বলল, "তোরা ছবিটি নিয়ে যা। আমি খানিক ক্লান্তি বোধ করছি। সুস্থবোধ করলে চলে আসব প্রদর্শনীতে।

অবন ও গগন কথা না বাড়িয়ে ছবিটি হাতে তুলে নিয়ে তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়ে রবি ঠাকুরের রুম থেকে।

দ্বিতলের খানিক পথ হেঁটে সিঁড়ির কাছে আসতেই দেবেন্দ্র ওদিকে অবন ও গগনের দিকে তাকিয়ে জোর কণ্ঠে ডাকল, অবন? গগন?

অবন ও গগন দ্রুত পা চালিয়ে দেবেন্দ্রের ঘরে ঢুকে তাড়াহুড়োর ভাব দেখিয়ে বলল, দাদা ঠাকুর, কি বলবে, তাড়াতাড়ি বলো? আমাদেরে অনেক কাজ, সময় নেই।"

দেবেন্দ্র ধমকের সুরে বলল, "কি এমন কাজ যে, কথা বলতে পারবে না।

গগন বলল, "তা তুমি বুঝবে না।"

অবন বলল, "এই যে দেখছ না ছবিটি। ভালো হলে পুরস্কৃত হবো।"

দেবেন্দ্র বলল, "ভালো, ভালো। কতটাকা পুরস্কার পাবে।"

গগন বলল, "তুমিতো সারা জনম টাকা টাকাই করলে। টাকা আর সম্পদ ছাড়া তুমি কিছুই বোঝ না।

অবন বলল, গগন ঠিকই বলেছে। ইংরেজদের সাথে মিলে মিশে তুমি তেমনটাই হয়ে গেছ।

দেবেন্দ্র রাগ চোখে অবন ও গগনের দিকে তাকিয়ে বলল, "কি বললে আমি ইংরেজদের সাথে মিলে তাদের মতো হয়ে গেছি। বেশ করেছি? ভালো করেছি? অবন

Edited by Ripon Sarkar

ও গগন দেখলো দাদা ঠাকুর রেগে টং হয়ে যাচ্ছে, এই মনে করে অবন ও গগন দ্রুত হেঁটে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে চলে গেল বাড়ীর গেইটের বাইরে।

সারদা দেবী পাশের রুম থেকে তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে দেবেন্দ্রের কাছে এসে বলল, "কি হয়েছে? রেগে কথা বলছ কেন?

ডাক্তার তো তোমাকে রেগে কথা না বলতে বলেছে। তো কাদের সাথে এতো রাগারাগি?"

ওইতো আমাদের গগন আর অবন। ওরা আমাকে বলে কিনা আমি ইংরেজদের সাথে মিলে মিশে টাকার পাগল হয়ে গেছি।"

সারদা দেবী কথার উত্তর না দিয়ে মৌনভাবে দাঁড়িয়ে রইলো খানিক।

দেবেন্দ্র কথার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে সারদা দেবীর দিকে তাকিয়ে ব্যাঙ্গ করে বলল, ও তোমার নাতিদের সাথে তুমি তাহলে একমত হয়েছ?

তা হবো কেন? ওদের কাছে পেলে কান মলা দিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, এমনটা তোমার সাথে বললো কেন?

এ কথা বলে সারদা দেবী দ্রুত হেঁটে পাশের রুমে যেতে উদ্যোত হলে দেবেন্দ্র বাধা দিয়ে বলল, "যাচ্ছ কোথায়? যাচ্ছ কোথায়? এদিকে এসো।

সারদা দেবী পা থামিয়ে দেবেন্দ্রের পিছু পিছু পালঙ্কের কাছে গেল। দেবেন্দ্র পালঙ্কের কাছে গিয়ে পা তুলে বিছানায় সটান শু'লো। সারদা দেবী একটু এগিয়ে দেবেন্দ্রর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে দেবেন্দ্রের পায়ের কাছেই বসলো। দেবেন্দ্র মাথা কাত করে সারদা দেবীর দিকে তাকিয়ে খানিকটা চিন্তিত মনে বলল, "আমাদের অনেক বয়স হয়েছে সারদা। যতই আমদের বয়স হোক, কিন্তু পৃথিবীর সবকিছুই আমাদের কাছে আগের মতোই। একটুও বদলায়নি। তারপরও আমরা বুঝি, এই পৃথিবী আমাদের একদিন ত্যাগ করতে হবে।

সেতো সবাই জানে।

তা জানার পর মানুষ মনে করে হাজার বছর পৃথিবীতে থাকবে। এটাই মানুষের শাশত চিন্তা। সেই যাই হোক, আমাদের রবিকে নিয়ে আমি খুবই চিন্তিত। ওকে তো অনেক কাজে নিয়োগ করলেম, ব্যবসায় বসিয়ে দিলেম, কোনোই কাজ হয়নি। এ বেলায় আমি ভাবছি এখানটায় ওকে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। পূর্ব বাংলায় জমিদারী দেখার জন্য ওকে ওখানে পাঠিয়ে দেব। তাও একটা কাজ হবে। এ বিষয়ে তোমার সাথে আলোচনা প্রয়োজন কিনা সেজন্য বল্লেম।

তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

এ কথা বলে সারদা দেবী পাশের ঘরে চলে গেলেন।

দেবেন্দ্র বিছানা থেকে উঠে পালঙ্ক ছেড়ে মেঝে পায়চারী করতে করতে বারান্দায় এসে লক্ষ্য করলেন, সারদা প্রসাদ বাবু গেইট পেরিয়ে এদিকে আসছে। দেবেন্দ্র বিস্ফারিত চোখে ও দিকে তাকালেন। মনে মনে ভাবলেন, জামাতা সঠিক সময়েই এ বাড়িতে পা ফেলেছে। দেবেন্দ্র খানিক সময় ওদিকে তাকিয়ে রুমে ঢুকে পালঙ্কে শুয়ে পড়ল অবলিলায়।

Edited by Ripon Sarkar

সারদা প্রসাদ বাবু দুতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রের রুমে ঢুকে পালঙ্কের কাছে গিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রের পা ছুঁয়ে কদমবুছি করল অবলিলায়। মহর্ষি দেবেন্দ্র উঠে গেলেন। সারদা প্রসাদের শব্দ শুনে সারদা দেবী পাশের রুমে থেকে খানিক দ্রুত হেঁটে মহর্ষি দেবেন্দ্রের রুমে ঢুকে হাস্যোচ্ছল চোখে সারদা প্রসাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "কেমন আছ প্রসাদ। আমার মা মনি এলো না?"

সারদা প্রসাদ বিনয় ভাব দেখিয়ে বলল, "আষাঢ় মাসের এ ক' দিন ভালো যাচ্ছে না। ঝড় তুফানের আশংকা দেখে ওদের নিয়ে আসিনি। এছাড়া জমিদারীর ভূ-সম্পত্তির কিছু দলিল দস্তাবেজের বিষয়ে বেনী মাধব বাবুর সাথে কিছু হিসেব কিতেব আছে কিনা সে নিয়ে কথা বলতে এসেছি।

সে তুমি ভালোই করেছ, বলল সারদা দেবী।

মহর্ষি দেবেন্দ্র অবলিলায় বলল, "ঠিকই বলেছ, ঠিক সময়ই বেনী মাধবের কথা স্মরণ করেছ। তাকে আমারও একটু দরকার। সারদা প্রসাদ বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল এখনতো সন্ধ্যা হয় হয়। ব্যবসার হিসেব কিতেবের ফর্দ নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেনী মাধব বাবু এসে যাবে। তুমি জামা কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম নাও।

সারদা দেবী দরজার দিকে খানিক এগিয়ে নিচতলায় বাড়ীর গেইটের দিকে তাকাতেই বেনী মাধবকে এদিকে আসতে দেখে সারদা দেবী মুখ ফিরিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, "বেনী মাধব বাবু এসে গেছে। সারদা প্রসাদ বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, বেনী মাধব বাবুর সাথে কথাটা সেড়ে বিশ্রামের যাও প্রসাদ।

বেনী মাধব হিসেব কিতেবের খাতা বগলতলায় রেখে সিঁড়ি ভেঙ্গে দুতলায় উঠে খানিক দাঁড়িয়ে পর ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে মহর্ষি দেবেন্দ্রের রুমে ঢুকে দুই হাত জোড় করে নাকে ও কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার বলে পালঙ্কের ধারে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়াল।

মহর্ষি দেবেন্দ্র হাস্যোজ্জ্বল চোখে বেনী মাধবের দিকে তাকিয়ে বলল, "দাঁড়িয়ে কেন মাধব বাবু। চেয়ারে বসুন।"

বেনী মাধব ধীর পায়ে হেঁটে চেয়ারে বসলেন। খাতাগুলো ও হিসেবে ফর্দটা হাত বাড়িয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রের সামনে তুলে ধরলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্র খানিক আনন্দ মনে জোর কণ্ঠে বলল, "হিসেবে-কিতেব পরে হবে'ক্ষণ। অন্য কথা বলি শুনুন।

সে কি কথা কর্তা, বলুন?

মহর্ষি দেবেন্দ্র বলল, "আমাদের রবির কথা বলছি, ও বিদ্যো বুদ্ধি যা-ই অর্জন করেছে কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে ওর কোনো মনোযোগ দেখছি না। সেজন্য ভাবছি, ওকে পূর্ব বাংলার জমিদারী দেখার দায়িত্বের নিয়োগ করব। ডিহি, শাহজাদপুরে আপাতত ক'দিন থেকে ওখানে থেকেই জমিদারী দেখার যাত্রা শুরু করবে।

বেনী মাধব একটু আনন্দ মনে বিনয়ের সাথে বলল, "কর্তার ইচ্ছা ও ধারনা পরিশুদ্ধ।

সারদা প্রসাদ বাবু বলল, "এটা রবির জন্য সঠিক যাত্রা হবে। বাবির চিন্তা ভালো।"

Edited by Ripon Sarkar

সারদা দেবী বলল, "এ বিষয়ে রবির মত নেওয়া প্রয়োজন। রবির মতের বিরুদ্ধে কোনোকিছু করা ঠিক হবে না।

মহর্ষি দেবেন্দ্র একটু রেগে বলল, "এ কথা ঠিক বলোনি সারদা। আমার ইচ্ছায় সব হবে। আমি যা বলি তাই করবে রবি।

বারান্দায় দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনছিলো রবি। তা ঘরের ভিতরের কেউ দেখেনি রবিকে। রবি মনে মনে ভাবল, আমার ইচ্ছেটা জানিয়ে দিলে লেঠা চুকিয়ে যাবে পিতা মাতার মধ্যে। এই মনে করে রবি অবলিলায় ঘরে ঢুকে সারদা দেবীর দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা ঠিকই বলেছে মা। বাবা আমার বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত নিবে সেটাই আমি গ্রহণ করব।"

সারদাদেবী কোনো কথা না বলে পাশের রুমে পা চালিয়ে চলে গেল।

মহর্ষি দেবেন্দ্র আনন্দ মনে সারদা প্রসাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তাহলে কাল সকালেই তোমরা রওনা হয়ে যাও প্রসাদ।"

সারদা প্রসাদ কথা না বলে মাথা এলিয়ে সায় দিল বিনয়ভাব দেখিয়ে এবং রবিকে নিয়ে বেরিয়ে চলে আসে রবির রুমে। বেনি মাধব হিসেব কিতেবের পাঠ চুকিয়ে চলে যায় স্ব-স্থানে।

সারদাদেবী পাশের রুম থেকে পর্দা সরিয়ে এ রুমে এসে মহর্ষি দেবেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, "রাত অনেক হয়েছে। ঘুমুবে না?

মহর্ষি দেবেন্দ্র অবলিলায় বলল, "আমার চোখে ঘুম আসছে না সারদা। রাতের বাকী অংশটুকু আমি বিধাতার গুণ কীর্তন করব। তুমি শুয়ে পড় তোমার বিছানায়।"

সারদাদেবী খানিক সময় দাঁড়িয়ে থেকে পর পাশের রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্র রুমের ভিতরে পায়চারী করতে করতে মনে মনে ভাবছে, বিধাতার গুনকীর্তনে একমাত্র সুখ; এতেই আনন্দ পাই মনে। বিধাতাতো জ্ঞানের মধ্যেই একায়িত। তাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না- শুধু একাগ্রচিত্তে ধারণ করা যায়, এটাই আছে পারস্যের কবি হাফিজের কবিতায়, রুমীর কবিতায়, মসনবীর ফারসী কবিতায়। এই মনে মহর্ষি দেবেন্দ্র খানিক হেঁটে আলমারীর কাছে গিয়ে সেলফ্ হতে একটি হাফিজের কবিতার বই হাতে নিলেন। কবিতার পাতা উলটিয়ে পালটিয়ে মেঝে হেঁটে হেঁটে সুর করে পড়তে লাগলেন পারস্যের কবির ফারসি কবিতা।

এ সময় মহর্ষি দেবেন্দ্র কান খাড়া করে বুঝতে পারলেন, কে যেন একজন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে লোকটি। দেবেন্দ্র এরূপ চিন্তা করে ধীর পায়ে হেঁটে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে দিল অবলিলায়।

মাথা উঁচু করে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখে খানিকটা আনন্দ মনে বলল, "বিবেকানন্দ, এতো রাতে তুমি!

এতো রাত কোথায়? সকালতো হয় হয়, সূর্যতো উঠি উঠি করছে। প্রাতভ্রমন করবে না?

ফারসি কবিতা পড়ছি।

Edited by Ripon Sarkar

তাতো দেখতেই পারছি অনেকক্ষণ ধরে তা-ই তো শুনছি।

এতে আমি বড়ই সুখ পাই বিবেকানন্দ। আমার পূর্ব পুরুষেরাও তাই করছে।

বেশতো এখন চলো প্রাতভ্রমণে বেরিয়ে যাই।

না, আজকে যাচ্ছি না। কবিতা পড়েই এ সময়টা কাটিয়ে দেব।

তাতে কি সুখ পাও দেবেন্দ্র?

পারস্যের কবিদের কবিতা পড়া আমার ইবাদত। এতে আমি পরম সুখ পাই।

ঠিক আছে, তুমি তাই কর। আমি যাচ্ছি প্রাতভ্রমণে।

এই বলে স্বামী বিবেকানন্দ দুতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচতলায় নেমে গেইট পেরিয়ে বেরিয়ে পড়িলেন রাস্তায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্র ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘরে ঢুকে আলমারীতে কবিতার বইটা রেখে পালঙ্কে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন অবলিলায়।

খানিক বাদে মহর্ষি দেবেন্দ্র শুয়া থেকেই মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলেন, সারদা প্রসাদ দরজার নিকটেই কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্র শুয়া থেকে উঠে বসলেন। পালঙ্ক থেকে পা নামিয়ে দরজার কাছে হেঁটে হেঁটে গিয়ে সারদা প্রসাদকে ডেকে বললেন, বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন বাবা, ঘরে এসো?"

সারদা প্রসাদ ঘরে ঢুকে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে বিনয়ের সাথে বলল, বাবা আমাদের কাজ সম্পন্ন। সকাল সকাল রওনা হয়ে গেলে ভালো হয়।"

মহর্ষি দেবেন্দ্র কোনো বলার আগেই সারদা দেবী পাশের রুম থেকে এসে সারদা প্রসাদ বাবুকে কিছু শুকনো খাবার দিয়ে বলল, "পথিমধ্যে খাবারের অসুবিধা হতে পারে। এগুলো রাখ প্রসাদ। সময়মতো খেয়ে নিও।"

সারদা প্রসাদ বলল, "সেটা সময়মতোই করে নেব আমরা।

মহর্ষি দেবেন্দ্র অবলিলায় বলল, "যানবাহনে উঠানামা সাবধানে করো। তাড়াহুড়ো কোনো কাজই করো না। শাহজাদপুরে পৌঁছে চিঠি দিয়ে কুশলাদি জানিয়ে দিও আমাদের।

সারদা বাবু মাথা নুয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্র ও সারদা দেবীকে প্রনাম করে আসি বলে বিদাই নিয়ে রবিকে সাথে নিয়ে বাড়ীর সদর গেইট পেরিয়ে চলে আসে রাস্তায়। খানিক দাঁড়িয়ে ও একটু চিন্তা করে সারদা বাবু মুখ ঘুরিয়ে রবির দিকে তাকিয়ে বলল, "সূর্যতো গড়িয়ে গড়িয়ে মধ্য আকাশে উঠছে। রোদের তেজ বাড়ছে। দেরী না করে টমটমে চেপে বসো।"

রবি কথা না বলে টমটমে চেপে বসলো।

টমটমে যেতে যেতে রবির দিকে তাকিয়ে সারদা বাবু বলল, "গ্রাম-গঞ্জের পথে তোমার চলা ফেরার খুবই অসুবিধে হবে। উঁচুনীচু মেঠো পথ। মেঠো পথের আশেপাশে পগার, জঙ্গল; এছাড়া জন বসতিও কম। কুপি আর হারিকেনের বাতি ছাড়া গ্রাম-গঞ্জের বাড়ি ঘরে খুব আলোর কোনেকিছু খুব একটা দেখা যায় না। ওখানটায় প্রথম প্রথম তোমার চলা- ফেরার একটু-আধটু অসুবিধে হতে পারে। অবশ্য তোমার সাথে চাকর-বাকর থাকবে সব সময়ই।

Edited by Ripon Sarkar

রবি টমটম থেকে নামতে নামতে বলল, "সে অসুবিধে হবে না।" আমি ওসব দেখে শুনে নিতে পারব।

সারদ বাবু খানিক চুপ থেকে রবির দিকে তাকিয়ে বলল, ষ্টীমার এখনি ছেড়ে দিবে। ষ্টীমারের সিঁড়ি এখনি উঠিয়ে ফেলবে। তাড়াতাড়ি এসো। অনেক দূরের পথ যেতে হবে।

রবি কোনো কথা না বলে ষ্টীমারে উঠে চেপে বসল সীটে।

সারদা বাবু সীটে বসেই রবিকে বলল, ষ্টীমার এখনি ছেড়ে দেবে। আমার ঘুম আসছে চোখে। সীটে হেলান দিয়েই আমি একটু চোখ বুজলাম। কোনো প্রয়োজন বোধ করলে ডেকো।

রবি কোনো কথা না বলে ষ্টীমারের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। দেখছে অনেক দূরের গ্রাম, নদীর ঘাটে মানুষজনের ভীড়। এর পাশে শিশু-কিশোর যুবক - যুবতিদের স্নান। ডুবোডুবি। জেলের নৌকায় জাল দিয়ে মাছ ধরার দৃশ্য। দিগন্তে ছোট ছোট গ্রাম। ওদিকে রবি অপলক তাকিয়ে আছে অবলিলায়। রবি মনে মনে ভাবছে, বিধাতার এ-কি খেলা, এই পৃথিবীকে বিধাতা যেন নিজে হাতে গড়েছেন- চারদিকে কি অপরূপ দৃশ্য। জল আর জল। ফুল আর ফুল। চারদিকে যেন সাত রঙের ফুলের বাহার। পৃথিবী একটা বাগান বাড়ী। রবি ওদিক থেকে সারদা বাবুর দিকে তাকাল। সারদা বাবু একটু আড়মোড় দিয়ে চোখ বুজে থেকেই রবিকে বলল, "ক'টা বাজে রবি? ঘড়ি দেখে বলো?

রবি ঘড়িতে চোখ রেখে বলল, "সন্ধ্যে ঘনিয়ে গেছে সে অনেক আগেই। আটটা বাজে।

ও, ঠিক আছে। আমাদের অনেক সময় লাগবে গন্তব্যে পৌঁছাতে। তা তোমারতো এখন ক্ষিধে পেয়েছে। কিছু খাবে?

না, আমার ক্ষিধে নেই।

কোনো ভয় টয় পাচ্ছ না-তো?

ভয় পাব কেন? ভালোই লাগছে।

আমি কিন্তু তোমাকে নিয়ে খুব শঙ্কিত।

কেন?

বাবা তোমাকে আমার হেফাজতে দিয়েছে। তোমার কোনো অকল্যাণ হলে আমি দায়ী থাকব বাবার কাছে।

কেন দায়ী থাকবেন? জগৎ জীবন বিষয়ে কি আমার ধারণা হয়নি? আমি কি এখনো কচি খোকা?

সারদা বাবু মনে মনে ভাবল, রবি ঠিকই সাবালক হয়েছে। এই ভেবে সারদা বাবু রবির দিকে তাকিয়ে বলল, তা বলছি না, তবে তোমার বড় ভগ্নিপতি কি-না। তাই বল্লেম।

ঠিক আছে, রাত অনেক হয়েছে। এখন একটু ঘুমুন।

সারদা বাবু কোনো কথা বললো না।

Edited by Ripon Sarkar

শাহজাদপুরের নদী ঘাটে যখন ষ্টীমার ঠেকল তখন সকাল হয় হয়। ঘাটপাড় আলো আধারিতে কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন। সবকিছু স্পর্শ দেখা যায় না। সারদা বাবু ষ্টীমার থেকে বেরিয়ে ষ্টীমারের সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ঘাটপাড়ে চোখ ঘুরিয়ে পই পই করে খুঁজছে পালকি। পেছনে রবি। খানিক অপেক্ষা করে সারদা বাবু ও রবি ষ্টীমারের সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে আসে ঘাটে। সারদা বাবু একটু তাজ্জব হয়ে ধীর কণ্ঠে রবিকে বলল, "পাল্‌কি দেখছি না কেন? বেয়ারা কি এখনো পালকি নিয়ে আসেনি?

রবি বলল, "শীতের সকাল। অলস বেয়ারারা হয়তো ঘুমুচ্ছে। আমরা ঘাটপাড় খানিক বিলম্ব করি, এসে যাবে বেয়ারা পালকি নিয়ে।

সারদা বাবু কোনো কথা না বলে ঘাট পেরিয়ে বাজারের দিকে হাঁটতে লাগলেন। পেছনে একজন বেয়ারা ডেকে বলল"বাবু, বাবু, আপনারা যাচ্ছেন কোথায়? আমরাতো ঘাটপাড়ই পালকি নিয়ে আপনাদের অপেক্ষায় বসে আছি।

সারদা বাবু কথা না বাড়িয়ে রবিকে নিয়ে পালকিতে চেপে বসল। মনে মনে ভাবল, আলো আধারিতে ওদের আমরা দেখতে পাইনি। ওরা ঘাট পাড়ের নিকটেই ছিল।

রবি অবলিলায় সারদা বাবুকে বলল, কত দূর আমাদের কুটি বাড়ি?

বেশী দূর নয়, বড় জোর মাইল খানিক হবে। কেন, অসুস্থবোধ করছ না -কি?

তা-না, ভালোই লাগছে।

কুটি বাড়িতে পৌঁছলে আরও ভালো লাগবে।

কুটি বাড়িতে থেকে কিন্তু আমি কোনো কাজ করতে পারব না। ঘুরবো। গ্রামগঞ্জ ঘুরে ঘুরে দেখব।

তা করবে। তার সাথে একটু আধটু কাজ তো করতেই হবে। প্রজাদের থেকে খাজনাপাতি আদায় করতে হবে না। সেজন্যেই তোমাকে এখানে আসা।

না, এটা আমি করতে পারব না। এমনটা হলে আমি কলকাতায় ফিরে চলে যাব।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে তাই করো।

রবি মনে মনে ভাবল,যাক বাঁচা গেল। জমি-জিরেতের ঝক্কি-ঝামেলা আমি পোহাতে পারব না। প্রজারা খাজনা না দিলে আমি তাদের উপর শাসন করতে পারব না। এটা আমাকে দিয়ে হবে না।

খানিক বাদে সারদা বাবু অবলিলায় বলল, এখানটায় আমি কিন্তু বেশীদিন থাকছি না। কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। অনেক কাজ ওখানে ফেলে রেখে এসেছি।

তাহলে আমি কি এখানে একা একা থাকব?

একা একা থাকবে কেন? আমিতো এখানে ক,দিন আছি। তোমাকে সব কাজ বুঝিয়ে দিতে হবে না? তাছাড়া তোমার হুকুমের বাহক অনেকই তো আছে।

রবি কোনো কথা না বলে চলে গেল তার শয়ন কক্ষে। কক্ষের ভিতরে চারদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে তাকাল সে। দেখল কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যা যা ছিলো এর প্রায় সবকিছু এ কক্ষে আছে। আগে ভাগেই হয়তো বাবা সে ব্যবস্থা করে রেখেছে। মনে হয় এখানটায় থাকা আদৌ-অসুবিধে হবে না। তবে এ মুহূর্তে আমার বড়ই ইচ্ছে করছে বাইরে গিয়ে এলাকাটা একটু ঘুরে ফিরে দেখতে।

Edited by Ripon Sarkar

এ সময় সারদা বাবু অবলিলায় রবির কক্ষে ঢুকে রবিকে বলল, "কেমন তোমার রুমটা যুবরাজ। থাকার উপযোগী হয়েছে তো।

রবি একটু হাসল। কোনো কথা বললো না।

খানিক বাদে সারদা বাবু বলল, "চলো খাবে। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

এ কথা বলে সারদা বাবু রবিকে নিয়ে ঢুকে গেল খাবার ঘরে।

রবি খেতে খেতে সারদা বাবুকে বলল, "এখানটায় বাজার-হাটে কোনো ডাক্তার টাক্তার বসে না। ডাক্তার খানা আছে তো। ওইসব ডাক্তার খানায় ঔষধ পথ্যি থাকে তো।

বাজার হাটে ডাক্তার বসে। তবে পাস করা কোনো ডাক্তার নেই। হাতুড়ে ডাক্তার আছে ক'জন। ওদের চিকিৎসা মন্দ হয় না। ওদের আশপাশে কবিরেজ, হেকিমদেরও দেখা যায়। ওরা গাছের ছাল লতা পাতা দিয়ে ঔষধ তৈরী করে বাজারে বিক্রি করে। এ তল্লাটের রোগীরা বেশীর ভাগই গাছের লতা পাতার ঔষধই বেশী-সেবন করে।

আমার যদি বড় কোনো অসুখ হয়ে যায় এখানটায় থেকে, তখন উপায়?

উপায়তো একটা হবেই। কলকাতায় চলে যাবে। নামকরা, পাস করা বড় ডাক্তার দিয়ে তোমার রোগ ভালো করে তুলবে।

তাহলেই স্বস্তি।

আমি উঠলেম। তুমি খাওয়ার পাট চুকিয়ে বিশ্রাম কর গিয়ে।

রবি কোনো কথা বললো না।

সারদা বাবু পাশের রুমে গিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

রবিও নিজ রুমে গিয়ে অবলিলায় শুয়ে পড়ল বিছানায়।

তখন বিকেল। পশ্চিম আকাশে সূর্যটা গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে শাশ্বত নিয়মে। রবি বিছানা থেকে উঠে বসলেন। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। খানিক তাকিয়ে জানালা হতে চোখ ফিরিয়ে জট্‌পট্‌ পায়জামাটা পরে পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে ঘর হতে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে চলে আসে বাইরে। গাঁয়ের মেঠো পথ ধরে হাঁটতে থাকে দক্ষিণ দিকে। উঁচু মেঠো পথের নামায় দূর দূর বাড়ী দেখা যায়। রবি ওদিকে তাকায় অবলিলায়। খানিক হেঁটে একটি বাড়ীর কাছে এসে রবি থমকে দাঁড়ায়। রবির কাছে মনে হলো, ওই বাড়ীতে যেন সূর্যের সুন্দর একটি আলো পড়েছে। বাড়ীর চারদিক নিরব, নিথর। রবি ওই বাড়ীর দিকে এলো। তখন পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবো ডুবো। রবি ওই বাড়ীর দিকে এগুতে লাগল অবলিলায়। বাড়ীর পূর্ব পাশে বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরী ছোট্ট গেইটের সামনে চাতালে বকুল ফুলের তলায় একটি তরুনীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রবি খানিক মনে মনে আনন্দবোধ করল ওদিকে তাকিয়ে থেকে। এভাবে অপলক তরুনীর দিকে তাকিয়ে থেকে আনন্দ চিত্তে ঘন আবেগপ্রবণ হয়ে রবি হেঁটে হেঁটে প্রায় তরুনীরটির নিকট এসে গেল। রবিকে দেখেনি মেয়েটি। রবি ঠিক ঠিকই মেয়েটির আপাদমস্তক দেখছে অবলিলায়। রবি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছে, এ-কি বিধাতার খেলা। এতো সুন্দরী তরুনীতো আমি কখনো দেখেনি। যেন

Edited by Ripon Sarkar

বিধাতা এই তরুনীকে নিজ হাতে তৈরী করে এখানটায় পাঠিয়েছে। মেয়েটি স্বর্গীয় দেবী হয়তো! হতে পারে ইন্দিরা, স্বরস্বতি দুর্গা। দেবীরাতো অনেক সময় অনেক রূপ ধারন করতে পারে। তাহলে মেয়েটি স্বর্গীয় দেবী। এরূপ চিন্তা করে দু'পা এগিয়ে রবি মেয়েটির দিকে যেতেই মেয়েটি খানিক ভীতু মনে রবির দিকে তাকাল। মেয়েটি রবিকে দেখে লজ্জায় ঘনিভূত হয়ে পা চালিয়ে বাড়ীর ভিতরে যেতে উদ্যত হলে রবি অবলিলায় মেয়েটিকে বলল, " তোমার নামটি জানতে ইচ্ছে হচ্ছে দেবী।"

মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবল, আমার নাম তো দেবী নয়, কিন্তু সুপুরুষ লোকটি আমাকে দেবী বললো কেন? মেয়েটি মুখ তুলে রবির দিকে তাকিয়ে অবলিলায় বলল, "আমার নাম দেবী নয়, ফুলি?"

এ কথা বলে দ্রুত পায়ে হেঁটে বাড়ীর ভিতরে চলে গেল।

রবি হেঁটে হেঁটে চলে আসলো কুঠি বাড়ীতে। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত। সারদা বাবু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে রবিকে এদিকে আসতে দেখে অবলিলায় বলল, গ্রাম-গঞ্জের পথ, কতোকিছুর ভয় থাকতে পারে পথে ঘাটে। ভুত প্রেততো আছেই। তো তুমি গিয়েছিলে কোথায়?

নতুন জায়গা, আশেপাশের পথ ঘাট, বাজার হাট ওগুলো ঘুরে ফিরে দেখতে হয় না? চিনতে হয় না?

তা তুমি একাই গিয়েছিলে? সংগে কাউকে নিয়ে যাওনি?

বিকেল সময়টায় একা একা হেঁটে হেঁটে যেতে ভাল লাগে। সবকিছুর সাথে কথা বলা যায়।

সবকিছুর সাথে কথা বলা যায়। কিসের সাথে কথা বললে?

এইতো গাছ লতাপাতা ফুল ফল পশু-পাখী।

তুমি এসব কি বলছ। পাগল টাগল হয়ে গেলে না কি!

রবি কথা না বলে নিজ বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সারদা বাবু খানিক চিন্তা করে মনে মনে ভাবল, আমদের রবি কি তাহলে পাগল হয়ে গেল। ব্যাপারটা চিন্তার বিষয়। বাবাকে বিষয়টা জানানো অপরিহার্য।

এসব নিয়ে চিন্তা করতে করতে সারদা বাবু ঘুমিয়ে পড়লেন বিছানায়।

সারদা বাবু ভোর সকালে ঘুম থেকে জেগে বিছানায় শুয়া থেকেই মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এখানটায় দেরী করা ঠিক হবে না। কলকাতা যাওয়া প্রয়োজন। রবির বিষয়েও বাবার সাথে কথা বলা অপরিহার্য। এরূপ ভেবে সারদা বাবু বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন। দরজার দিকে তাকালেন। দরজার বাইরে কে যেন একজন বারান্দায় পায়চারী করছে। তা সারদা বাবুর কাছে মনে হলো। এ মনে করে সারদা বাবু পালঙ্ক থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে দরজার কাছে গিয়ে দরজার খিল খুলে দিয়ে বারান্দায় তাকাতেই মহন্ত বাবু নমস্কার দিয়ে সারদা বাবুর দিকে তাকিয়ে বিনয়ের সাথে বলল, "বাবু, গতকাল আমাকে অদ্য ভোর সকালে আপনার সাথে দেখা করতে বলছিলেন। তাই এলেম।

Edited by Ripon Sarkar

সারদা বাবু খানিক অস্ফুট হেসে মহন্ত বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "মহন্ত বাবু, আপনি ঠিকই বলেছেন। আসুন? ঘরে আসুন?

মহন্ত বাবু ঘরে ঢুকে পালঙ্কের কাছে একটি চেয়ার টেনে বসলেন।

সারদা বাবু অন্য একটি চেয়ারে বসতে বসতে বলল, "মহন্ত বাবু, এখানটায় জমি জিরেত বিষয়ে আপনি ভালো বুঝেন। এসবের হিসেব-নিকেশের সেরেস্তার কাজও আপনার কাছে। প্রজাদের থেকে খাজনা আদায় করা, প্রজারা খাজনা না দিলে জরিমানা ধরা, তাদের দন্ড দেওয়া, এসব কিছুতে আপনিই ভালো বোঝেন। রবি এসবের কিছুই বুঝে না। এ ছাড়া প্রজাদের শাসন করার মতো মেজাজও রবির নেই। সুতরাং এ গুলোর সবকিছুই রবির পক্ষে আপনাকেই করতে হবে। এ বিষয়ে পুরোপুরি আমি রবির উপর ভরসা করতে পারি না। কলকাতায় অনেক কাজ ফেলে এসেছি। অদ্যই আমি রওনা হচ্ছি কলকাতায়। এখানকার কার্য বিষয়ে আপনাকে বলা অপরিহার্য মনে করছি বিধায় আপনাকে এসব দায়িত্ব দিয়ে গেলেম।

মহন্ত বাবু অবলিলায় বিনয়ের সাথে বলল, "আপনার দেওয়া কাজ আমার পুরোপুরিই মনে থাকবে। এতে কোনোরূপ অবহেলা হবে না বাবু।"

এ কথা বলে শেষ করতে না করতেই মহন্ত বাবু কুঠির বাড়ীর গেইটের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করল, চার বেয়ারা পালকি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমতলায়।

ওদিকে সারদা বাবুও একবার তাকালেন।

মহন্ত বাবু খানিক দাঁড়িয়ে থেকে নমস্কার বলে চলে গেল অন্য রুমে।

সারদা বাবু খানিক তাড়াহুড়ো ভাব দেখিয়ে দ্রুত হেঁটে এসে পালকিতে চেপে বসলো। চারজন বেয়ারা সমান দাঁড়িয়ে পালকির দুই প্রান্তের লম্বা অংশ দুহাতে তুলে ঘাড়ে বসিয়ে ষ্টীমার ঘাটের দিকে রওনা দিলো অবলিলায়। তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। ষ্টীমারে উঠে বসে সারদা বাবু মনে মনে ভাবছে, ঠাকুর বাড়ীর পুরো দায়িত্বই আমার উপর। রবির বিয়ের বয়স হয়েছে। রবির আজ কাল পল্লীর মেঠো পথে এদিক সেদিক ছুটাছুটি আপত্তি কর। বাবাকে বলে এর একটা সমাধান করতে হবে। এ সময় টিকেট কালেকটর রমেশ পাশের যাত্রীকে টিকেট দিয়ে সারদা বাবুর কাছে গিয়ে কোনো কথা না বলে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে টিকেটের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বাবুর দিকে তাকাল।

সারদা বাবু ঘুম ঘুম ভাব দেখিয়ে রমেশের দিকে তাকিয়ে বলল, "কলকাতায় ষ্টীমার কখন লাগবে রমেশ।

রমেশ অবলিলায় বলল, "ঝড় তুফান দেখা না দিলে ভোর সকালে ষ্টীমার পৌঁছে যাবে কলকাতায়।

তা'ই বলো।

বাবুকে একটা কথা বলবো?

বলো, বলো। নিঃসংকোচে বলো।

আমার মনে হচ্ছে, আপনি খুবই চিন্তিত। দুশ্চিন্তা করছেন মনে হয়। আপনার শরীর মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে আমার কাছে।

Edited by Ripon Sarkar

চিন্তাতো আছেই। শরীরে রোগও আছে। কখনো কখনো হার্টের ব্যথা হয়। অনেক ঔষধ পথ্যি খেয়েছি। কিন্তু কাজ হয়নি। এ' কথা কারও সাথে আমি বলিনি। এই প্রথম তোমার কাছে বললেম।

রমেশ কোনো কথা না বলে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে অন্য যাত্রীর দিকে পা বাড়াল অবলিলায়।

খানিক বাদে সারদা বাবু ঘুমিয়ে পড়ে নিজ সীটে হেলান দিয়ে। পাশের সীটগুলোতেও কেউ ঘুমুচ্ছে, কেউ ঘুমের ভাব করে ঢুলছে। কারো মুখে কোনো রা-শব্দ নেই। স্টীমার চলছে কলকাতার দিকে। সারদা বাবুর পাশে একজন মোটা সোটা লোক ষ্টীমারের মেঝে শুয়ে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। তার নাক ডাকে আশপাশের যাত্রীদের কেউ কেউ জেগে উঠছে। সারদা বাবু ওই লোকের নাক ডাকে জেগে উঠে দু কদম হেঁটে লোকটির কাছে গিয়ে লোকটির ভুঁড়ির মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা দিলে লোকটি নাক ডাক বন্ধ করে সারদা বাবুর দিকে তাকিয়ে শুয়া থেকে উঠে বসে যায়। লোকটি কোনো কথা বলার আগেই সারদা বাবু একটু রাগ দেখিয়ে লোকটিকে বলল, "তোমার রোগ হয়েছে। এ জন্যে তোমাকে আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা দিয়ে ডেকে তুললাম।"

লোকটি খানিক চুপ থেকে সারদা বাবুর দিকে ভীতু চোখে তাকিয়ে বলল, "বাবু আমার কি রোগ হয়েছে। বলুন?

ঘুমুলে তোমার নাক ডাকে। খুব উঁচু স্বরে নাক ডাকে। আর নাক ডাকার সাথে সাথে তোমার ভুঁড়ি উঠা নামা করে। এই রোগ না সারালে পাশের অন্যজন তোমাকে শাসন করবে।

শাসন করবে কেন?

তোমার ঘুমে নাকডাকা অন্যের ঘুমের অসুবিধে হয়।

অন্য একজন যাত্রী দু'পা হেঁটে লোকটির কাছে বলল, "বাবু ঠিকই বলেছে। বাবু ভদ্দর লোক। জমিদার। সেজন্যে কিছুই বলেনি। অন্য হলে তোমাকে বকাবকি করতো। বুঝলে?

লোকটি কথা না বাড়িয়ে চুপ্‌চাপ বসে রইল মেঝে।

এ সময় সারদা বাবু লক্ষ্য করল, ষ্টীমার যেন হঠাৎ করে ঘাটের সাথে ধাক্কা লেগে থেমে গেল। একজন খালাসী তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে সারদা বাবুর কাছে এসে বলল, "বাবু, ঘাটে ষ্টীমার লেগেছে। উঠে আসুন। ঘাটপাড় টম টম দাঁড়িয়ে আছে।"

এ কথা বলে খালাসী সারদা বাবুর ব্যাগ, স্যুটকেশ মাথায় তুলে নিল অবলিলায়।

তখন সকাল। পুব আকাশে সূর্য উঠি উঠি করছে। বাবু টম টমে চেপে মনে মনে ভাবছে, এতোক্ষণে বাবা হয়ত প্রাতভ্রমণ শেষে দুতলার বৈঠকঘরে মসনবির কবিতা পড়ছে উচ্চ স্বরে। ঠিক সময়েই এসেছি কলকাতায়।

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে সারদা বাবুকে ঢুকতে দেখে দেবেন্দ্র বাবু উৎসুক চোখে তাকিয়ে খানিকটা আনন্দ মনে দুতলার সিঁড়ির কাছে গিয়ে সারদা বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, এসো, এসো,। তোমার জন্যেই আমি প্রহর গুনছিলেম।

Edited by Ripon Sarkar

সারদা বাবু বৈঠকঘরে গিয়ে চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, " প্রয়োজনীয় কথা বলতেই কলকাতায় এসেছি। ঝক্কি ঝামেলাতো সবই আমার উপর। তার থেকে নিষকৃতি পাওয়ার কোনো উপায় তো নেই।

দেবেন্দ্র একটু স্নেহের সুরে বলল, এখন তুমি বড়ই ক্লান্ত। হাত মুখ ধুয়ে প্রাতরাশ করে নাও। পরে কথা হবে' ক্ষণ।

আমি ক্লান্ত নই বাবা। সারারাত ষ্টীমারে ঘুমিয়েছি। আমি সুস্থ আছি।

ঠিক আছে। ঠিক আছে। তুমি একটু বসো। মনে হয় কেউ এসেছে। তাকে একটু দেখি গিয়ে।

সারদা বাবু কোনো কথা বললো না। দেবেন্দ্র পা চালিয়ে সিঁড়ি গোড়ায় যেতেই বেনী মাধবকে এদিকে আসতে দেখে একটু হেসে বলল, "এসো, এসো। আজকে আমি বড়ই সৌভাগ্যবান। সবাইকে এক সাথে পেয়ে গেছি। কথা পাকাপাকি করে ফেলব আজই।

বেনী মাধব মনে মনে চিন্তা করল, এ-কি কথা শুনি কর্তার মুখে। কিসের পাকা পাকি করবে তিনি। আমার কোনো কি দোষ ত্রুটি হয়েছে। চাকুরীচ্যুত করবেন।

এ-কি! তুমি দাঁড়িয়ে কেন? এসো, এসো বৈঠকঘরে।

বেনী মাধব ভীতু মনে কাঁচুমাচু হয়ে দেবেন্দ্র বাবুর পিছু হেঁটে বৈঠক ঘরে গিয়ে বসল।

দেবেন্দ্রনাথ একটু হেসে বেনী মাধবের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার মেয়েটার নাম জানি কি বলছিলে"?

কোন মেয়েটা কর্তা?

ওই যে, মাস দুয়েক আগে আমার এই বাড়ীতে নিয়ে এসেছিলে।

ভবতারিনীর কথা বলছেন কর্তা।

তাই মনে হয়। তোমার ওই মেয়েটি আমার খুব পছন্দের। লক্ষী মেয়ে। আমার ধারনা, তোমার মেয়ে খুবই গুনবতী।

কর্তার আশির্বাদ হোক আমার মেয়ের উপর।

আশির্বাদ তো আছেই। এর সাথে তোমার মেয়েকে এ বাড়ীর বউ করে আনার আমার বড়ই ইচ্ছে।

সারদা বাবু একটু আনন্দ মনে দেবেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, "কার বউ বাবা?

আমাদের রবির জন্যে। ওতো কর্ম করতে খুবই অমনোযোগী। পাগল বললে ভুল হবে না। ওকে সামলে নিতে ভবতারিনীর মতো মেয়েই আমার দরকার। বেনী মাধবের দিকে তাকিয়ে একটু গুরু গম্ভীর ভাব দেখিয়েই বলল, শোন মাধব, সেজন্যে তোমাকে কোনো কিছু ভাবতে হবে না। বিবাহের যাবতীয় খরচাপাতি আমিই তোমাকে দেব এবং তা'ও মনে রেখ, এ বাড়ীতেই তোমার মেয়ের সাথে রবির বিয়ে হবে।"

এ কথা শুনে আনন্দে অভিভূত হয়ে বেনি মাধব একটু হেসে দেবেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, "কর্তা ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে। এতে আমার কোনো আপত্তি নেই।"

Edited by Ripon Sarkar

এ কথা বলে বেনী মাধব চেয়ার থেকে উঠে দেবেন্দ্রের দিকে দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার বলে দ্রুত পায়ে হেঁটে গেইট পেরিয়ে চলে গেল বাইরে।

সারদা বাবু খানিকটা বিস্ময়বোধ করে বলল, "এ কেমন কথা বাবা। রবির সাথে কথা না বলে, রবির থেকে কথা না নিয়ে মেয়েটা রবিকে না দেখিয়েই আপনি বেনী মাধবকে কথা দিয়ে দিলেন। এটা কেমন হয়ে গেল।"

এটা ভালোই হয়েছে সারদা। রবি আমার ছেলে। ও আমার কথার উপর কোনো কথা বলবে না। এটা আমার সঠিক বিশ্বাস। সারদা, তুমি আমার জামাতা, তুমি হয়ত একটা বিষয়ে জান না, তা হলো, আমার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কখনো ছোট বড় ভেদাভেদ ছিল না। আমার মধ্যেও তা নেই। বেনী মাধব অত্যন্ত মর্যাদাবান পুরুষ এবং বিস্থস্ত। শুধু অর্থ ও সম্পদ দিয়েই মানুষকে মূল্যায়ন করা যায় না। মানুষকে মূল্যায়ন করতে হয় সততায় ও প্রতিভায়।

দেবেন্দ্রের কথাগুলো শুনে সারদা মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইল চেয়ারে।

খানিক বাদে দেবেন্দ্র একটু আনন্দ মনেই সারদা বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কলকাতার কাজ শেষ করে শিগগিরি ফুলতলী চলে যাও সারদা। রবিকে এই শুভ সংবাদ দিয়ে তাকে নিয়ে আস কলকাতায়। বাকী কাজ গুলো আমি দেখছি।

এ কথা বলে দেবেন্দ্র চলে আসে অন্যরুমে।

সারদা বাবু মনে মনে ভাবছে, বাবার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। ঋষি বাক্য শিরোধার্য। এ বাড়ীর আনন্দ উৎসব, দুঃখ, কষ্ট, বিরহ বিচ্ছেদ সবকিছুই আমাকে সামলাতে হয়। আমি বিনে এ পরিবারে কে আছে আপন। এসব ভাবতে ভাবতে সারদা বাবু চেয়ার ছেড়ে পাশেই একটি পালঙ্কে গিয়ে শুয়ে পড়ল। তখন দিনের মধ্যাহ্ন সময় আসন্ন। পাশের টেবিল থেকে হাতড়িয়ে পানির গ্লাসটি তুলে নিয়ে মাথাটা একটু উঁচু করে পানি পান করতে করতে চোখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাল সারদা বাবু। দরজার দক্ষিণ পাশে বিস্তৃত বারান্দায় দেবেন্দ্র বাবুকে দ্রুত পায়ে হেঁটে হেঁটে পায়চারী করতে দেখে সারদা বাবু শুয়া থেকে উঠে সুবোধ বালকের মতো বসে পড়ল। দেবেন্দ্র বাবু বৈঠক ঘরের দিকে তাকাতেই সারদা বাবুকে পালঙ্কে বসে থাকতে দেখে দেবেন্দ্র বাবুর মেজাজটা খানিক তিরিক্ষি হয়ে গেল। তিনি দ্রুত পায়ে বৈঠক ঘরে ঢুকে সারদা বাবুর দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলল, "তুমি এখনো যাচ্ছ না সারদা? সে কখন টম টম দাঁড়িয়ে আছে গেইটে।

সারদা বাবু মনে মনে ভাবল, আমি তো খুবই অসুস্থ। হার্টের ব্যথাটাও কখনো কখনো জেগে উঠে। কিন্তু এ বেলায় যে সে কথা বলার কোনোই সুযোগ নেই। এই চিন্তা করে সারদা বাবু কোনো কথা না বলে দেবেন্দ্র বাবুর পাশ দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে গেইট পেরিয়ে টম টমে চেপে বসল।

টম টম চলতে লাগল ষ্টীমার ঘাটের দিকে। ইটা বিছানো রাস্তার দু'পাশে দূর দূর ঘর দোর। মাথার উপর সূর্য। খানিক পথ এসে টম টম একটি বটগাছের কাছে এসে থামাল সহিস। সারদা বাবু খানিক বিস্ময়বোধ করে সহিসের দিকে তাকিয়ে বলল, "এখানটায় দাঁড়ালে, কোনো অসুবিধে?

Edited by Ripon Sarkar

সহিস সারদা বাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "বাবু, জল পিপাসা লেগেছে। বটবৃক্ষের পাশে একটি বরফ কল আছে। ওখান থেকে ঠান্ডা জল পান করা যাবে। এজন্যে এখানটায় আসলাম।

ভালোই করেছ। তো তুমি জল পান করে আমার জন্যে এক গ্লাস নিয়ে এসো।

তা আনব'ক্ষণ।

এ কথা বলে সহিস চলে গেল বরফ কলের দিকে।

সারদা বাবু টমটমে হেলান দিয়ে বসে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছেন, ফুলতলীতে দেরী করা যাবে না। রবিকে সংগে নিয়ে তড়িঘড়ি চলে আসতে হবে কলকাতায়। রবির বিয়ের কাজ সম্পন্ন হলে বাবাকে বলে ঠাকুর বাড়ীর দায়িত্ব থেকে অবসর নিব চিরদিনের জন্যে। এতো ঝক্কি - ঝামেলা বহন করতে আর পারছি না আমি।

সহিস দ্রুত পায়ে হেঁটে টমটমের কাছে এসে সারদা বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবু, এই নিন্ আপনার মিষ্টি জল।"

সারদা বাবু খানিকটা বিস্ময়বোধ করে বলল"মিষ্টি জল"।

হ্যা বাবু, মিষ্টি জল। বরফগলা জলে চিনি মিশিয়ে তার সাথে লেবুর রস মিলিয়ে দিয়েছে অভিরাম বাবু।

অভিরাম বাবু আবার কে?

বরফ কলের মালিক। যেই আপনার কথা বলেছি সেই তড়িঘড়ি এতোকিছু করে দিল।

অভিরাম বাবুকে ধন্যবাদ। ঠিক আছে, চলো।

সহিস টমটম চালিয়ে যেতে যেতে বলল, বাবু, একটা কথা বলবো?

কথা বলতে বাধা নেই। বলো?

ভুল কথা বললে মাফ করে দিবেন বাবু।

আহা, বলোই না? শুনি তোমার কথা।

বলবো,

বলো?

ঠাকুর পরিবারে বার বৎসবের অধিক সময় আমি চাকুরী করছি। কিন্তু কখনোই কোনো ভেদাভেদ দেখিনি, কারো মাঝে কোনো অহমিকাও দেখিনি। আপনিও কখনো আমাকে ছোট করে দেখে কোনো কথা বলেন নি। বড়কর্তা যা খেতেন তাই আমাদের খেতে দিতেন। সনাতনি হিন্দু ধর্মে এদিক দিয়ে অনেক বাধা আছে, উচ্চ বর্ন ও নিম্নবর্ণের মধ্যে ছোট বড় আছে। কিন্তু ঠাকুর পরিবারে সেইটুকু নেই। ঠাকুর পরিবারের সবাই সমান।

আছে, আছে সবই আছে। ওসব নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তোমার কাজ তুমি করো।

সহিস চুপ।

Edited by Ripon Sarkar

খানিক এসে সহিস টমটম থামালে সারদা বাবু টমটম থেকে নেমে একবার আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশে খন্ড খন্ড সাদা কালো মেঘ। মেঘগুলো দ্রুত বেগে ছুটছে পশ্চিম আকাশের দিকে। সারদা বাবু ষ্টীমারে চেপে বসলেন। হাতের পাশেই ব্যাগটা রেখে আশপাশে একবার চোখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখে নিজ আসনে বসেই হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন সন্ধ্যা রাতে।

সারদা বাবুর পাশের সিটটিতে একজন প্রৌঢ় বয়সের লোক বাবুর দিকে মাথা নিচু করে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে পড়লেন। তিনি পেশায় শিক্ষক। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। পরনে ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবী। তিনি ভদ্রলোকের মত চুপচাপ বসে মালা জপ করছেন। খানিক বাদে আরও একজন প্রৌঢ় বয়সের বাবু এসে শিক্ষক বাবুর পাশের সিটে বসে পড়লেন অবলিলায়। শিক্ষক বাবু মুখ ঘুরিয়ে ওই বাবুর দিকে তাকিয়ে খানিক চিন্তা করে বলল, তুমি আশ্বিনী না? গোবিন্দপুরে একসাথে পাঠশালায় একত্রে পড়েছি।"

ওই বাবু খানিক চিন্তা করে বলল, তুমি বিনয় চক্রবর্তী না? তুমি আমাকে চিনেছ, আমিও তোমাকে চিনেছি।

উভয়েই উভয়কে চিনে ফেলে হো হো করে এক গাল হেসে ফেলল অবলিলায়। অশ্বনী বাবু খানিকক্ষন চুপ থেকে বিনয় বাবুর তাকিয়ে বলল, "যা দিন কাল পড়েছে। ধর্ম রক্ষা করা কঠিন। মনে হয় যেন কলি কাল এসে গেছে।"

বিনয় বাবু অবলিলায় বলল, ঠিকই বলেছ অশ্বনী। দিন কাল উলটে গেছে। কলকাতায় বসবাস করা এখন খুবই কঠিন। ঠাকুরের প্রতি মনোযোগ নেই কারওই। লজ্জা শরম উঠে যাচ্ছে। পর্দা উঠে যাচ্ছে। এটাই হলো কলিকাল আসার লক্ষণ।

আমাদের ছেলেপুলেরা বলে কি-না, ঠাকুর দিয়ে কি হবে? ঠাকুর কি আমাদের খাবার এনে দিবে। আগে নিজের কর্ম তারপর ঠাকুর। আমাদের সামনে ঠাকুর ঠাকুর করো না।

তাই তো বলি, আজকালকের ছেলেগুলো সব ভারি বেয়াদব হয়ে গেছে। কখন যে ঠাকুরের অভিশাপ এসে পড়ে তাদের উপর।

তুমি ঠিকই বলেছ অশ্বিনী । ঠাকুরের প্রতি তাদের কোনো ভয় নেই।

কি আর বলব বিনয়, ওই যে ইংরেজ সাহেবরা তারাই আমাদের ছেলে নাতিদের মাথা খেয়েছে। আমাদের জাত কুল সবকিছু নষ্টের মূল ওই ইংরেজ বেটারা।

আস্তে কথা বলো। কেউ শুনে ফেললে বিপদ।

হোক বিপদ। আমি ইংরেজদের ভয় করি না।

এ সময় সারদা বাবু আড়মোড় দিয়ে একটু নড়ে চড়ে ঘুমচোখেই বসল। কিন্তু কোনো শব্দ করলেন না।

সেদিকে অশ্বিনী সপ্রতিভ হয়ে তাকিয়ে বিনয় বাবুকে বলল, চুপ থাক বিনয়। এই বাবুকে মনে হচ্ছে তিনি ইংরেজদের লোক। তোমার আমার কথা রাষ্ট্র হয়ে গেলে বিপদ হতে পারে। এ জন্যে ইংরেজ বিচারকরা আমাদের জেল- জরিমানা দিতে পারে।

বিনয় চুপ।

Edited by Ripon Sarkar

সারদা বাবু চোখ মেলে তাদের দিকে তাকিয়ে একটু হেসেই বলল, আপনাদের কথা আমি শুনেছি। আপনারা ঠিকই বলেছেন। ভয়ের কোনো কারণ নেই। এ বিষয়ে সজাগ থাকা ও নীতি কথা বলা আপনার আমার সবারই কর্তব্য।

এ কথা বলে সারদা বাবু নিজ সিট হতে উঠে দাঁড়ালেন। দু'পা এগিয়ে জানালার কাছে গিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। তিল কালো আকাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কালো মেঘে তারাগুলো ঢেকে গেছে। সারদা বাবু ওদিক থেকে মুখ নামিয়ে ষ্টীমারের দিকে চোখ ফিরায়ে দেখছেন মানুষজন ষ্টীমার থেকে একে একে নেমে যাচ্ছে অবলিলায়। সারদা বাবু ব্যাগটা হাতে নিয়ে তাদের পিছু পিছু হাঁটছেন ষ্টীমার থেকে ভূমিতে ফেলানো কাঠের সিঁড়ির দিকে।

তখন লাল সূর্য পূর্ব আকাশে উঠি উঠি করছে। এখানটায় খানিক আলোকময় হতেছে চারদিক। এ সময়টায় মানুষজনও আসতে শুরু করছে। সারদা বাবু ষ্টীমার ঘাটের দেরী না করে পায়ে হেঁটেই যাত্রা শুরু করলেন কুঠি বাড়ীর দিকে। খানিক পথ হেঁটে গেলে ক'জন ভৃত্য এদিকে এগিয়ে এসে বাবুকে প্রনাম করে বিনয়ের সাথে বলল, "আমাদের খবর দিতে পারতেন বাবু। আমরা চলে যেতাম ষ্টীমার ঘাটে।

সারদা বাবু ওদিকে খেয়াল না করে বলল,"রবি এখন কোথায়?"

একজন ভৃত্য বিনয়ের সাথে বলল, "এ' সময়টায় তিনি কোনো দিনই ঘরে থাকেন না। চলে যান, মাঠে ঘাটে মেঠোপথে। গাছতলায় দাঁড়িয়ে কি একা একা কথা বলেন। সারদা বাবু মনে মনে চিন্তা করলেন, রবির পাগল হতে আর দেরী নেই। ওকে কলকাতায় নিয়ে বন্দি করা দরকার।

দ্বিতীয় ভৃত্য অবলিলায় বলল, ওই যে রবি বাবু কুঠি বাড়ীতে ঢুকছেন। রোদের তাপ বেড়ে গেলেই তিনি মাঠ থেকে ঘরে বসে খাতা কলম নিয়ে টেবিলে বসে যান।

সারদা বাবু খানিকটা অপ্রতিভ হয়ে কোনো কথা না বলে ঢুকে গেলেন কুটি বাড়ীতে। দুই ভৃত্য সারদা বাবুর সাথে রবির কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কাঁচুমাচু হয়ে। রবির কক্ষের দরজা বন্ধ। কক্ষের দক্ষিন পাশে জানালা খোলা আছে। সারদা বাবু একটু এগিয়ে কক্ষের দরজার কাছে গিয়ে দরজায় টুকা দিয়ে বলল, "রবি দরজা খোল? আমি সারদা বাবু ডাকছি।"

রবি সপ্রতিভ হয়ে চেয়ার ছেড়ে তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে এসে দরজা খুলে দিল।

সারদা বাবু মনে মনে ভাবল, এখানটায় রবি একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। এ"সময় ওকে সহজ কথা বলে কলকাতা নেওয়া যাবে না। একটু মিথ্যে কথা বলতে হবে। এই মনে করে সারদা বাবু কৃত্রিম ব্যথা বেদনার ভাব দেখিয়ে রবির দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবা ভীষন অসুস্থ। এ বেলায় তোমাকে ফুলতলি থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পাঠিয়েছে। দেখ বাপু তুমি এখন কি করবে?

রবি খানিকটা বিচলিত হয়ে সারদা বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "বিলম্ব আমি এখানে এক সেকেণ্ডও করব না। কলকাতায় চলে যাব এক্ষুণি।

তাই করো বাপু।

তা বাবার জ্বর-সর্দি কোনো কিছু, না-কি জটিল কোন রোগ?

Edited by Ripon Sarkar

তা তুমি গেলেই বুঝতে পারবে।

হয়েছে টা কি জানতে পারি না?

জানবে জানবে, সবই জানবে।

আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে। আপনি মনে হয়, কোনো কিছু লুকাচ্ছেন।

তাহলে বিধাতাই জানে সবকিছু।

এতোক্ষণে ভৃত্যগন ডাকাডাকি হাকহাকি আর ধরাধরি করে প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র বাঁধা বাঁধি করে রবির কক্ষের সামনে রাখছে অবলিলায়। ওদিকে রবি তাকিয়ে খানিকটা বিস্ময়বোধ করে সারদা বাবুকে বলল, "ব্যাপার বিষয় কিছুই বুঝতে সক্ষম হাচ্ছি না আমি। এতোসব জিনিসপত্র কোথায় নেওয়া হবে?

সারদা বাবু একটু হেসে বলল, "কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে।

এ যে দেখছি মেটে কলসি, বেলপাতা আরও সব অন্যকিছু নেওয়া হচ্ছে, ও গুলো কেন?

এসব দিয়ে কি - সব মন্ত্র-তন্ত্র হবে তা আমি জানি না। বিধাতাই ভালো জানেন।

আজকাল দেখছি বয়স্ক লোকেরা কবিরাজি ঔষধের উপরই বেশী নির্ভর করে।

হতে পারে অন্যরকম কিছু।

অন্যরকম!

তাহলে শোনবে অন্য রকম কিছু?

বলুন।

এক রাজার ছিলো অনেক জমি জিরেত, ধন সম্পদ, জ্ঞান গুন আরও অনেক কিছু। তাঁর সন্তান সন্ততির কোনো অভাব ছিলো না। তিনি ছিলেন অহমিকাশূন্য ব্যক্তি। সবাইকেই সমান চোখে দেখতেন। মানুষের প্রতি তাঁর ছিলো অনেক মায়া দয়া। তারই রাজ্যের একজন বেতন ভোগী করনিক রাজার বাড়ীতে তার ষোড়শী কন্যাকে নিয়ে আসলো। করনিকের ওই কন্যাকে দেখে রাজার পছন্দ হয়ে গেল। রাজা মনে মনে ভাবল, করনিকের ওই সুন্দরীকে আমি পুত্র বধু করে এ বাড়ীতে তুলব।

তারপর?

তারপর আমি জানি না।

আচ্ছা ওই সুন্দরী মেয়েটির নাম কি?

তা-ও আমি ভালো করে জানি না, তবে শুনেছি ভবতাড়িনী।

ভবতাড়িনী!

এ সময় সারদা বাবু অন্য দিকে মনোযোগ দিয়ে সহিসকে বলল, "থাম, থাম। খানিক এগিয়ে ঠাকুর বাড়ীর চত্তরে ঢুকে যাও?"

সহিস ঠাকুর বাড়ীতে ঢুকে সিঁড়ি গোড়ায় কাছে নিয়ে টম টম থামাল। দেবেন্দ্র বাবু দুতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রবিকে টম টমে বসে থাকতে দেখে হাস্যোজ্জ্বল চোখে খানিক তাকিয়ে সারদা বাবুকে ডেকে বলল, " এসো সারদা, তোমাদের জন্যেই আমি অপেক্ষায় প্রহর গুনছি। এসো?

Edited by Ripon Sarkar

সারদা বাবু সেদিকে একবার তাকিয়ে রবিকে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে দুতলায় উঠে বৈঠকঘরে বসল অবলিলায়। দেবেন্দ্র বাবুও নিজ ঘরে বিলম্ব না করে তড়িঘড়ি পা চালিয়ে বৈঠক ঘরে ঢুকে সারদা বাবুর পাশে হাতলওয়ালা চেয়ার টেনে বসল। রবি মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছে অন্যদিকে। দেবেন্দ্র অবলিলায় খানিক নরম সুরে রবির দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবা রবি, তোমার বিয়ের বয়স হয়েছে। পিতা হিসেবে আমাকে সেদিকে খেয়াল করে আমার অধিনস্থ কর্মচারী বেনী মাধবের কন্যাকে আমি তোমার বধু হিসেবে পছন্দ করেছি। মেয়েটি আমার এখানে এসেছিল। আমার সবদিক দিয়েই পছন্দ হয়েছে। মেয়েটির নাম ভবতাড়িনী। এ বিষয়ে তোমার আপত্তি থাকলে বলতে পার।

আমার আপত্তি নেই বাবা। আপনার পছন্দই আমার পছন্দ।

সারদা বাবু আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলল, "তাহলে আর দেবী কেন? শুভ কাজ শুরু করে দেই তাড়তাড়ি।

দেবেন্দ্র বাবু বলল, তাই কর বাবা।

এ কথা বলে দেবেন্দ্র বাবু চেয়ার থেকে উঠে চলে গেল নিজ কক্ষে।

সারদা বাবু বৈঠক ঘরে বসে থেকে মনে মনে চিন্তা করলেন, রবির বিয়ের সবকিছুইতো আমাকে করতে হবে। বেনী মাধবের মেয়ের বিয়ে বিষয়ে বেনী মাধবকে কিছু অর্থ প্রদান করা অপরিহার্য। নয়তো ঠাকুর বাড়ীর মান-সম্মানের উপর আঘাত আসবে। ফুলতলিতে নিয়েতো রবির বিয়ে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, যা করার এ বাড়ীতেই করতে হবে। এই মনে করে সারদা বাবু ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে দেবেন্দ্র বাবুর কক্ষে ঢুকে গেলেন অবলিলায়। দেবেন্দ্র বাবু হাস্যোজ্জ্বল চোখে সারদা বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এসো সারদা, এসো। তোমার কাছে ঠাকুর বাড়ী অনেকাংশে ঋণি। ঠাকুর বাড়ীতে তুমি আশির্বাদ স্বরূপ এসেছ। ঠাকুর বাড়ীর প্রতি কাজেই তোমার দরকার হয়।"

সারদা বাবু বিনয়ের সাথে মাথা নিচু করে দেবেন্দ্র বাবুকে বলল, "সে- কি কথা বলছেন বাবা। এসব করাতো আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য। সেজন্য আমার কোনো আপত্তি নেই।

সে যা হোক। রবির বিয়ে বিষয়ে যা সব করতে হবে তা' তুমিই ভালো জান। তবে আমি মনে করতেছি, রবির বিয়েটা ফুলতলিতে বেনী মাধবের বাড়ীতে না হয়ে ঠাকুর বাড়ীতে হওয়াই ভালো।

এতে আমার কোনো দ্বিমত নেই বাবা।

কিন্তু বেনী মাধবকে বিয়ের কাজে কিছু অর্থ প্রদান করা প্রয়োজন আমি মনে করি।

তুমি তাই কর সারদা।

তাহলে উঠি বাবা আমি।

উঠবে তো বটেই। তো তুমি এখনটায় দেরী না করে বেনী মাধবের সংগে ফুলতলীতে চলে যাও। এখানে রবির বিয়ের বিষয়ে যাবতীয় কর্ম আমিই করতে পারব বিধাতার ভরসায়।

Edited by Ripon Sarkar

সারদা বাবু খানিকটা অস্বস্তিবোধ করে মনে মনে ভাবলেন, এ বাড়ীর বড় জামাতা হয়ে আমার উপর যে দায়িত্ব অবধায়িত হয়েছে - এ বেলায় আমার জন্যে অসহ্যকর। বেনী মাধবকে সংগে নিয়ে পুনরায় ফুলতলিতে যাওয়া আসা আমার শরীরের উপর জুলুম। কিন্তু বাবার ইচ্ছার বাইরে কোনোকিছু করা- বলা যে অন্যায়। এই মনে করে সারদা বাবু বারান্দা দিয়ে হেঁটে হেঁটে দু'তলার সিঁড়ি ভেঙ্গে নিজতলায় এসে ঠাকুর বাড়ীর বিশাল বাগান বাড়ীর পাশে আঙিনায় মাথা নিচু করে দুর্বাঘাসের দিকে তাকিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। খানিক পায়চারী করে আঙিনার পূর্ব উত্তর পাশে এসে থমকে দাঁড়ালেন। মনে মনে ভাবলেন, আঙিনার এই জায়গাটিই উত্তম। পূর্ব দিকে শান বাঁধানো পুকুর ঘাট দক্ষিণে ফুল ও ফুলের বাগান, উত্তরে আম-বাগানের একাংশ এবং পশ্চিমে ঠাকুর বাড়ীর হাল ফ্যাশনের বিল্ডিং। এই চিন্তা করে সারদা বাবু এখানটায় রবির বাসর ঘরটি নির্মান করার পরিকল্পনা করে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সদর গেইটের কাছে এসে খানিকটা বিস্ময়বোধ করে পশ্চিম দিকে তাকালেন। সারদা বাবুর কাছে মনে হলো, কে যেন একজন টমটমে চড়ে এদিকে আসছে। যতই টমটম কাছে আসছে ততোই মনে হচ্ছে– লোকটি পরিচিতজন। সারদাবাবুকে বিস্ফারিত চোখে এভাবে টমটমের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সদর গেইটের রক্ষক সুরেশ একটু এগিয়ে গিয়ে সারদা বাবুর কাছে গিয়ে ও টমটমের দিকে তাকিয়ে সারদা বাবুকে বলল, "বাবু, টমটমের বসা লোকটি মনে হয় বেনী মাধব রায় বাবু। সংগে তার ষোড়শী কন্যা।

সারদা বাবু ওইদিকে খানিক সময় তাকিয়ে থেকে সুরেশকে বলল, "ঠিকই বলেছ সুরেশ, বেনী মাধব টমটমে চড়ে তার কন্যাক নিয়ে এদিকে আসছে।

সারদা বাবু একটু আনন্দবোধ করে মনে মনে ভাবল, থাক, বাঁচা গেল। অন্যথায় আমাকে যেতে হতো সদূর ফুলতলিতে।

সুরেশ খানিককক্ষণ টমটমের দিকে তাকিয়ে থেকে সারদা বাবুকে বলল, রবি বাবুকে খবরটা পৌঁছে দেওয়া দরকার।

তাই কর সুরেশ। সুরেশ মনে মনে চিন্তা করল, সারদা বাবুকে কেমন যেন ক্লান্ত ক্লান্ত ভাব দেখলাম। মনে হয় তার শরীরে কোন অসুখ আছে।

এই মনে করে সুরেশ ঠাকুর বাড়ীর ভিতরে ঢুকে গেল অবলিলায়।

রবি দুতলার একটি কক্ষে বসে মনে মনে ভাবল, যে মেয়েটিকে আমি ফুলতলিতে দেখে এসেছিলেম ওই মেয়েটির নাম ছিল ফুলি। কিন্তু ভবতাড়িনী মেয়েটি কে? সেই সময়ও পাইনি যে, তার খোঁজ - খবর নিয়ে জানব। বিধাতায় ইচ্ছায় জানি না কি হতে যাচ্ছে। এই মনে করে বারান্দায় এসে রেলিংয়ে হাত রেখে আঙিনার দিকে তাকালেন। আঙিনায় একদিকে বিয়ের সানাই বাজছে, অন্যদিকে বাদ্য-বাজনা। আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীরাও আঙিনার সবটুকু জায়গায় বসে দাঁড়িয়ে আনন্দ ফুর্তি করছে অবলিলায়। এর মাঝেই একদল তরুন-তরুনী ও বয়স্ক নারী পুরুষ সিঁড়ি ভেঙ্গে দুতলায় উঠে রবিকে আঙিনায় নামিয়ে নিয়ে আসে। ইতোমধ্যে বেনী মাধব ও ভবতাড়িনী ঠাকুর বাড়ীর ভিতরে ঢোকার সাথে সাথে ঘোমটা মাথায় ভবতাড়িনীকে রবির সাথে হাত

Edited by Ripon Sarkar

ধরায়ে বাড়ীর পেছনে দরজার দিকে বিয়ের বাদ্য-বাজনা বাজাতে বাজাতে চলে গেল। তারা পেছন দরজা ঘুরে বাড়ীর সদর গেইটের কাছে আসতেই সুরেশ তড়িঘড়ি পা চালিয়ে রবির কাছে গিয়ে কানে কানে বলল, "সারদা বাবু মাথা পাক দিয়ে আঙিনার পড়ে গেছে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

এই কথা শুনে রবি ও অন্যান্যরা তড়িঘড়ি সারদা বাবুর নিকট চলে আসে সবাই। মাথায় পানি ঢালছে ক'জন। খানিক বাদে সারদা বাবু একেবারেই নিথর হয়ে গেল। খবর পেয়ে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় এসে সারদা বাবুর নাড়ী টিপে পরীক্ষা -নিরাক্ষা করে দেখে হতাশার সুরে রবির দিকে তাকিয়ে বলল, "সারদা বাবু হার্ট ফেল করেছে। তিনি মরে গেছে।" সারদা বাবুর অকাল মৃত্যুতে সবার মনেই হতাশার ছায়া নেমে আসে বিয়ে বাড়ীতে। ধীরে ধীরে বিয়ে বাড়ীর অতিথিরাও সদর গেইট পেরিয়ে চলে যেতে লাগল অবলিলায়। স্বজনরাও চুপ চাপ বসে ঠাকুর বাড়ীর উন্নতি বিষয়ে তাঁর অবদানের গুণকীর্তন করছেন। কেউ কান্না কাটি করছেন। দুপুর ঘনিয়ে সন্ধ্যা এসে গেলেও কেউ খাচ্ছেন তো কেউ মুখে দানা পানি দেন নি। এই অবস্থায়, রবি মনে মনে ভাবলেন, বিধাতার ইচ্ছেই সব হয়। শাশ্বত সত্যকে অবিশ্বাস করার কোনো ব্যবস্থা নেই। নিয়তি মানুষের নিত্য সাথী। সারদা বাবু চলে গেল পরলোকে। লোকান্তরিত। আমরা এখনো ইহলোকে বেঁচে আছি। বেঁচে আছি বলেই আমাদের দুনিয়াদারী করতে হবে। রবি ঠাকুর খানিক সময় দার্শনিকের মতো এসব চিন্তা করে ধীর পায়ে হেঁটে চলে আসছেন আঙিনার মধ্যে নব নির্মিত ঘরে। ঘরে ভবতাড়িনী একা বসে আছে ফুলে ফুলে সাজানো পালঙ্কে।

ভবতাড়িনী পালঙ্কের মাঝামাঝি জায়গায় বসে ঘোমটা দিয়ে বসে মনে মনে ভাবছেন তিনিতো এখনই এসে যাবেন। আমি তাঁকে কি বলব, আমিতো অজ পাড়া গাঁয়ের মেয়ে। লেখা পড়াও তেমন করিনি। তিনিতো অনেক বড় জ্ঞানী গুনি, শিক্ষিত এবং জমিদার মানুষ। আমি কি পারব তাঁর মন জয় করতে। চেষ্টা করব। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে কেন? না না ভয় পাব না। তিনিইতো আমার শক্তি।

রবি ঠাকুর ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে আঙিনার ওই ছোট ঘরে ঢুকে মাথা উঁচু করে আনন্দ মনে ভবতাড়িনীর দিকে তাকিয়ে দরজার কাছেই একটু দাঁড়ালেন। চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলেন মেঝে ও চৌহদ্দি। পায়ের কাছে ফুলে ফুলে সাজানো পালঙ্ক অবধি মেঝে। রবি ঠাকুর ওই মেঝে দিয়ে হেঁটে হেঁটে পালঙ্কের কাছে গিয়ে অবলিলায় ভবতাড়িনীর কাছাকাছি গিয়ে মাথার ঘোমটা নামিয়ে মনভরে ভাবতাড়িনীর মুখ মন্ডলের দিকে তাকাল। ভবতাড়িনী চোখ বুজে আছে তখনও। রবি ঠাকুর খানিক সময় ভবতাড়িনীর দিকে তাকিয়ে থেকে আনন্দে বিহবল হয়ে মনে মনে ভাবছেন, এ যে আমার ফুলি! স্বপ্নের রাজকন্যা। যাকে রাতভর জীবন সঙ্গিনী হিসেবে চিন্তা করতাম। স্বপ্নের রাজকন্যাকে আমি বাস্তবেই পেয়ে গেছি। আমি বড়ই সৌভাগ্যবান। বিধাতা আমাকে খুবই সৌভাগ্যবান করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। বিধাতাকে অনেক ধন্যবাদ। আমার চোখে ও ফুলিও নয় ভবতারিনীও নয়। আজ থেকে ওর নাম হবে মৃনালিনী। মৃণালিনী আমার প্রাণ। স্বর্গীয় অপ্সরা, দেবী, স্বরসতি, প্রেয়সি, মধুরানী ও সুধাময়ী। মৃণালিনীর মুখ মণ্ডলের দিকে তাকিয়ে আমি তাই বুঝেছি অন্তরে অন্তরে।

Edited by Ripon Sarkar

মৃণালিনীর মুখ মণ্ডলের দিকে তাকিয়ে থেকে এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে সকাল হয়ে গেল সেটা বুঝতে পারেননি রবি ঠাকুর। তিনি শোয়া থেকে বসে পালঙ্ক থেকে নেমে ধীর পায়ে হেঁটে চলে আসেন দরজার কাছে। একবার মৃণালিনীর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকান তিনি। দরজার বাইরে দিনের আলো বেড়ে উঠেছে মনে করে আঙ্গিনার পাশে আম বাগানে গাছের ছায়ায় হেঁটে হেঁটে মনে মনে ভাবছেন, মৃণালিনী ঘুম থেকে জেগে চোখ মেলে যখন দেখবে আমি পাশে নেই তখন ও কি ভাববে, ভাববে হয়ত আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর কাছে চলে আসব। পুব আকাশের সূর্যটাতো গড়িয়ে গড়িয়ে উপরে উঠছে। গাছের ডালে পাতায় পাতায় মৃদু মৃদু বাতাস। পাখিগুলো উড়োউড়ি করছে চারদিকে। কি মিষ্টি মধুর সকাল! এ সময় সিঁড়ি গোড়ায় রবী ঠাকুর তাকিয়ে দেখলেন, একজন ভৃত্য এদিকেই জোর পায়ে হেঁটে আসছে। রবি ঠাকুর ওদিকে মাথা উঁচু করে তাকালেন। ভৃত্য কাছে এসে বললেন, দাদা, বড়কর্তা আপনাকে ডাকছেন। এক্ষুণি যেতে বলছেন।"

রবি ঠাকুর ওদিকে না তাকিয়ে সিঁড়ি গোড়ায় দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবছেন, বাবা সাঁজ সকালেই আমাকে ডাকলেন, নিশ্চয় কোনো প্রয়োজনীয় কথা বলবেন। এমনি মনে করে সিঁড়ি ভেঙ্গে দুতলায় উঠে ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে বৈঠকঘরে গিয়ে চেয়ার টেনে বসলেন। খানিক বাদে দেবেন্দ্র বাবু অবলিলায় বৈঠকঘরে ঢুকে রবির সামনে চেয়ার টেনে বসে রবির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি তো সর্বদাই মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াও।কর্ম করার ইচ্ছে তোমার আদৌ নেই। তা একান্তই তোমার বিষয়। তোমার যা ভালো লাগে তাই কর। কিন্তু এখনতো তুমি একা নও। তোমার সঙ্গিনী হয়েছে। নববধুকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে বেড়ায়ে আসা সামাজিক প্রথা আছে। এসব নিয়ম-প্রথা পালন করতে হয়। এবার মা ভবতাড়িনীকে নিয়ে দক্ষিণডিহি থেকে বেড়ায়ে এসো।

এ কথা বলে দেবেন্দ্র বাবু চেয়ার ছেড়ে নিজ ঘরে চলে গেলেন।

রবি ঠাকুর খানিক বসে চেয়ার থেকে উঠে ধীর পায়ে হেঁটে বারান্দায় এসে রেলিংয়ে হাত রেখে বিস্ফারিত চোখে বাড়ীর গেইটের দিকে তাকালেন। কয়েকজন ভৃত্য গেইটের পাশের রাস্তায় টমটম গাড়ীটি ফুল দিয়ে সাজিয়েছে চারদিকে। বসার আসনের সামনে লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা। এ ছাড়াও লাল-নীল কাগজ দিয়ে সাজানো হয়েছে পুরো ঘোড়াগাড়িটি। ক'জন ভৃত্য কাঁচমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ীর চারদিকে। টমটমের পাশে আরও ক'টি ঘোড়ার গাড়ীও দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। খানিক বাদে ক'জন মেয়ে মানুষ মৃণালিনীকে সংগে নিয়ে টমটমে বসিয়ে দিল ঘোমটা মুখে।। রবি ঠাকুর সাথে সাথেই টমটমে চেপে মৃণালিনীর পাশে বসে গেলেন অবলিলায়। বসার আসনের লাল পর্দাটিও পড়ে গেল তখনই। রবি ঠাকুর মনে মনে ভাবছেন, কি এক অদ্ভুত ঝামেলায় পড়ে গেলাম আমি। চারদিক বন্ধ। সামনে লাল পর্দা দু দিকে। অন্য পর্দার বেষ্টনী মাথার উপরে মোটা কাপড়ের ছাদ। বাইরের আলো বাতাস, বৃক্ষলতা, পাখ-পাখালি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বাইরের মানুষজনও দেখছি না। মৃণালিনী ঘোমটা মাথায় টমটমের তালে তালে শুধু দুলছে। রা -শব্দ কোন কিছুই করছে না। এসব বিয়ের নিয়ম রীতি আমার ভালো লাগে না।

Edited by Ripon Sarkar

সামনে কাঁচা পথ। এঁটেল মাটির রাস্তা। উঁচু নীচু। এখানটায় টমটম একটু আস্তে আস্তে এগুচ্ছে সামনের দিকে। রবি ঠাকুর খানিক বাদে মৃণালিনীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। মৃণালিনী ঘোমটা মাথায়ই আঁচ করতে পেরেছেন রবি ঠাকুরের এরূপ চাহনি। খানিক বাদে মৃণালিনী মাথায় ঘোমটা একটু উপরে তুলে রবি ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে একটু সাহস করেই বলল, "কিছু ভাবছেন এ বেলায়।"

না, তেমন কিছু ভাবছি না। তবে ভাবনাতো কিছু আছেই।

কি- সেটা?

তোমাদের বাড়ীতে এতো মানুষজন নিয়ে উঠা। ওদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, তাছাড়া ওই পরিবেশে থাকা আমার জন্য একটু অসুবিধে বোধ করছি।

সেজন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না, বাবা সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

কি ব্যবস্থা?

আমাদের বাড়ীতে ইমারতাদি নির্মাণ করে দিয়ে আপনার এবং আপনার লোক লস্কর থাকার উপযোগী বাড়ী করে দিয়েছেন।

সে কথাতো আমি মোটেই জানি না।

মৃণালিনী অন্যদিকে খেয়াল করে বলল, "আমরা মনে হয় ঘাটে এসে গেছি। টমটম থেমে গেছে তাই।

একজন ভৃত্য টমটমের কাছে এসে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, কর্তা আমরা ঘাটে এসে গেছি।

এখানে নামতে হবে।

রবি ঠাকুর টমটম থেকে নেমে খানিক হেঁটে ঘাটপাড়ে সমতল ভূমিতে দুর্বাঘাসের উপর দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন গংগার শেষ প্রান্তের দিকে। সেখানে আকাশ ঠেকে আছে ভূমিতে। নদীর ওপারে অনেক দূরে অরন্যের সমভূমি দেখা যায় এখান থেকেই। রবি ঠাকুর ওদিকে থেকে চোখ নামিয়ে ঘাটের পাড়ে সারি সারি নৌকাগুলোর দিকে তাকিয়ে খানিকটা বিস্ময়বোধ করলেন মনে মনে। ঘাটে এতো নৌকা! লাল-নীল কাগজ আর ঝিলমিল কাগজ দিয়ে সাজানো সামনের বড় নৌকো। ক'জন বলিষ্ঠ ভৃত্য তড়িঘড়ি বড় নৌকোর কাঠের সিঁড়ি নামিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে রবি ঠাকুরের কাছে এসে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "কর্তা, আমাদের কাজ সম্পন্ন। আপনার আগমনের জয় হোক। এ সময় একজন বয়স্কলোক খানিকটা বিহ্বল হয়ে বলল "ঘাটপাড় দেরী করা সমীচীন হচ্ছে না ঠাকুর পো। দক্ষিণ আকাশে কালো মেঘগুলো উড়োউড়ি করছি। অনেক দূরের পথ। তড়িঘড়ি উঠে পড় বজরায়। রবি ঠাকুর কোনো কথা না বলে খানিক হেঁটে বজরায় সিঁড়ি গোড়ায় পা রেখে মুখ ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল সবাইকে। অতঃপর বজরার উঠে ভিতরে ঢুকে গেল অবলিলায়।

বজরার ভিতরে ঘরের মতো কক্ষ। কক্ষের ভিতরে ঝিলমিল কাগজের ফুল দিয়ে সাজানো চারদিক। মেঝে রঙিন কার্পেট মাঝখানে পালঙ্কের ডানাগুলোতে সাপের মতো প্যাঁচানো গন্ধরাজ ফুলের বাহার। পালঙ্কের মাঝখানে মৃণালিনী অর্ধ ঘোমটা মাথায় চুপচাপ বসে আছে অবলিলায়। রবি ঠাকুর ওদিকে না তাকিয়ে বজরার খেড়কী দিয়ে

Edited by Ripon Sarkar

বাইরে তাকিয়ে লক্ষ্য করল, বজরার সামনের নৌকোগুলো সারি সারি। বড় নদী থেকে ভৈরব নদের দিকে এগুচ্ছে। নদীর দুদিকে ছোট ছোট পাহাড়ের মতো উঁচু ভূমিতে ঘন পল্লবে অচ্ছাদিত সারি সারি গাছের দেওয়াল। বজরার সামনে ও পিছনে নৌকো গুলোও বজরার চোখ রেখে ঢুকে গেল ভৈরব নদের সরু নৌপথে।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। পাখীগুলো বাসা মুখী হচ্ছে সারাদিনের ক্লান্তির পর। তারাগুলো এখনো উঁকি দেয়নি আকাশে। পশ্চিমকাশে সূর্য ডুবো ডুবো করছে। ভৈরব নদের বড় ঘাটে বজরার সামনে নৌকোগুলো লেগে গেল সারি সারি। ভৃত্যরা একে একে সবাই নেমে ঘাটপাড় অস্ত্র হাতে দাঁড়াল স্ব স্ব স্থানে। খানিক দূরে বড় একটি বাতির কুণ্ডলী এদিকে খুব দ্রুত বেগেই আসতেছে বলে মনে হলো রবি ঠাকুরের কাছে। তিনি খানিকটা বিস্ময়বোধ করলেন ওদিকে তাকিয়ে। মৃণালিনী মনে মনে ভাবলেন, এ স্থানটুকো আমার কাছে খুই পরিচিত। এ ঘাটে কত যে আমি ডুবো ডুবো খেলেছি— তা গুনে শেষ করতে পারব না এ মুহূর্তে। এখানেতো ভয়ের কিছুই নেই। মৃণালিনী একটু আনন্দ মনেই রবি ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের বাড়ীটা এখান থেকে বেশী দূরে নেই। ওই যে একটা বড় বাতি দেখা যায়, ওটাই আমাদের বাড়ী।

বড় বাতি। ওই বাতিতো আগুনের কুণ্ডলী, মনে হয় এদিকে ধেয়ে আসছে। অজ পাড়াগাঁয়ে এমন বাতি আসরে কোথেকে।

ওটাও বাবাই করেছে। কলকাতা থেকে ভৃত্যদের দিয়ে আগে ভাগেই গোটা কয়েক হ্যাজ্যাক লাইট পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের বাড়ীতে।

এতো আলোর কোনো দরকার ছিলো না। তুমিই তো আমার আলো।

এটা বাবার ইচ্ছে এবং জমিদার বাড়ীর সম্মান।

রবিঠাকুর মনে মনে ভাবলেন, মৃণালিনী খানিকটা সাহসী হয়ে উঠছে তার বাপের বাড়ী এসে এবং সংসারবোধও জাগ্রহ হচ্ছে তার অন্তরে। তিনি বললেন, এখানটায় বেশীদিন থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কলকাতায় ফিরে যেতে হবে তাড়াতাড়ি।

এটা কর্তার ইচ্ছে ও দয়া।

মৃণালিনী,

বলুন?

আমার শুধু ইচ্ছে করে প্রকৃতির মাঝে ঘুরে বেড়াতে। নদীর জল, গাছের লতা-পাতা, ফুল -পাখী গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে। তাইতো আমার ইচ্ছে হচ্ছে এখনই বেরিয়ে যেতে।

এতো রাতে।

রাত কোথায়, সকাল তো হয় হয়। এখানকার আলো বাতাস খুবই স্নিগ্ধ আরামদায়ক।

কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে।

ভয় কিসের, খানিক বাদেই আমি ফিরে আসব। ভৃত্যরাতো আমার আশপাশে আছেই।

মৃণালিনী কোনো কথা বললো না। শুধু টগবগিয়ে তাকিয়ে রইলেন রবি ঠাকুরের দিকে।

Edited by Ripon Sarkar

রবি ঠাকুর ঘর থেকে বের হয়ে বাড়ীর গেইটের কাছে এসে দাঁড়াল। দুদিকে দু'জন বলিষ্ঠ ভৃত্য। তারা নত শীরে রবি ঠাকুরের হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো। রবি ঠাকুর ওদিকে না তাকিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে লাগলেন অবলিলায়। মেঠো পথের ধারে লাল হলুদের বড় বড় বন ফুলের গাছ। এসব বন ফুলের গাছগুলো যেন সর্বদাই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। রবি ঠাকুর ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মেঠো পথ দিয়ে দক্ষিন দিকে যেতে যেতে ছোট একটি বাজারে কাছে এসে মুখ ফিরিয়ে ভৃত্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, ওই দেখ, চারা গাছ বিক্রি করছেন একজন দোকানী। ওদিকে চল।

ভৃত্যরা ওদিকে রবি ঠাকুরের পিছু পিছু হাঁটতে লাগল।

রবি ঠাকুর দোকানীর কাছে এসে একটি চারাগাছ হাতে নিয়ে দোকানীকে বলল, "এটা কি গাছের চারা?

দোকানী বিনয়ের সাথে বলল, সাফেদা গাছ।

ভৃত্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, "সফেদার চারাগাছটি তুলে নাও। আমি চারাগাছ টির দাম চুকিয়ে দিচ্ছি।

একজন ভৃত্য চারাগাছটি তুলে নিল হাতে।

রবি ঠাকুর মেঠো পথ থেকে নেমে তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে খানিকটা আবেগের সুরে মৃনালিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, "এ বাড়ীতে কখন আসি বলতে পারি না। সেজন্যে মনে মনে ভাবছি, এ বাড়ীতে একটি চিহ্ন রেখে যাব। যা কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে।

মৃনালিনী অবলিলায় বলল, "কি সেই চিহ্ন।

রবি ঠাকুর ভৃত্যের হাত হতে সফেদা গাছের চারাটি নিয়ে বলল, এটি সেই চিহ্ন। এ চারা গাছটি আমার নিজ হাতে লাগিয়ে দেব তোমাদের বাড়ীর আঙ্গিনার পূর্ব পাশে।

তাই করুন আপনি।

এ' সময় রবি ঠাকুর লক্ষ্য করলেন, মঙ্গল বিহারী বাবু একটু দ্রুত পায়ে হেঁটে এদিকে এগিয়ে আসতেছে। রবি ঠাকুর খানিকটা বিস্ময়বোধ করে ওদিকে তাকালেন, মঙ্গল বিহারী বাবু কাছে এসে বিহবলভাব দেখিয়ে রবি ঠাকুরকে বলল, "এখানটায় বিলম্ব করা ঠিক হবে না কর্তা। বড় কর্তার অবস্থা ভালো নেই। কলকাতায় যাওয়া অপরিহার্য।"

রবি ঠাকুর কোনো কথা না বলে মনে মনে ভাবলেন, দ্রুত কলকাতা যাওয়া প্রয়োজন। এখানটায় বিলম্ব করা অনুচিত।

মঙ্গল বাবু বিনয়ের সাথে বলল, "নৌকোযোগে কলকাতা যেতে অনেক সময় লাগবে। ট্রেন দ্রুত পৌঁছে যাবে কলকাতায়।

তাই হবে মঙ্গল বাবু।

একজন ভৃত্য দ্রুত এদিকে এগিয়ে অবনত শীরে রবি ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বিনয়ের সাথে বলল, "পালকি প্রস্তুত কর্তা। খানিক বাদেই ট্রেন এসে যাবে বেজের ডাঙ্গা রেল স্টেশনে। বিলম্ব করলে ট্রেন পাওয়া যাবে না।

Edited by Ripon Sarkar

মৃনালিনী আগে ভাগেই খানিকটা চিন্তিত মনে পালকিতে বসে আছে চুপ চাপা রবি ঠাকুর দ্রুত পায়ে হেঁটে পালকিতে উঠে বসতেই চার বেয়ারা কাঁধে উঠিয়ে নিল পালকি। ক'জন ভৃত্যও পালকির পিছু পিছু যেতে লাগল বেজের ডাঙ্গা ষ্টেশনের দিকে।

রবি ঠাকুর ট্রেনে বসে জানালা দিয়ে মাথা বের করে মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিল স্টেশনের প্লাটফর্মের মেঝে দাঁড়ানো লোকজনদেরকে। তখনই গার্ড হুইশাল দিল ট্রেন ছাড়ার জন্য। ট্রেন ধীর গতিতে চলতে চলতে দ্রুত গতিতে চলতে লাগল কলকাতার দিকে।

মৃনালিনী অবলিলায় বলল, কলকাতায় গিয়ে বাবার ব্যবসার দিকে মনোযোগী হতে হবে। ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে।

ওসব ব্যবসা আমাকে দিয়ে হবে না। যদ্দিন বেঁচে থাকি এভাবে চলবে জীবন।

জীবনতো শুধু আপনার একার নয়, আমাদেরও আছে।

বিধাতা যাকে যেভাবে রাখে সেটাই মান্য করে নিতে হবে।

ট্রেনটা মনে হয় ষ্টেশনে এসে থেমে গেল। এখানেই কি আমাদের নামতে হবে।

এখানেই নামতে হবে। টম টম ষ্টেশন গেইটের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। নেমে পড় এখানে।

মৃনালিনী ষ্টেশনে এতো মানুষজন দেখে খানিকটা আনন্দবোধ করে তিনি এদিক সেদিক মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগল অবলিলায়। টম টমে তিনি বসেও ষ্টেশনের দিকে তাকিয়ে রইল মৃনালিনী।

রবি ঠাকুর খানিকটা আবেগ প্রবণ হয়েই মৃনালিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, "পৃথিবীর কর্ম আমার জন্য আপবিহার্য নয় মৃনালিনী। সীমার মাঝে অসীমকে খুঁজে বের করার ইচ্ছেই আমার আনন্দ।

রথিকে নিয়ে ভাবতে হবে না?

তাতে কর্তব্যের অবহেলা হবে না।

জগৎ সংসারে মানুষের চলার পথ ভিন্ন ভিন্ন। কাকে বিধাতা জগৎ বিখ্যাত করে তা তিনিই ভালো জানেন।

বিধাতার হুকুমই আমাদের জীবনের আদর্শ। বিধাতা যেমন মানুষের রুহের অধাংশ তেমনিই নারীও পুরুষের রূহের অধাংশ। নারী প্রেমে মুগ্ধ হয়েই পুরুষেরা বিধাতার সন্ধান লাভ করতে পারে। পৃথিবী একটা সুন্দরী নারী রূপের অবয়ব।

আপনার এসব নীতি কথা, প্রীতি কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি এই পৃথিবীতে একজন বিধাতা প্রেরিত মহাপুরুষ। বিধাতা আপনাকে অনেক গুন দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। সেই আলোই আমি আপনার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। সেজন্যে আমি অতি ভাগ্যবতী।

এ সময় হঠাৎ করেই টমটম থেমে গেল বাড়ীর গেইটের কাছে এসে। ক'জন ভৃত্য গেইটের কাছ থেকে টম টমের কাছে এসে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে টমটমের আসনের পর্দার দিকে। রবি ঠাকুর ও মৃনালিনী টমটমের পর্দা সরিয়ে টমটম থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে চলে গেল বাড়ীর ভিতরে।

Edited by Ripon Sarkar

সারদা দেবী দুতলার বারন্দায় দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে রবি ঠাকুর ও মৃনালিনীকে এদিকে আসতে দেখে খানিকটা আনন্দ মনে একটু দ্রুত পায়ে হেঁটেই মহর্ষি দেবেন্দ্রের শয্যাপাশে গিয়ে বসল। রবি ঠাকুর ও মৃনালিনী ঘরে ঢুকেই মাহর্ষি দেবেন্দ্রের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল অবলিলায়। তখন দেবেন্দ্র চোখ বুজে ভাবছে সহায় সম্পদের কথা, ভাবছে ছেলেদের কথা, ভাবছে ঠাকুর বাড়ীর ভবিষ্যতের কথা। তার মনে পড়ে যায় বাবা, দাদা ও পূর্ব পুরুষেদের কথা। এ সময় পারস্যের কবিদের কথা বেশী বেশী মনে পড়ে তাঁর। খানিক বাদে তিনি চোখ মেলে তাকালেন। পাশে সারদা দেবী চিন্তিত মনে নিঃশব্দে বসে আছে দেবেন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে। রবি ঠাকুর একটু এগিয়ে সারদা দেবীর কাছে দাঁড়িয়ে দেবেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বিনয়ের সাথে বলল, "বাবা আমি এসেছি,মৃনালিনীও এসেছে।"

মহর্ষি দেবেন্দ্র মুখ ঘুরিয়ে রবি ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে নরম সুরে বলল, "তোমাকে নিয়েই আমি বেশী ভাবনা করছি মনে মনে। তোমার অন্য ভাইদের নিয়ে তেমন ভাবনা নেই। সংসার কর্মে তোমার অমনোযোগ দেখেই আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছি বেশী বেশী।

আপনার আশির্বাদই পারে একমাত্র আমাকে সর্ব বিষয়ে জয়ী করতে। সেটুকু আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।

তা তুমি পাবে বাবা। আমার আদেশ, সব সময়ই পূর্ব পুরুষদের কথা মনে রাখবে। পারস্যের কবিদেব জ্ঞান গুন, প্রজ্ঞা এবং তাদের দর্শন সব সময়ই চর্চা করবে, পালন করবে।

এই বলে দেবেন্দ্র চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রবি ঠাকুর মনে মনে ভাবলেন, আমার থাকার রুমের পাশে আরও একটি রুম হওয়া দরকার। ওই রুমটিই হবে আমার সাধনার এবং বিধাতার গুনকীর্তন করার রুম। ওই রুমে বসে আমি ধ্যান করব, মানুষের জীবনের সুখ দুখের আনন্দ উৎসবের বিধাতার সৃষ্টির রহস্যের, পৃথিবীর প্রকৃতি যাতে পাহাড় পর্বত, নদী-নালা, সমুদ্র নিয়ে চিন্তা করা যায়। এসব ভাবতে ভাবতে রবি ঠাকুর খানিক দ্রুত পায়ে হেঁটে নিজ রুমে এসে পালঙ্কে শুয়ে পড়লেন অবলিলায়। পালঙ্কের পাশে বড় একটি টেবিলের পাশে দেওয়ালে সাটানো আয়না। ওই আয়নার দিকে তাকাতেই রবি ঠাকুর আৎকে উঠেন। আয়নার চারদিকে চিকন কাঠে খুদাই করা ফ্রেম। এই আয়নাটি ছিল কাদম্বনি দেবীর। যিনি রবি ঠাকুরকে খুবই আদর করতেন, শাসন করতেন, শিক্ষা দিতেন লেখার অনুশীলন করাতেন এবং ভুল ধরতেন, উৎসাহ দিতেন। সেই কাদম্বনি দেবীর কথা মনে পড়তেই রবি ঠাকুর খানিকটা আনন্দবোধ করছেন মনে মনে।

মৃনালিনী ঘরে ঢুকেই খানিক বিব্রতভাব দেখিয়ে রবি ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "ইংরেজদের স্কুলে "ছেলে পুলে পড়া-শুনা করা অনেক বড় সমস্যা। শিক্ষকদের সাথে অনেক কথা বলতে হয়। অন্যসব ঝামেলাতো আছেই। তা আয়নার দিকে তাকিয়ে আপনি হাসছেন কেন?

Edited by Ripon Sarkar

রবি ঠাকুর হেসে হেসে মৃনালিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, "এই আয়নাটি আমার ঠাকুর বাড়ীর, যা দেখে আমার হাসতে ইচ্ছে হল। ঠাকুরানী আমাকে শাসন করত, ভয় দেখাতো, কবিতা লিখতে প্রেরনা দিত।

সে যাই হোক, আবার পূর্ব বঙ্গে জমিদারীর দেখতে কবে যাচ্ছেন?

এবার আর যাচ্ছি না। জমিদারীর ঝক্কি ঝামেলা আর ভালো লাগে না।

জগবাবু এসে সে কখন বসে আছে বৈঠক ঘরে।

তাই নাকি?

এই বলে রবি ঠাকুর পালঙ্ক থেকে নেমে দ্রুত হেঁটে বৈঠক ঘরে গিয়ে জগবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার প্রতি রাগ করনি তো জগ বাবু?

তোমার প্রতি আমি এ জীবনে অনেক রাগ করেছি। এতো রাগ করেছি যে আমার ইচ্ছে মতো তোমার থেকে একটি লেখা বের করে ছেড়েছি।

তোমার উৎসাহ শাসন আর প্রেরণা আমাকে জগৎ বিখ্যাত করেছে জগ বাবু। তা কখনো ভুলতে পারবনা। আমি তোমার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

সে কিছু না। বিধাতার ইচ্ছায় সবই হয়।

এ বেলায় তাই ভাবছি। বাকী সময়টুকু বিধাতার গুনকীর্তণ করে কাটিয়ে দেব।

তাতেও সমস্যা দেখা দিয়েছে কলকাতায়। ধর্ম নিয়ে চলছে শত্রুতা। রাজা রাম মোহন রায় নাকি ব্রাহ্ম ধর্ম প্রবর্তন করে সনাতনি হিন্দু ধর্ম ধবংশ করে দিচ্ছে। এ'নিয়ে চলছে হৈ-চৈ, মারামারি । জাত যাওয়া, জাত খাওয়া এসব।

রাজা রামমোহন বাবা সঠিক কাজই করেছে। একেশ্বরবাদ মানব জাতির কল্যানের জন্য সহায়ক। যেমন ইসলাম ধর্ম শান্তির ধর্ম এবং ইসলাম সর্বশ্রেষ্ট ধর্ম। বহু ঈশ্বর বাদীদের দিয়ে কখনো শান্তি আসতে পারে না। আরব দেশে মহাম্মদের আবির্ভাব কালে পৌত্তলিক আরবীরা যে তাঁর একঈশ্বরবাদ সহজে গ্রহন করে ছিল তা নয়, তা বলে তিনি তা'দিগকে ডেকে বলেননি তোমাদের পক্ষে যা সহজ তা' তোমাদের ধর্ম, তোমরা বাপ দাদাদের দ্বারা যা মেনে এসেছ তা'ই তোমাদের সত্য – এ কথা তিনি বললে হয়ত উপস্থিত আপদ মিটতো। কিন্তু চিরকালের বিপদ বেড়েই চলত।

বিধাতা সত্য তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি আমাদের সবকিছুই জানেন ও দেখেন।

পরম প্রভু স্বয়ং পবিত্র কোরআনে বলেছেন, আমি তোমাদের প্রধান শিরার থেকেও অধিক নিকটবর্তী।"

জগদীশ একটু আবেগ প্রবণ হয়ে রবি ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "ধর্ম নিয়ে আজ অনেক কথা হয়ে গেল, মনে হল যেন আমরা এ পৃথিবী ছেড়ে কোন অজানা গ্রহে বসে কথাগুলি বললেম।

রবি ঠাকুর মাথা তুলে জগ বাবুর দিকে অস্ফুট হেসে তাকাতেই তাঁর কাছে মনে হলো কে যেন একজন আগন্তুক দাঁড়িয়ে আছে। এই মনে করে রবি ঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন। ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে দরজার কাছে যেতেই ডাঃ বিধান রায় একটু বিহবল ভাব দেখিয়ে রবি ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে হতাশ মনে বলল, দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

Edited by Ripon Sarkar

অকালে চলে গেছেন পরলোকে। সেজন্যে আমরা সবাই শোকে মুহ্যমান। চিত্তবাবুর এরূপ মৃত্যু হবে এটা আমরা কখনোই আশা করেনি।

রবি ঠাকুর খানিক চিন্তা করে একটু হতাশ স্বরেই ডাঃ বিধান বাবুকে বলল, "বিধাতার উপর কারও কোনো হাত নেই। তার ইচ্ছেই সব হয়ে থাকে।

ডাঃ বিধান রায় একটু কাঁচুমাচু হয়েই হতাশার সুরে বলল, আপনার কাছে এসেছি দেশ বন্ধুর স্মৃতিভান্ডারে অর্থ সংগ্রহের জন্য আমরা আবেদনপত্র প্রচারের ইচ্ছাপোষন করেছি। ওই আবেদন পত্রে দেশ বন্ধু অন্তিম শয়নের ছবির নিচে দেবার জন্য একটি ছোট কবিতা লিখে দিতে হবে আপনাকে। যাতে চিত্ত বাবুর ছবিতে প্রান সঞ্চার হয়।

রবি ঠাকুর একটু হেসে বললেন, "ডাক্তার এটা কি তোমার প্রেসকিবশন লেখা যে খস খস করে দু কলম লেখে দিলেই হয়।

এ কথা বলে তিনি পাশের রুমে চলে গেলেন।

খানিক বাদে রবি ঠাকুর এ ঘরে ফিরে ডা, বিধান বাবুর দিকে তাকিয়ে একটু অস্ফুটা হেসে বলল, "এই নাও, চার লাইনের একটি কবিতা

এনেছিলে সাথে করে,
মৃত্যুহীণ প্রাণ
মরনে তাহাই তুমি
করে গেলে দান

ডঃ বিধান বাবু কবিতাটি হাতে নিয়ে চমৎকার, চমৎকার বলে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে গেল বাইরে।

রবি ঠাকুর খানিক ডঃ বিধান বাবুর দিকে তাকিয়ে বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকে পায়চারী করতে করতে মনে মনে ভাবলেন, এ পৃথিবীতে আমাদের সবারই অস্থায়ী বাস। তবুও মানুষের আশা হাজার বছর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার। মানুষ নিত্যদিনই পৃথিবীতে নতুন কিছু পেতে চায়। তাইতো এই জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এখন আর ভালো লাগে না।

এ সময় একজন ভৃত্য এসে মাথা নুয়ে কুর্ণিশ করে বলল, "কর্তা গেইটে টমটম প্রস্তুত।"

এ কথা বলে ভৃত্য পুনরায় কুর্ণিশ দিয়ে চলে গেল।

রবি ঠাকুর টমটমে যেতে যেতে ভাবলেন এখন টমটমও যেন সেকেলে হয়ে গেল। জোড়াসাঁকোর বাড়ীটি যেমন পুরাতন তেমনি টমটমও পুরাতন হয়ে গেছে। আমার জন্য শান্তি নিকেতনের বাড়ীটি স্বর্গ।

এসব ভাবতে ভাবতে রবি ঠাকুর শান্তি নিকেতনে কাছে এসে সহিসকে বলল, "এখানে থামাও টমটম।

টমটম থেমে গেল।

সহিসও টমটম থেকে নেমে গেল।

রবি ঠাকুর টম টম থেকে নেমে ভূমিতে পা ফেলতেই হাতের লাঠিটি ভূমিতে পড়ে গেল।

Edited by Ripon Sarkar

সহিস দু'পা এগিয়ে এসে লাঠিটি তুলে রবি ঠাকুরের হাতে দিল।

রবি ঠাকুর বৈঠক ঘরে ঢুকেই চারু বাবুকে ও অন্যান্য ক'জনকে বৈঠক ঘরে বসে থাকতে দেখে খানিকটা আনন্দ বোধ করল মনে মনে। চারু বাবু কিছু বলার আগেই রবি ঠাকুর অন্দর মহলের দিকে পা বাড়াল। চারু বাবু ও অন্যান্যরা তখন বৈঠক ঘরে বসে রইলেন রবি ঠাকুরের অপেক্ষায়।

খানিক বাদে রবি ঠাকুর রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বৈঠক ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসলেন। অন্যরা রবি ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে সবাই চুপচাপ। কেউই রবি ঠাকুরের সাথে কথা বলছেন না। খানিকক্ষন অপেক্ষ করে চারু বাবু একটু সাহস করেই রবি ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বিনয়ের সাথে বললেন, "এমন কি হয়েছে কবি গুরু, যার জন্য আপনি এতো রাগান্তিত হয়ে আছেন। আমাদের বলুন, আমরা এর প্রতিকার করব।

রবি ঠাকুর খানিক সময় চুপ থেকে রেগে মেগে আগুন হয়ে বললেন, না, না, এ বাড়ীতে আমি আর থাকছি না। আমার পিতামহ, আমার পূর্ব পুরুষরা যা কখনোই করেনি তা এখন রথি বৌমাকে নিয়ে প্রতিমা পূজা করছে। না না আমি আর এ বাড়ীতে থাকছি না। আমি এক্ষুনি চলে যাব এ বাড়ী থেকে।

চারু বাবু একটু হতাশ মনে বিনয়ের সাথে বলল, "কবিগুরু আপনি শান্ত হোন, আমরা এর প্রতিকার করছি।

রবি ঠাকুর কোনো কথা না বলে চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপ হয়ে বসে রইলেন।

চারু বাবু খানিকক্ষণ রবি ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে থেকে মনে মনে ভাবলেন, কবিগুরুর মন অতিশয় বিষন্ন। এ সময় এখানে বসে থাকা অনুচিত। এ মনে করে চারু বাবু ধীর পায়ে হেঁটে চলে গেলেন বৈঠক ঘরের বাইরে।

খানিক বাদে রবি ঠাকুর ধ্যানভগ্ন করে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেন বৈঠক ঘরে কেউ নেই। সবাই চলে গেছে। তিনি ইজি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। লাঠি হাতে নিলেন। লাঠিতে ভর করতে করতে পাশের টেবিলের কাছে এসে চেয়ারে বসে খাতা টেনে হাতে কলম নিয়ে মনে মনে ভাবলেন, লেখাই আমার জীবন, কবিতাই আমার জীবন। এ নিয়েইতো আমি বেঁচে আছি। এ সময় রবি ঠাকুর লক্ষ্য করলেন, পেছনে কে যেন একজন দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির ছায়া পড়েছে রবি ঠাকুরের ডান দিকে মেঝে। তখন রবি ঠাকুর অবলিলায় পেছনে তাকিয়ে দেখলেন, প্রভাতচন্দ্র কি প্রয়োজনে ঘরে ঢুকে কি মনে করে যেন বাইরে চলে যাচ্ছে। রবি ঠাকুর অস্ফুট হেসে প্রভাতচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, "এসো প্রভাত, আমার কাছে এসো।

প্রভাতচন্দ্র খানিক কাচুমাঁচু হয়ে বলল, "এখন আপনি কবিতা লেখায় ব্যস্ত, পরে আসব।

রবি ঠাকুর হেসে বলল, "এসো এসো, এ সময় তুমি আমার সাথে কথা বললে কবিতার বাঁধ ভেঙ্গে যাবে না। কবিতার বাকী টুকু পরে লেখা যাবে।

প্রভাতচন্দ্র ধীর পায়ে হেঁটে রবি ঠাকুরের কাছে এসে নিঃশব্দে কাঁচুমাচু হয়ে একটি চেয়ারে বসলেন। খানিক বসে প্রভাত চন্দ্র লক্ষ্য করল, কবিগুরু অতিশয় ক্লান্ত, বিমর্ষ।

Edited by Ripon Sarkar

এই মনে করে প্রভাত চন্দ্র চেয়ার ছেড়ে ধীর পায়ে হেঁটে চলে আসলেন বাইরে।

রবি ঠাকুরের ধ্যানমগ্ন থেকেই মনে মনে ভাবলেন পূর্ব পুরুষদের কথা। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে যেন, তিনি অন্য একটি জগতে চলে যাচ্ছেন। সে জগতে কোনো কলহ নেই, দ্বন্দ্ব নেই, ঝগড়া নেই, ফ্যাসাদ নেই, কেউ কারো প্রতি কোনো খেয়াল করছে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজনে ব্যস্ত। এ সময় রবি ঠাকুর লক্ষ্য করল, তাদের প্রয়াত পূর্ব পুরুষরা আকাশের মাঝে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। কখনো কখনো পৃথিবীর দিকে খুব দ্রুতগতিতে নেমে আসছে। এর মধ্যে প্রধান পুরুষ পীর আলী সর্বাগ্রে। পীর আলীর পিছু পিছু নীলমনি কুশারী, দর্প নারায়ন কুশারী এবং আরও অনেকে দ্রুত গতিতে রবি ঠাকুরের রুমে ঢুকে গেল। পূর্ব পুরুষদের দেখে রবি ঠাকুর খানিকটা বিস্ময়বোধ করলেও হাস্যোজ্জ্বল মুখে রবি ঠাকুর তাঁদের দিকে তাকালেন। তিনি তাদের দেখে ভয় পাচ্ছেন না, তাঁদের সাথে কোনো কথাও বলছেন না। খানিক বাদে পীর আলী একটু আনন্দ মনেই রবি ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, রবি, তুমি কুশারী বংশের জ্যোতি। সেই জ্যোতির আলোতে পৃথিবী আলোকিত হয়েছে। মুখরিত হয়েছে। সেই জ্যোতি চিরদিন বহমান থাকবে পৃথিবীতে। বিধাতার দেওয়া তোমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে রবি। তোমার সফর শেষ পৃথিবীতে। এখন পৃথিবীতে থাকার কোনো অধিকার নেই। আমাদের সংগে এখনই তোমাকে চলে আসতে হবে। ভয়ের কোনো কারণ নেই। রূহানী জগৎ সৎ মানুষের জন্য আনন্দের। তুমিও আনন্দের। তুমিও আনন্দে থাকবে রূহানী জগতে। এই রূহানী জগতে থেকে তুমি দেখবে পৃথিবীর মানুষকে। তাদের আচরণ বিচরন সবই দেখতে পাবে, কিন্তু কোনো কথা বলতে পারবে না। তুমি চলে আস এ ধরা থেকে। আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

রবি ঠাকুর চোখ মেলে তাকালেন। পালঙ্কের চারপাশে মানুষজন পরিপূর্ণ। সবার মুখেই হতাশার ছাপ। কেউ কথা বলছেন না। শুধু তাকিয়ে আছেন রবি ঠাকুরের মুখের দিকে। কেউ কেউ কাঁদছেন। রবি ঠাকুর তা লক্ষ্য করছেন মনে মনে। হঠাৎ রবি ঠাকুর শয্যাসায়ি থেকেই জোর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, তোমরা কেউ আমার জন্যে কেঁদ না। আমি ভালো আছি। আমি স্বর্গের উদ্যান দেখতে পাচ্ছি। সেখানেই শান্তি , চির শান্তি , আমার পুর্ব-পুরুষরা সেই উদ্যানে বসে আমার জন্য অপেক্ষা করছে,আমি এক্ষুনি সেখানে চলে যায়। বিদাই, চির বিদাই।

সমাপ্ত

Edited by Ripon Sarkar

ফকির জসীম উদ্দিন; ঢাকা (বর্তমান নরসিংদী) জেলার দত্তপাড়া (বেপারীপাড়ায়) ১৯৫৭ ইং সনের ৫ই মে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ফকির মেজবাহ উদ্দিন এবং মাতা নূরজাহান বেগম। তাঁর পিতামহ সাদত আলী ফকির ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক সাধক এবং মাতামহ কেতু ফকির ছিলেন পীরে কামেল এবং আধ্যাত্মিক সাধক। কথিত আছে যে, কেতু ফকির আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সেকালে পুরাতন কবরে চল্লিশ দিন বসে আল্লাহর জিকির করতেন। পিতামহ এবং মাতামহের মতো ফকির জসীম উদ্দিন বাল্য বয়স থেকেই ধর্মীয় বিদ্যা ও ইসলামী ফিকাহ্ শাস্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং নামায কালামে অধিকতর মনোযোগী হন। তিনি ব্রাহ্মন্দী কে. কে. এম. কলেজিয়েট স্কুল থেকে এস. এস. সি; নরসিংদী মহাবিদ্যালয় হতে উচ্চ মাধ্যমিক এবং বাংলা সাহিত্যে বি.এ অনার্স এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি এল এল. বি পাস করে ঢাকা জজ কোর্টে আইন ব্যবসায় রত হন। নরসিংদী কলেজ থেকে সাহিত্য প্রতিযোগীতায় তিনি কবিতায় প্রথম হয়ে নজরুল রচনাবলি পুরস্কৃত হন। এরপর তিনি ৮০ ও ৯০ দশকে দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং পাক্ষিক পত্রিকায় অসংখ্য ছড়া, কবিতা এবং গল্প লিখে আসছেন। তিনিই ছাত্রজীবনে নরসিংদীতে প্রথম 'আমার দেশ', 'ধান কাউনের দেশ', 'কিশোলয়' নামে শিশুতোষ পত্রিকা বের করেছেন। বর্তমানে তিনি আইন ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রেখে আসছেন। তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাস ইতোমধ্যে বের হয়েছে, এর মধ্যে 'আজও তোমাকে মনে পড়ে', 'অরণ্যে তুমি' এবং 'মৌরী' অন্যতম।

Edited by Ripon Sarkar

ISBN-984-70299-0008-6

Edited by Ripon Sarkar